Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

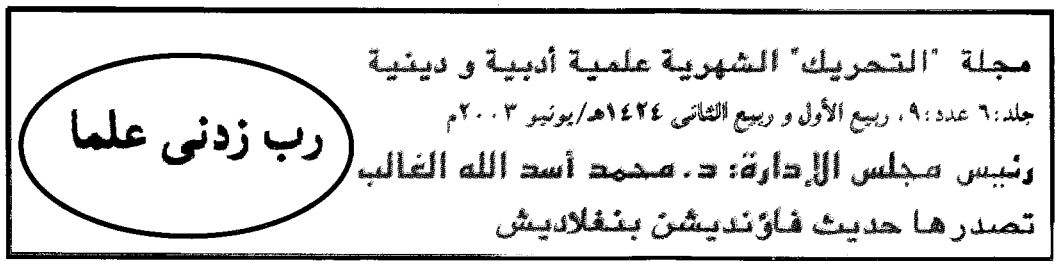

প্রচ্ছদ পরিচিত ঃ সোহগলপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, মেহেরপুর।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	*৪০০০/-*
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	*৩৫০০/-*
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	*৩০০০/-*
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	*২০০০/-*
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	*১২০০/-*
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	*৭০০/-*
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	*৩৫০/-*

● স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৭০/= (ষান্মাষিক ৯০/=)	= = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬৮৫/=	৫৮০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪৮৫/=	৩৯০/=
পাকিস্তান ঃ	৬১৫/=	৫২০/=
ইউরোপ, ও আফ্রিকা মহাদেশ	৮১৫/=	৭২০/=
আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ ঃ	৯৪৫/=	৮৫০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৬ষ্ঠ বর্ষঃ ৯ম সংখ্যা
রবীঃ আউয়াল-রবীঃ ছানী ১৪২৪ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪১০ বাং
জুন ২০০৩ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - প্রচলিত জাল হাদীছ ও সমাজে তার বৈরী প্রভাব ০৩
    - মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী
  - শয়তানঃ মানুষের চরম শত্রু ০৭
    - রফীক আহমাদ
  - আধুনিক সংস্কৃতিঃ একটি সমীক্ষা ১০
    - মাসঊদ আহমাদ
- **সাময়িক প্রসঙ্গঃ** ১৪
  - (১) প্রসঙ্গঃ জাতিসংঘ
    (২) যুদ্ধবাজ বুশ-ব্লেয়ারঃ ফ্যাসিবাদের আরেক নগ্ন মূর্তি
    - আবদুর রহমান
- **মনীষী চরিতঃ** ১৮
  - বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নাজদী (রহঃ)
    - নূরুল ইসলাম
- **নবীনদের পাতাঃ** ২৪
  - সমাজের নীল দর্পণ *গোলাম কিবরিয়া*
- **চিকিৎসা জগৎঃ** ২৭
  - ন্যাবা ও তার প্রতিকারে হোমিওপ্যাথি
    - ডাঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- **হাদীছের গল্পঃ** ২৮
  - হে আদম সন্তান! তুমি কি মৃত্যু ও কবরের জন্য সদা প্রস্তুত? *- মুযাফ্ফর বিন মুহসিন*
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ** ৩০
  - (ক) দাম্পত্য জীবন (খ) প্রতিবেশী
    -আতাউর রহমান
- **কবিতা** ৩২
- **সোনামণিদের পাতা** ৩৩
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৬
- **মুসলিম জাহান** ৪০
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১
- **জনমত কলাম** ৪৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

হে সন্ত্রাসী! আল্লাহকে ভয় কর

সন্ত্রাস সন্ত্রাস আর সন্ত্রাস। সর্বত্র সন্ত্রাস। ৯০-এর দশকের আগে কখনো এত অধিকহারে সন্ত্রাসের বিষয়টি নযরে আসেনি। বাংলাদেশের মানুষ স্বভাবগতভাবেই শান্তিপ্রিয়। সহিংসতা এদের স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু এখন অতি সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি হ'লেও তাদের পেশা হ'ল সন্ত্রাস। আগে সন্ত্রাস লুকিয়ে-ছাপিয়ে করা হ'ত। এখন তা চলছে বুক ফুলিয়ে সর্বসমক্ষে। কিন্তু সন্ত্রাসের এই বিস্তার ও ব্যাপকতার কারণ কি? দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কলামিষ্টগণ প্রায় সকলেই যে কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে চেয়েছেন তার সার-সংক্ষেপ হ'ল নিম্নরূপঃ (১) বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্ব স্ব নির্বাচনী স্বার্থে দলীয় সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তুলেছে (২) সাভাবিকভাবেই সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হ'ল সরকারী মন্ত্রী-এমপি বা দলনেতাগণ (৩) যেহেতু প্রতি মেয়েদান্তে সরকার পরিবর্তিত হয়, সেকারণ বিরোধী দলে সন্ত্রাসীদের কদর হয় বেশী (৪) অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসীরাই মন্ত্রী-এমপি নির্বাচিত হয়। কেননা এইসব গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য যোগ্যতা, সততা, দক্ষতা ইত্যাদির চাইতে দলীয় লোককেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে (৫) ছাত্রনেতা নামধারী উচ্চডিগ্রী প্রাপ্ত দলীয় ক্যাডাররা বিভিন্ন সরকারী গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীতে প্রবেশ লাভ করেছে। বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ এমনকি সেনাবাহিনীতেও। ফলে দলীয় সন্ত্রাস এখন সমাজদেহের শিরা-উপশিরা সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে (৬) প্রতিবেশী বন্ধু (?) রাষ্ট্রটির অনবরত উস্কানি ও তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ত্রাসী ও চালান করা অস্ত্রের মাধ্যমে দেশে পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে (৭) স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির লেবেল আঁটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দালাল বলে পরিচিত দলটির প্রকাশ্য ও গোপন সমর্থনে সন্ত্রাসের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতঃপর সন্ত্রাসের প্রতিকার হিসাবে তাঁরা যেসব কথা বলেছেন, সেগুলির সার-সংক্ষেপ হ'ল নিম্নরূপঃ (১) রাজনীতির সাথে অপরাধ জগতের নাড়ি বিচ্ছিন্ন করতে হবে (২) চিহ্নিত নেতাদের ও তাদের মদদপুষ্ট রাষ্ট্রদ্রোহী শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে (৩) প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ও কঠোর হ'তে হবে (৪) সরকারী দল থেকে সন্ত্রাসীদের বের করে ও শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে (৫) স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ বাদ দিয়ে মেধা, সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পুরা প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে হবে (৬) সীমান্ত এলাকায় কঠোরভাবে নিশ্ছিদ্র প্রহরা বসাতে হবে এবং এজন্য সর্বাধুনিক মিডিয়া সমূহ কাজে লাগাতে হবে।

উপরোক্ত কারণ ও প্রস্তাবিত প্রতিকার ব্যবস্থাগুলির সাথে আমরা একমত। কিন্তু কথায় বলে যে সর্ষে দিয়ে ভূত ঝাড়াবেন, সেই সর্ষের মধ্যেই রয়েছে ভূত। কার কাছে আমরা প্রতিকার দাবী করছি? গণতন্ত্রের নামে যে বিভেদাত্মক রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু হয়েছে, তা কখনোই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে কি? দলবাজির মাধ্যমে সহজে নেতা হবার যে সুঁড়সুঁড়ি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রয়েছে, তার দ্বারা মেধাহীন, যোগ্যতাহীন, অসৎ ও অপদার্থ লোকদের রাষ্ট্র ও সমাজনেতা হ'তে কোন বাধা আছে কি? সুদ, ঘুষ, চাঁদাবাজি, চোরাকারবারী ও জুয়া-লটারীর মাধ্যমে সহজে বড় লোক হওয়ার যে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা এদেশে চালু আছে, তার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের চিন্তা স্বপ্নবিলাস নয় কি? ধর্মহীন ও জাতীয় লক্ষ্যহীন যে শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে চালু আছে, তার মাধ্যমে সৎ, ধার্মিক ও দেশপ্রেমিক নেতা ও কর্মকর্তা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব কি? এডভোকেট নামীয় ব্যক্তিদের কূট তর্ক, বৃটিশ আমলের দীর্ঘসূত্রী বিচার ব্যবস্থা, দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগেই নির্দোষ মানুষকে বছরের পর বছর হাজতে পুরে রাখার যে পশু-খোয়াড়ের আইন এদেশে চালু আছে, তার মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবার কল্পনা করা যায় কি? পর্ণো সাহিত্য, লেংটা ও মারদাঙ্গা ছবি সর্বস্ব নোংরা সিনেমা-টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি চালু রেখে দেশে উদ্যমী ও কর্মনিষ্ঠ, শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন তরুণ প্রজন্ম সৃষ্টির সরকারী হিতোপদেশ খোলা রসগোল্লার উপরে মাছি বসতে মানা করার ন্যায় প্রতারণা নয় কি?

আমরা বলতে চাই যে, সন্ত্রাসী যুবকটি মূল সন্ত্রাসী নয়। সে নোংরা পরিবেশের অসহায় শিকার এবং নেপথ্য সন্ত্রাসীদের বাহন মাত্র। দেশের মাথায় পচন ধরেছে। তা এখন পুরা সমাজদেহকে ক্যান্সাররূপে গ্রাস করেছে। অতএব যে সিস্টেম-এর কারণে দেশে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে, যে পদ্ধতি অনুসরণের ফলে সন্ত্রাসী কিংবা সন্ত্রাসের লালনকারীরা দেশের ও সমাজের নেতা হচ্ছে, ঐ সিস্টেম-এর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তাহ'লে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। এজন্য আমাদের প্রস্তাব সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) প্রথমেই সন্ত্রাসী ও তার লালনকারীকে একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র হাতে গড়া প্রিয় সৃষ্টি ও তার বাপ-মায়ের অতি আদরের সন্তান। যেকোন সময়ে স্রষ্টার আহ্বানে তাকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে ও সেখানে তাকে পূর্ব জীবনের পূর্ণ হিসাব দিতে হবে। উক্ত বিশ্বাস সৃষ্টি ও তা লালনের জন্য দেশে আখেরাতমুখী একক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(২) প্রচলিত দল ও প্রার্থীভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে এবং প্রশাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ন্যায় রাষ্ট্রের ৩য় স্তম্ভ আইন সভা তথা জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচন বিষয়টিও দেশের প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরামর্শ সভার মনোনয়নের উপরে ছেড়ে দিতে হবে। ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের প্রশাসনিক ইউনিট যেলা প্রশাসকের অধীনে ন্যস্ত করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থা আনতে পারলে দেশে শোষক লুটেরা ও সন্ত্রাসীর সংখ্যা আপনা থেকেই কমে যাবে।

(৩) দেশে শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং একমাত্র প্রেসিডেন্টই জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় ভিত্তিক বৃহৎ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দল সমূহ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য ও বরেণ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি পরামর্শসভা গঠন করবেন। সাথে সাথে বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথক ও স্বাধীন করে দিতে হবে এবং সেখানে প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও আইন সভা বিভাগের যেকোন পর্যায়ের যেকোন ব্যক্তির জবাবদিহীর ব্যবস্থা থাকতে হবে। সকল স্তরের ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান রেখে পৃথক আইন পাস করতে হবে। একই সাথে উক্ত তিনটি বিভাগে নৈতিক প্রশিক্ষণ যোরদার করতে হবে ও অপরাধী প্রমাণের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরারূপে সম্মানিত করেছেন *(ইসরা ৭০)*। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রধান কারণ। এর মাধ্যমে সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পসন্দ-অপসন্দ জেনে নিয়ে তাঁর পসন্দের অনুসরণ করে ও অপসন্দ থেকে বিরত হয়। সাধারণ জীব-জন্তুর মধ্যে কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যে বুদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্তু কামনা-বাসনা নেই। জিন জাতির মধ্যে কামনা-বাসনা ও বুদ্ধি-চেতনা আছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে তা খুবই নগণ্য। পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে কামনা-বাসনা ও বুদ্ধি-চেতনা উভয়টিই রয়েছে প্রখরভাবে। সে তার বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে স্বীয় কামনা-বাসনাকে পরাভূত করে এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র অপসন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। আর তখনই সে ফেরেশতার চাইতেও উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়। কিন্তু যখনই ষড় রিপুর তাড়নায় ও শয়তানের প্ররোচনায় তার বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা আচ্ছন্ন হয় এবং নিজেকে কামনা-বাসনার কাছে সমর্পণ করে দেয়, তখনই সে মানবতার সর্বোচ্চ শিখর থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে জন্তু-জানোয়ারের চাইতে নিম্নে পতিত হয় *(ত্বীন ৪-৫)*। তখন সে হৃদয় থাকতেও বুঝে না, চোখ থাকতেও দেখে না, কান থাকতেও শোনে না *(আ'রাফ ১৭৯)*। মানুষের এই অধঃপতিত অবস্থায় সে হয় সবধরনের অন্যায়কারী ও সন্ত্রাসী। তাকে ঐ অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য চাই সর্বদা আখেরাতমুখী নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং কঠোর ও নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। ইনশাআল্লাহ তবেই দেশে ফিরে আসবে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ও নিরাপদ জনজীবন।

হে সন্ত্রাসী! তুমি জন্মগতভাবে ছিলে ফুলের মত সুন্দর একটি ফুটফুটে মানব শিশু। যৌবনে তুমি হয়েছ সন্ত্রাসী নামক সমাজের ঘৃণ্য জীব। তওবা কর সন্ত্রাস থেকে। ফিরে চল তোমার প্রভু পালনকর্তার দিকে। কষ্টের হালাল রুযীর উপরে সন্তুষ্ট থাকো। তোমার নিষ্পাপ সন্তানের শ্রদ্ধেয় পিতা হবার চেষ্টা কর। সমাজের সর্বাধিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত কর। মনে রেখ, তোমার কর্ণ, তোমার চক্ষু, তোমার হৃদয় ও বিবেক-বুদ্ধি সবকিছুই কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে *(ইসরা ৩৬)*। কি জবাব দেবে তুমি সেদিন? তুমি কি পারবে জাহান্নামের কঠিন আযাব একদিন ভোগ করতে? তুমি কি চাওনা দুনিয়াতে সৎকর্মের বিনিময়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করতে? অতএব ফিরে এসো প্রভুর পানে। তওবা কর খালেছ অন্তরে। অনুতপ্ত হও আল্লাহ্র কাছে ও বান্দার কাছে। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ আসার আগেই নিজেকে সংশোধন করে নাও। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

প্রচলিত জাল হাদীছ ও সমাজে তার বৈরী প্রভাব

*মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৮) বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি আমার কবরের পার্শ্বে আমার উপরে দরূদ পড়বে, তা আমি শুনব। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে দরূদ পড়বে, তা আমার কাছে ফেরেশতার মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হবে। আর এই দরূদ দ্বারা সে দুনিয়া ও আখেরাতে সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে। আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব'। হাদীছটি ভিত্তিহীন।[২৭]

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছের মাঝের অংশ অর্থাৎ দূর থেকে দরূদ পড়লে তা ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার কথাটি বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ পাকের কিছু ফেরেশতা আছেন, যাঁরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান এবং আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার কাছে সালাম পৌঁছান'।[২৮] তিনি আরো বলেন, 'আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমার কবরের পার্শ্বে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। যখন আমার উম্মতের কোন ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পড়ে তখন সে আমাকে বলে, হে মুহাম্মাদ! অমুকের ছেলে অমুক এখন আপনার উপর দরূদ পড়েছে'।[২৯] এ সকল হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, কবরের কাছে গিয়ে দরূদ পড়ুক বা পৃথিবীর যেকোন জায়গা থেকে পড়ুক উভয় দরূদ ফেরেশতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পৌঁছে দেয়া হয় এবং তিনি সালামের উত্তরও দিয়ে থাকেন।[৩০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যেহেতু পৃথিবীর আনাচ-কানাচ থেকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে সকল সালাম (দরূদ) পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেহেতু দরূদের হাদিয়া গ্রহণের জন্য তাঁকে মাহফিলে মাহফিলে ধরনা দিতে হয় না। তাই বলি, আমাদের দেশে মীলাদী ভাইগণ যে বলে থাকেন 'প্রত্যেক মীলাদ মাহফিলে রাসূল (ছাঃ) উপস্থিত হন অথবা তাঁর রূহ হাযির হয়' ইত্যাদি কথাবার্তার অসারতা প্রমাণের জন্য উক্ত হাদীছগুলিই যথেষ্ট।

(৯) বর্ণিত আছে যে, 'আমার ছাহাবীগণ নক্ষত্রের সমতুল্য। এদের যেকোন একজনকে অনুসরণ করলে হিদায়াতের উপর থাকবে'। হাদীছটি জাল।[৩১]

(১০) বর্ণিত আছে যে, 'আমার উম্মতের ইখতেলাফ রহমত বয়ে আনবে'। আল্লামা ইবনে হাযম বলেন, 'হাদীছটি মিথ্যা ও বাতিল'। শায়খ আলবানী বলেন, 'হাদীছটি জাল'। আল্লামা সুবকী বলেন, 'উক্ত কথাটির ছহীহ, দুর্বল বা কোন মনগড়া সনদও পাইনি'।[৩২]

(১১) বর্ণিত আছে, 'আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীদের মত'। হাদীছটি ভিত্তিহীন এবং জাল।[৩৩]

(১২) বর্ণিত আছে, 'আমি জ্ঞানের শহর আর আলী হ'ল তার প্রবেশ দ্বার'। হাদীছটি জাল ও বাতিল।[৩৪]

(১৩) বর্ণিত আছে, 'জ্ঞান অর্জন কর যদিও চীন দেশে গিয়ে হোক'। হাদীছটি বাতিল ও ভিত্তিহীন।[৩৫]

(১৪) বর্ণিত আছে, 'যদি আলেম ও ছাত্র কোন গ্রাম দিয়ে পথ অতিক্রম করে, তখন আল্লাহ পাক চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেই গ্রামের কবরস্থান থেকে আযাবকে হটিয়ে দেন'। হাদীছটি ভিত্তিহীন।[৩৬]

(১৫) বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য ধর্ম সংক্রান্ত ৪০টি হাদীছ আয়ত্ব করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ফক্বীহ করে কবর থেকে তুলবেন এবং আমি তার শাফা'আতকারী ও সাক্ষী হব'। মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমতে হাদীছটি দুর্বল।[৩৭]

(১৬) বর্ণিত আছে, 'সম্প্রদায়ের কাছে আলেম বা শায়খের মর্যাদা হ'ল উম্মতের কাছে নবীর সমতুল্য'। হাদীছটি মিথ্যা ও জাল।[৩৮]

(১৭) বর্ণিত আছে, 'একজন আলেম শয়তানের জন্য এক হাযার (জাহিল) ইবাদতকারীর চেয়েও অধিক ভারী'। হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল বা জাল।[৩৯]

(১৮) বর্ণিত আছে, 'বাতেনী ইলম হ'ল আল্লাহ্র একটি গুপ্তভেদ। বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তার অন্তরে তা দান করেন'। হাদীছটি জাল।[৪০]

---

* খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।

২৭. *যঈফ জামে' ছাগীর হা/৫৬৭০; সিলসিলা যঈফা ১/৩৬৬, হা/২০৩; কাশফ ২/৭০১, হা/৯৪।*
২৮. *নাসাঈ ২/৪৪ পৃঃ, হা/১২৭৮; মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৪৯৫ পৃঃ, হা/৩৬৩৩।*
২৯. *সিলসিলা ছহীহা ৪/৪৩ পৃঃ, হা/১৫৩০; ছহীহুল জামে ১/২৬৩ পৃঃ, হা/১২০৭।*
৩০. *আবূদাঊদ ১/১৭৫ পৃঃ, হা/২০৪১।*
৩১. *সিলসিলা যঈফা ১/১৪৪ পৃঃ, হা/৫৮; ইকামাতুল হুজ্জাহ, তাহক্বীক্বঃ শায়খ আবু গুদ্দাহ, (টীকা) পৃঃ ৫১।*
৩২. *সিলসিলা যঈফা ১/১৪১ পৃঃ।*
৩৩. *আল-মাক্বাছেদ আল-হাসানাহ ৭০২; ফাওয়ায়েদ ২/৩৬৮, হা/৮৯৮; সিলসিলা যঈফা ১/৬৭৯, হা/৪৬৬।*
৩৪. *আললাআলী আল-মাছনূ'আহ ১/১৭০ পৃঃ; ফাওয়ায়েদ হা/৩৪৭; ইবনে আররাক, তানযীহুশ শরী'আহ ১/৩৭৭।*
৩৫. *সিলসিলা যঈফা ১/৬০০ পৃঃ, হা/৪১৬।*
৩৬. *সিলসিলা যঈফা ১/৬১০ পৃঃ, হা/৪১৯।*
৩৭. *ফাওয়ায়েদ ২/৩৭৩, হা/৯২০; সিলসিলা যঈফা ১/৬০২ পৃঃ।*
৩৮. *ইবনে হিব্বান ২/৩৯; আল-লাআলী ১/১৫৩; ইবনে আররাক, তানযীহুশ শরী'আহ ১/২০৭; মুনাবী ফয়যুল ক্বাদীর হা/৪৯৬৯; যাহাবী ৩/৬৩২।*
৩৯. *আল-কাশফ ২/৫১৪, হা/৫৯৯; কাশফুল খাফা ২/১৩২; ফয়যুল ক্বাদীরঃ ৪/৪৪২; আল-মাক্বাছেদ আল-হাসানাহ ৮৬৪।*
৪০. *তানযীহুশ শরী'আহ ১/২৮০, হা/১০৫।*

(১৯) বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করল, সে যেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। যে ব্যক্তি কোন আলেমের সাথে মুছাফাহা করল, সে যেন আমার সাথে মুছাফাহা করল। আলেমের মজলিসে বসা আমার মজলিসে বসার মত। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার মজলিসে বসবে, আল্লাহ পাক জান্নাতে তাকে আমার মজলিসে স্থান দিবেন'। হাদীছটি মিথ্যা ও জাল।[৪১]

(২০) বর্ণিত আছে, 'আসমান এবং যমীনে আমার স্থান হয় না অথচ মুমিন বান্দার অন্তরে আমার স্থান হয়'। হাদীছটি জাল।[৪২]

(২১) বর্ণিত আছে, 'মুমিনের অন্তর হ'ল আল্লাহ্র ঘর বা আল্লাহ্র আরশ'। হাদীছটি জাল ও ভিত্তিহীন।[৪৩]

(২২) বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে আল্লাহ্র পরিচয় লাভে ধন্য হয়েছে'। হাদীছটি জাল ও ভিত্তিহীন।[৪৪]

(২৩) বর্ণিত আছে, 'যদি কেউ একটি পাথর সম্পর্কেও ভাল ধারণা রাখে, আল্লাহ পাক তাকে পাথর দ্বারা উপকৃত করবেন'। হাদীছটি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।[৪৫]

(২৪) বর্ণিত আছে, 'আক্বীক্ব পাথর দ্বারা আংটি ব্যবহার কর। কেননা তা বরকতপূর্ণ, দারিদ্র্যতা দূর করে, যতদিন সেই আংটি থাকবে ততদিন অকল্যাণ বা অশুভ কিছু দেখবে না'। হাদীছটি জাল। হাফেয সাখাবী বলেন, 'আক্বীক্বের আংটি সম্পর্কীয় সব হাদীছই বাতিল'।[৪৬]

(২৫) বর্ণিত আছে, 'দেশ প্রেম ঈমানের অংশ'। হাদীছটি জাল।[৪৭]

(২৬) বর্ণিত আছে, 'দুনিয়ার ভালবাসা প্রত্যেক পাপের মূল'। হাদীছটি ভিত্তিহীন।[৪৮]

(২৭) বর্ণিত আছে, 'মুমিনের ঝুটা ও লালায় শেফা রয়েছে'। হাদীছটি ও জাল।[৪৯]

(২৮) বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি শনিবার রাতে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাক'আতে একবার সূরা ফাতেহা এবং ২৫ বার সূরা এখলাছ পাঠ করবে, তার শরীরকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দেয়া হয়'। ইমাম শাওকানী, ইবনে আররাক প্রমুখ হাদীছ বিশারদ বলেন, হাদীছটি জাল।[৫০]

(২৯) বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি রবিবার রাতে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাক'আতে ১ বার সূরা ফাতিহা ও ১৫ বার সূরা এখলাছ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তাকে ১০ বার কুরআন খতম করার ছওয়াব দান করবেন'। হাদীছটি জাল ও বানাওয়াট।[৫১]

(৩০) এমনিভাবে সপ্তাহের প্রত্যেক দিন ও রাতে বিশেষ সূরা দ্বারা বিশেষ ছালাতের যে উল্লেখ কোন কোন পুস্তকে পাওয়া যায়, এগুলির একটিও বিশুদ্ধ কোন সনদ দ্বারা প্রমাণিত নয়। মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমতে এই সকল বর্ণনা জাল ও বাতিল। হাফেয সুয়ূত্বী, ইমাম ইবনুল জাওযী, হাফেয ইরাক্বী ও আল্লামা শাওকানী সবাই এ সকল বর্ণনাকে জাল এবং ভিত্তিহীন ও বাতিল বলেছেন।[৫২]

(৩১) এছাড়া বিশেষ নিয়মে বিশেষ ছালাত আদায় করা যথাঃ রজবের প্রথম রাতের বিশেষ ছালাত, সালাতুর রাগায়েব, ১৫ই রজব রাত্রে বিশেষ ছালাত, ১৫ই শা'বান তথা শবে বরাতের বিশেষ ছালাত, ঈদের রাতে বিশেষভাবে ১০০ রাক'আত ছালাত ইত্যাদির কোনটিই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে সকল বর্ণনাই জাল।[৫৩]

(৩২) এমনিভাবে মি'রাজ রজনীর বিশেষ ছালাত, মুহাররম মাসের প্রথম রাত্রের নফল ছালাত, রবীউল আওয়াল মাসের প্রথম তারিখে এশার পর বিশেষ নফল ছালাত, শবে কদরে 'কদরের ছালাত' নামে বিশেষ ছালাত আদায় করা, ছফর মাসের চাঁদ দেখে মাগরিব-এশার মধ্যখানে নফল ছালাত, ছফরের শেষ বুধবারে নফল ছালাত, কোন নবী, ওলী অথবা সম্মানিত ব্যক্তির নামে নফল ছালাত আদায় করা, যেমনঃ ফাতেমার ছালাত, হুসাইনের ছালাত, গাউছে আ'যমের ছালাত ইত্যাদির একটিও কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এ ব্যাপারে যা বলা হয় সব কিছু বানাওয়াট (মওযূ)।

(৩৩) বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার অন্তর মরবে না'। অন্য বর্ণনায় আছে, 'যে ব্যক্তি চারটি রাত্রি জাগ্রত হয়ে ইবাদত করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। রাত্রিগুলি হচ্ছে, 'তারবিয়া' তথা যুলহিজ্জাহর ৮ তারিখের রাত্রি, আরফার রাত্রি, কুরবানীর রাত্রি এবং ঈদুল ফিতরের রাত্রি'। হাদীছদ্বয় জাল।[৫৪]

---

৪১. তানযীহুশ শরী'আহ ১/২৭২, হা/৫৭; আল-মাক্বাছেদ পৃঃ ৪৭৮, হা/১১০৪।
৪২. ইবনে আররাক ১/১৪৮; আল-মুগনী ৩/১৪; ফাতাওয়া ১৮/১২২ পৃঃ।
৪৩. ইবনে আররাক ১/৪৮; ফাতাওয়া ১৮/১২২; কাশ্ফ ২/৯৯ পৃঃ।
৪৪. আল-মাক্বাছেদ ১৯৮; দুরার ৩৯১; আসরার ৫০৬; তামীয ১৪০২।
৪৫. কাশফুল খাফা ১/১৫২; তাযকিরা ২৮; সিলসিলা যঈফা ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২।
৪৬. ইবনুল জাওযী ১/৫৭, ৫৮; আল-লাআলী আল-মাছনূ'আহ ২/২৭৩; লিসানুল মীযান ২/২৬৯, সিলসিলা যঈফা ১/৩৯৬-৪০০, হা/২২৬-২৩০।
৪৭. আল-মাকাছেদ ৩৮৬; আল-লাআলী আল-মাছনূ'আহ ১০৬; আসরার ৪১৩; সিলসিলা যঈফা ৩৬।
৪৮. ইরাক্বী ৩/১৯৭; ফাতাওয়া ১১/১০৭ পৃঃ।
৪৯. কাশ্ফ ১/৫৫৫; আল-লাআলী আল-মাছনূ'আহ ১৫৯; আসরার ৪৯০; যঈফা ৭৮।
৫০. আল-ফাওয়ায়েদ ১/৬৯ পৃঃ।
৫১. আল-ফাওয়ায়েদ ১/৬৯, হা/১৩০।
৫২. ফাওয়ায়েদ ১/৭২ হা/১২৭-১৪২, আল-লাআলী, আল-মাছনূ'আহ ২/৪৮-৫২।
৫৩. ফাওয়ায়েদ ১/৭৩-৭৭ হা/ ১৪৩-১৪৯; আল-লা'আলী ২/২৯-৬০, তানযীহ ২/৯৫, ১৪৬।
৫৪. সিলসিলা যঈফা ২/১১, ১২, হা/৫২০, ৫২২।

(৩৪) বর্ণিত আছে, 'বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাক'আত ছালাত অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাক'আতের চেয়েও উত্তম'। অন্য বর্ণনায় আছে 'বিরাশী রাক'আতের চেয়ে উত্তম'। উভয় হাদীছই মওযূ বা জাল।[৫৫]

(৩৫) বর্ণিত আছে যে, 'যে ব্যক্তিকে তার ছালাত অশ্লীলতা এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে না, তার ছালাত কিছুই নয়'। হাদীছটি মুনকার তথা অগ্রাহ্য।[৫৬]

(৩৬) বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে রামাযান পেয়েছে এবং ছিয়াম পালন করেছে আর সাধ্যমত তারাবীহ পড়েছে, আল্লাহ পাক তাকে মক্কা ব্যতীত অন্য স্থানের এক লক্ষ রামাযানের ছওয়াব দান করবেন। প্রত্যেক দিনের বদলে একটি গোলাম আযাদ করার ছওয়াব দান করবেন। প্রত্যেক রাতের বদলে একটি গোলাম আযাদ করার ছওয়াব দান করবেন। প্রত্যেক দিন আল্লাহ্র রাস্তায় এক ঘোড়ার বোঝা সমান মাল দান করার ছওয়াব দিবেন, আর প্রত্যেক দিনে এবং রাতে হবে শুধু নেকী আর নেকী'। হাদীছটি জাল।[৫৭]

(৩৭) বর্ণিত আছে, 'মদীনা শরীফের একটি রামাযান মাস অন্য স্থানের হাযার রামাযানের চেয়ে উত্তম'। হাদীছটি বাতিল।[৫৮]

(৩৮) বর্ণিত আছে, 'প্রত্যেক বস্তুর যাকাত আছে, শরীরের যাকাত হ'ল ছিয়াম'। হাদীছটি দুর্বল।[৫৯]

(৩৯) বর্ণিত আছে, 'যখন শা'বান মাসের ১৫ তারিখ হবে তখন রাত্রির ছালাত আদায় কর এবং দিনে ছিয়াম পালন কর...'। হাদীছটি জাল।[৬০]

(৪০) বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি মুহাররাম মাসের একদিন ছিয়াম পালন করবে, তাকে প্রত্যেক দিনের বদলে ত্রিশটি নেকী দান করা হবে'। হাদীছটি জাল।[৬১]

(৪১) বর্ণিত আছে, 'শা'বান আমার মাস আর রামাযান আল্লাহ্র মাস'। হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।[৬২]

(৪২) বর্ণিত আছে, 'ইবাদতের জন্য দুনিয়ার দিনগুলির মধ্যে আল্লাহ্র কাছে যুলহিজ্জার দশ দিনের চেয়ে উত্তম কোন দিন নেই। এ সকল দিনের মধ্যে একদিনের ছিয়াম এক বৎসরের ছিয়ামের সমান। আর এক রাতের ইবাদত 'শবে ক্বদরে'র ইবাদতের সমান'। হাদীছটি দুর্বল।[৬৩]

(৪৩) বর্ণিত আছে, 'রামাযানের প্রথম রাতে আল্লাহ তা'আলা ছায়েমের প্রতি দৃষ্টি দেন। আর যখন আল্লাহ পাক কোন বান্দার দিকে দৃষ্টি দেন, তখন তাকে আযাব দেন না'। হাদীছটি জাল।[৬৪]

(৪৪) বর্ণিত আছে, 'তিন ব্যক্তিকে খানা-পিনার নে'মত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। ইফতারকারী, সাহরী ভক্ষণকারী আর মেযবান। তিন ব্যক্তি থেকে কুচরিত্রের হিসাব নেওয়া হবে না। অসুস্থ, ছিয়াম পালনকারী এবং ন্যায় নীতিবান শাসক'। হাদীছটি জাল।[৬৫]

(৪৫) বর্ণিত আছে, 'আইয়ামে বীয অর্থাৎ চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে ছিয়াম পালন কর। কেননা প্রথম দিনের ছিয়াম দশ হাযার বছরের ছিয়ামের সমান। আর তৃতীয় দিনের ছিয়াম বিশ হাযার বৎসর ছিয়াম পালনের সমান'। হাদীছটি জাল।[৬৬] উল্লেখ্য যে, আইয়ামে বীয-এর ছিয়াম পালনের কথা বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে এসেছে। তবে আলোচ্য হাদীছে এর ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত 'দশ হাযার ও বিশ হাযার বছরের ছিয়াম পালনের সমান' কথাটি জাল।

(৪৬) বর্ণিত আছে, 'রজব আল্লাহ্র মাস, শা'বান আমার মাস আর রামাযান আমার উম্মতের মাস। যে ব্যক্তি রজবের দু'দিন ছিয়াম পালন করবে, তার জন্য দ্বিগুণ বদলা থাকবে। প্রত্যেক গুণের ওযন হবে পাহাড়ের মত'। হাদীছটি জাল।[৬৭]

(৪৭) 'যে ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদন করেছে, আমার কবর যিয়ারত করেছে, একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসে আমার উপর দরূদ পড়েছে, আল্লাহ পাক ফরয ইবাদত সম্পর্কে তাকে কোন প্রশ্ন করবেন না'। হাদীছটি জাল।[৬৮]

(৪৮) 'সর্বোত্তম দিন হ'ল আরাফার দিন যদি তা জুম'আর দিনে হয়। আর জুম'আর দিনের হজ্জ অন্য দিনের হজ্জের চেয়ে সত্তরগুণ ভাল'। হাদীছটি বাতিল।[৬৯]

(৪৯) 'পায়ে হেঁটে একবার হজ্জ করলে সত্তর বার হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যাবে আর সওয়ারীর উপর আরোহণ করে হজ্জ করলে ত্রিশ হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যাবে'। হাদীছটি জাল।[৭০]

(৫০) 'ফকীর-মিসকীনদের হজ্জ হ'ল জুম'আহ'। হাদীছটি জাল।[৭১]

(৫১) 'বিবাহের পূর্বে হজ্জ সম্পাদন করতে হবে'। এমনিভাবে বলা হয় 'যে ব্যক্তি হজ্জের পূর্বে বিবাহ করল,

---

৫৫. উকায়লী, যু'আফা ৪৩২, মওযূ'আত ২/২৫৭; আল-লাআলী ২/১৬০, সিলসিলা যঈফা ২/৯৭ হা/৬৩৯, ৬৪০।
৫৬. সিলসিলা যঈফা ২/৪১৪, হা/৯৮৫।
৫৭. সিলসিলা যঈফা ২/২৩২ হা/৮৩২; ইবনু মাজাহ পৃঃ ২৪৮, হা/৬০৮।
৫৮. সিলসিলা যঈফা ২/২৩০।
৫৯. সিলসিলা যঈফা ৩/৪৯৭, হা/১৩২৯।
৬০. সিলসিলা যঈফা ৫/১৫৪ হা/২১৩২, যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৪০৭।
৬১. সিলসিলা যঈফা ১/৫৯৮, হা/৪১৩।
৬২. সিলসিলা যঈফা হা/৩৭৪৬; যঈফ জামে হা/৩৪০২।
৬৩. যঈফ তিরমিযী হা/৮৮; যঈফ জামে' হা/৫১৬১।
৬৪. ফাওয়ায়েদ ১/১২১ হা/২৫৫; মওযূ'আত ২/১৯০।
৬৫. ফাওয়ায়েদ ১/১২৪ হা/২৬২, তাযকিরা পৃঃ ৭০।
৬৬. ফাওয়ায়েদ ১/১২৮, হা/২৭৭।
৬৭. তাযকিরা ১১৬, কাশফুল খাফা ১/৫১০, আল-মানার পৃঃ ৯৫, হা/১৬৮।
৬৮. ফাওয়ায়েদ ১/১৪৫, হা/৩০৯।
৬৯. সিলসিলা যঈফা ১/৩৭৩, হা/২০৭।
৭০. সিলসিলা যঈফা ১/৭১২, হা/৪৯৭।
৭১. আল-মাক্বাছেদ আল-হাসানাহ ৩৭১; সিলসিলা যঈফা ১/৩৪৪ হা/১৯১, ১৯২।

সে পাপ করল'। উভয় হাদীছ জাল।[৭২]

(৫২) 'যে ব্যক্তি হজ্জ করে আমার কবর যিয়ারতে আসল না, সে আমার সাথে অন্যায় করল'। হাদীছটি জাল।[৭৩]

(৫৩) 'আমার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি হজ্জ করে আমার কবর যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করল'। হাদীছটি জাল।[৭৪]

(৫৪) 'যে ব্যক্তি আমার এবং আমার পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর কবর একই বছর যিয়ারত করেছে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে'। হাদীছটি জাল।[৭৫]

(৫৫) 'যে ব্যক্তি আমার অথবা আমার কবর যিয়ারত করেছে আমি তার জন্য সুপারিশ করব অথবা তার পক্ষে সাক্ষী হব'। হাদীছটি দুর্বল।[৭৬]

(৫৬) 'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে'। হাদীছটি যঈফ।[৭৭]

(৫৭) 'হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহ্র ডান হাত। এর দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দার সাথে মুছাফাহা করেন'। হাদীছটি মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য।[৭৮]

(৫৮) 'প্রত্যেক বস্তুর অন্তর রয়েছে, কুরআনের অন্তর হ'ল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পড়বে, সে যেন দশ বার কুরআন খতম করল'। হাদীছটি জাল।[৭৯]

(৫৯) 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুম'আবারে মাতা-পিতার কবর যিয়ারত করবে এবং সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তার গুনাহ সমূহ আয়াত এবং অক্ষরের হিসাব মতে ক্ষমা করে দেওয়া হবে'। হাদীছটি জাল।[৮০]

(৬০) 'ক্বিয়ামতের দিন লোকজনকে তাদের মায়ের নামে ডাকা হবে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে গোপন রাখার জন্য'। হাদীছটি জাল।[৮১]

(৬১) 'যে ব্যক্তি এক চতুর্থাংশ কুরআন পড়ল, সে যেন এক চতুর্থাংশ নবুওয়াত পেল। যে ব্যক্তি এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ল, সে যেন এক তৃতীয়াংশ নবুওয়াত পেল। যে ব্যক্তি দুই তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ল, সে যেন দুই তৃতীয়াংশ নবুওয়াত পেল। আর যে ব্যক্তি পূর্ণ কুরআন পড়ল, সে যেন পূর্ণ নবুওয়াত পেল'। হাদীছটি জাল।[৮২]

(৬২) 'আমার সৃষ্টি আল্লাহ্ থেকে এবং মুমিনদের সৃষ্টি আমার থেকে'। হাদীছটি জাল। আল্লামা ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) ও মুহাদ্দিছ ইবনে আররাক হাদীছটিকে জাল বলেছেন।[৮৩]

(৬৩) 'মূর্খ ব্যক্তির ইবাদত করা থেকে আলেমের নিদ্রা উত্তম'। এ হাদীছটি জাল।[৮৪]

(৬৪). 'এক ঘন্টা আল্লাহ্র ধ্যানে নিমগ্ন থাকা এক বৎসর, অন্য বর্ণনায় ষাট-সত্তর বৎসর, আর এক বর্ণনা মতে এক হাযার বৎসরের ইবাদত থেকে উত্তম'। এটি জাল, বাতিল ও ভিত্তিহীন।[৮৫]

পরিশেষে বলব, স্বার্থান্বেশী একশ্রেণীর আলেমের চক্রান্তের ফসল হ'ল জাল হাদীছ। অনেক সময় তারা ক্ষমতাসীন রাজা-বাদশাহদের প্রিয় পাত্র ও আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়ার মানসে তাদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পক্ষে জাল হাদীছ রচনা করেছেন। আবার কেউ কেউ ছহীহ হাদীছের আমল থেকে সাধারণ মুসলমানদের বিচ্যুত করার জন্য জাল হাদীছ রচনা করেছেন। আবার কেউবা নিজেদের পকেট পূর্তির জন্য হাদীছ রচনা করেছেন। এভাবে নানা কারণে জাল হাদীছ রচিত ও সমাজে চালু হয়েছে। আর যার বৈরি প্রভাবে আজ ছহীহ হাদীছের আমল বিলুপ্ত প্রায়। আলোচ্য নিবন্ধে সমাজে বহুল প্রচলিত কয়েকটি জাল হাদীছ উল্লেখ্য করে সচেতন পাঠকদের ইঙ্গিত করা হ'ল মাত্র। ফিৎনার এযুগে প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় হবে হাদীছ যাচাই-বাছাই করে আমল করা। জাল ও যঈফ হাদীছ থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখা। আল্লাহপাক আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন- আমীন!!

(সমাপ্ত)

৭২. *সিলসিলা যঈফা ১/৩৯০, হা/২২২।*
৭৩. *সিলসিলা যঈফা ১/১১৯, হা/৪৫।*
৭৪. *সিলসিলা যঈফা ১/১২০, হা/৪৭।*
৭৫. *সিলসিলা যঈফা ১/১২০, হা/৪৬।*
৭৬. *ইরওয়াউল গালীল ৪/৩৩৩-৩৩৫, হা/১১২৭।*
৭৭. *আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ পৃঃ ৪৮৩, হা/১১২৫।*
৭৮. *সিলসিলা যঈফা ১/৩৯০, হা/২২৩।*
৭৯. *ইলাল ২/৫৫, সিলসিলা যঈফা পৃঃ ১৬৯।*
৮০. *ইবনে আদী ১/২৮৬, মওযূ'আত ৩/২৩৯; আল-লাআলী আল-মাছনূ'আহ ২/৪৪০।*
৮১. *ইবনে আদী ২/১৭, তানযীহ ২/৪৪৯।*
৮২. *মওযূআত ১/২৫২; আল-লা'আলী আল-মাছনূ'আহ ১/৩৪৩; সিলসিলা যঈফা ১/৬৮৮ হা/৪৭৬।*
৮৩. *তানযীহুশ শরী'আহ ২/৪০২, আল্ আহাদীছুয যঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ, পৃঃ ১২, হা/৩।*
৮৫. *মওযূআত ৩/১৪৪, আল-লাআলী ২/৩২৭; লিসানুল মীযান ৪/১৯৪, আবু গুদ্দা পৃঃ ৮৯, যঈফ জামিউছ ছগীর হা/৩৯৮৮; সিলসিলা যঈফা ১৭৩।*
৮৪. *তানযীহুশ শরী'আহ, ১/২২৩।*

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, ষ্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্র কায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট করা হয়।
প্রোঃ মুহাম্মাদ সা
সাহেব বাজার, জিরো
(ইষ্টার্ণ ব্যাংকে
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ
মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৬৫

শয়তানঃ মানুষের চরম শত্রু

*রফীক আহমাদ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আদম সন্তানকে শয়তান কলাকৌশল, ছলনা, চাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা বহুমুখী পরিকল্পনা দ্বারা তার দলভুক্ত করে ফেলে। আসলে শয়তানের কোন বংশধর বা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নেই। যারা তার বৈচিত্র্যময় বাক্যালাপ, কৃত্রিম শোভনীয় পরিকল্পনা এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে মুগ্ধ, তারাই তার বংশধর বা দল। জিন ও মানুষই এই দলের প্রধান সদস্য। আমাদের দৃষ্টিতে এ দলের সংখ্যা বৃদ্ধির হার উদ্বিগ্নভাবেই বেড়ে চলেছে। শয়তান তার দল বৃদ্ধির অদ্ভুত অসংখ্য প্রকল্পের মধ্যে বিখ্যাত কৌশল, মানুষকে মিথ্যা আশা-ভরসা, প্রতিশ্রুতি, প্রলোভন ইত্যাদির দ্বারা আকৃষ্ট করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা শয়তানের এসব প্রহসনমূলক আচরণ সম্পর্কে মানুষকে সজাগ ও সজ্ঞানে দৃঢ় থাকার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন,

وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا- يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلاَّ غُرُوْرًا-

'যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়' *(নিসা ১১৯-২০)*।

শয়তান যে কোন আর্কষণীয় ও লোভনীয় নবতর পন্থা দ্বারা যেকোন ব্যক্তিকে মুগ্ধ করে বশীভূত করতে পারদর্শী। বিশেষ করে ইসলাম বিরোধী কাজেই শয়তান অধিক উৎসাহী ও নিবিড় ভূমিকা পালন করে। পরম করুণাময় ও প্রেমময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল প্রিয় বান্দাকে তাঁর হুকুম বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করার আহ্বান জানিয়ে সূরা আল-মায়েদা'র ৯০ ও ৯১ আয়াতে প্রত্যাদেশ করেন, 'হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলি থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং ছালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না?

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সৃষ্টি জগতের একমাত্র স্রষ্টা ও পালনকর্তা প্রেমময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টিকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসেন। তন্মধ্যে মানুষের প্রতি তা অধিকমাত্রায় সম্পৃক্ত। এ ভালবাসার শ্রেষ্ঠত্ব ও গভীরতা অবশ্যই সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে- যা অনেক হতভাগ্য মানুষই বোঝার চেষ্টা করে না। মহাপবিত্র আল-কুরআন মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র ভালবাসার এক অনন্য উপহার। ইহা সকল নারী-পুরুষের বাধ্যতামূলক পাঠ্যসূচী। কারণ ইসলাম হ'ল প্রেমের ধর্ম। এখানে প্রেমের মাধ্যমেই বিজয় অর্জন করতে হবে। কুরআনের মহান বাণীসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণপূর্বক আদেশ পালনের জন্য মানুষকে পুনঃপুনঃ অহি প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে মানুষ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবেই। কারণ শয়তানের প্রতিশ্রুতি, আশা-ভরসা, মদ, জুয়া, প্রতিমা, রং-তামাশা ইত্যাদি ঐতিহ্যের ব্যাপ্তি সম্পূর্ণ অবৈধ ও অপবিত্র। তাই দয়াময় ও প্রেমময় পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শয়তানের দ্বারপ্রান্ত হ'তে তাঁর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এসব আহ্বানের প্রতি অমর্যাদা, অবজ্ঞা, গোঁড়ামী বা প্রত্যাখ্যানকারীরাই কাফের হিসাবে গণ্য। কাফেরদের প্রতি অভিসম্পাত করে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে বলেন,

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا-

'আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকার্যে) উৎসাহিত করে' *(মারইয়াম ৮৩)*।

কাফের হ'ল মানবতার অনুকূলে যাবতীয় গুণভাণ্ডারের বিপরীতে সৃষ্ট দোষের সমন্বয়ে গঠিত মানব নামের কলঙ্কিত দল। এক ও অদ্বিতীয় মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান ও ভয় সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেলেই ঐ দলের সদস্য হয়। ঐ দলের সঙ্গে আল্লাহ্‌র নীতিগত বা কূটনৈতিক সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন শয়তান তাদেরকে যেকোন মন্দ বা অশ্লীল কাজে পরিচালিত করতে বাধা প্রাপ্ত হয় না। কারণ সকল ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একমাত্র অধিকর্তা সর্বময় আল্লাহ তা'আলা শেষ পর্যন্ত কাফেরদের নিয়ন্ত্রণ শয়তানের উপরই ছেড়ে দেন, যখন তারা তারই উপযোগী হয়ে যায়।

উপরের আয়াতে কাফেরদের সেই অবস্থার কথাই বলা হয়েছে- যা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক ও স্থায়ী অকল্যাণকর।

মূলতঃ শয়তানের ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতা বা করণীয় নেই। আর মহান স্রষ্টা তাকে যতটুকু দান করেছেন, ততটুকু ব্যতীত। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা সূরা আন'আম-এর ১১২ আয়াতে স্পষ্টতই বলেছেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ-

'যদি আল্লাহ চাইতেন তবে শয়তান এ কাজ করত না'। অতএব আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যাপবাদকে মুক্ত ছেড়ে দিন...'।

* শিক্ষক (অবঃ), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হয় যে, শয়তানের উপরও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব বিরাজমান। ফলে তাদের দ্বারা স্বেচ্ছাচারীতা বা বিশৃংখলা ঘটাবার কোন অবকাশ নেই। তাদেরও (শয়তানেরও) পথ চলার একটা সুনির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে- যা তারা অতিক্রম করে না বা করতে পারে না। অবশ্য ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, সৃষ্টির সকল জীব ও জড় আল্লাহ্র অনুগত। আর এটা অবান্তর বা অবাস্তব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি বা চেতনা নিহিত রেখেছেন, যদ্দারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে। অতঃপর বিশেষ প্রকার তাসবীহ ও ইবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে তারা তাতে মশগূল থাকে। এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও ছালাতে সমস্ত সৃষ্টিজগতই ব্যাপৃত আছে, কিন্তু প্রত্যেকের ছালাত ও তাসবীহ'র পদ্ধতি ও আকার বিভিন্নরূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন, মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্ভিদরা অন্য পদ্ধতিতে ছালাত ও তাসবীহ আদায় করে। জড় পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্নরূপ। এতদুদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াতের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন সূরা আন-নূর এর ৪১ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ ط كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ-

'আপনি কি দেখেন না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষিকূল তাদের পাখা বিস্তার করতঃ আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত'। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এ পথ প্রদর্শনের তাৎপর্য হ'ল, সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। এছাড়া তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও এমন জ্ঞান দান করা হয় যা বড় বড় চিন্তাশীলদের পক্ষেও আশ্চর্য্যজনক এবং অতুলনীয় মনে হয়।

বিস্ময়কর হ'লেও সত্য যে, শয়তানের পদ্ধতিকে অস্পষ্টভাবে চিন্তা করলেও তার অভিমত অনুযায়ী সে অনুগত। কারণ মহাসাক্ষ্যদাতা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-হাশর এর ১৬ আয়াতে প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন যে,

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ج فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ-

'তারা শয়তানের মত যে, মানুষকে কাফের হ'তে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয় তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি'। এই পর্যায়ে শয়তানের উক্তির স্বীকৃতি সাধারণ্যের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও উহার সত্যতা, স্বচ্ছতা ও বাস্তবতা সন্দেহাতীতভাবেই অনস্বীকার্য। শয়তান আল্লাহকে ভয় করে এ যেন এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার, এরূপ বিভ্রান্তি হ'তে পবিত্রতা লাভের স্মরণেই উপরোক্ত আয়াত উপস্থাপন করা হয়েছে। শয়তানের আনুগত্যের এই মহামূল্যবান বাণী একদিকে সত্যবাদী, মহানুভব, ধৈর্যশীল, চিন্তাশীল, ক্ষমাশীল, সৎকর্মসম্পাদনশীল, অধ্যাবসায়ী, প্রশংসিত, দয়াবান ইত্যাদি মহৎগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য খুবই চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষণীয়। অপরদিকে আল্লাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত মিথ্যা, অবিশ্বাস, অন্যায়-অবিচার, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, দাম্ভিকতা, দুর্ব্যবহার, ঝগড়া-বিবাদ, আত্মবিস্মৃতি ইত্যাদি অপরাধ জগতের সদস্যের জন্যে ইহা নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

শয়তানের এই আধ্যাত্মিক ভাবধারায় প্রচুর জ্ঞানের মজুদ প্রতিভাত হয়। কিন্তু তার এই জ্ঞানের (ভীতির) মধ্যে কতটুকু কৃত্রিমতা বা অকৃত্রিমতা, স্বচ্ছতা বা অস্বচ্ছতা নিহিত রয়েছে, তা একমাত্র অন্তর্যামী সর্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন। তবে তার ঐ ভীতি কখনও শ্রেষ্ঠ মানবের ভীতির মর্যাদার সঙ্গে তুলনীয় হ'তে পারে না। মানুষের জ্ঞানে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা পূর্ণাঙ্গ, স্বচ্ছ ও অকৃত্রিম রূপ দান করেছেন- এজন্যেই মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। পক্ষান্তরে শয়তানের জ্ঞানে পঙ্গুত্ব, অস্বচ্ছ ও কৃত্রিম ধাতু বিদ্যমান এজন্যেই সে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে গণ্য। মানুষ শয়তানের খোঁড়া যুক্তি, কৃত্রিম সৌন্দর্য, মিথ্যা প্রবঞ্চণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল হয়েও দয়াময় মহান স্রষ্টা আল্লাহকে ভুলে যায়। এটা কত দুর্ভাগ্যজনক, আশ্চর্যজনক, কলংকজনক ও হতাশাব্যঞ্জক তা কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষায় প্রকাশ করাও অসম্ভব। ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি, মিথ্যা-কপটতা, অন্যায়-অবিচার ইত্যাদি দোষণীয় কর্মকাণ্ড এক সময় তওবার মাধ্যমে সংশোধন হয়ে যায় বা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই অপরাধ প্রবণতা যখন ধীরে ধীরে ক্রমাগত বেড়ে যায় এবং এক পর্যায়ে চরম আকার ধারণ করে, তখন মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকেই নিজের উন্নতি দাতা প্রভুর আসনে বসায়। এর ফলে সারা বিশ্বে বিক্ষিপ্তভাবে আল্লাহ্র পরিবর্তে বহু মানুষ, জিন, দেবদেবী, মূর্তি, জড় বস্তু প্রভৃতি শক্তির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু এই পূজনীয় বস্তুগুলি তাদের (পূজকদের) বিন্দুবিসর্গও উপকার করতে পারে না। তাদের এহেন হীন, নীচ ও গর্হিত সিদ্ধান্তের প্রতিফল দেয়ার জন্য আল্লাহ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রয়েছেন। এরূপ শিরক প্রতিষ্ঠাকারীরাই ইহজগতের নিকৃষ্ট ঘৃণিত পাপী।

ইসলামের ঘোর শত্রু ও মিথ্যার প্রবর্তক ইবলীস শয়তান তার নিবিড় প্রচেষ্টা, প্ররোচনা ও প্রবঞ্চনার দ্বারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হ'তে মানুষকে ধীরে ধীরে অতিকৌশলে মিথ্যার পানে আকৃষ্ট করেছে। অতঃপর তাদেরকে নিকৃষ্টতম, হীনতম ও বৃহত্তম পাপ শিরক প্রতিষ্ঠা করাতে সমর্থ্য হয়েছে। অথচ শয়তান ও মানব উভয়ই পরিষ্কারভাবে জানে যে, শিরক আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাখ্যাত অপরাধ, যে অপরাধ তিনি কখনও ক্ষমা করবেন না; বরং শিরক স্থাপনকারীদের কঠোর শাস্তি দানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন। শিরক ছাড়া যে কোন ধরনের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন বা দিতে পারেন বলেও ঘোষণা করেছেন। এহেন অমোচনীয়, দুর্বোধ্য, অপ্রতিরোধ্য অপরাধ জগতের প্রবর্তক ও উপদেষ্টা শয়তান হ'তে সাবধান থেকে শিরকের বিষাক্ত ছোবল হ'তে আত্মরক্ষার জন্য সকলের বিশেষ করে সচেতন মহলের গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের শিরকের ভয়াবহতা হ'তে রক্ষার জন্য বহু আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللّهَ لاَيَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ ذلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرى اِثْمًا عَظِيْمًا-

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন'। আলোচ্য সূরার ১১৬ আয়াতেও মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়'। মনুষ্য জীবনে সমস্ত পাপকর্মের হোতা শয়তান একজন মানুষকে নানা রকম পাপে আচ্ছাদিত করেও পুরোপুরি স্বস্তি পায় না, যতক্ষণ না তাকে শিরকের আওতাভুক্ত করতে পারে। কারণ মানুষ ও শয়তান উভয়েই সম্যকভাবে অবহিত যে, শিরক হ'ল সর্বোচ্চ সীমালংঘন (পাপ), যা উপরের আয়াতে প্রতিভাত হয়েছে। এজন্যে বহু পাপী বান্দাও শিরককে ভয় করে শিরক হ'তে দূরে থাকে, ভবিষ্যত পরিত্রাণের আশায়। শয়তান তার এই পরাজয় এড়াতেই শিরকের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সর্বোচ্চ কৌশল প্রয়োগ দ্বারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মানুষের মনে শিরকের বীজ বপন করতে সমর্থ্য হয়। এরূপ ব্যক্তিকে সে বাধা দেয় মঙ্গলজনক কাজে, তাকে সন্দেহ পোষণকারী এবং সীমালংঘনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন কঠোর আযাবের সম্মুখীন করা হবে, তখন সে শয়তানের প্রতি দোষারোপ করবে। শয়তান সবিনয়ে বলবে, পরওয়ারদিগার আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি; বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করত এবং সদুপদেশে কর্ণপাত করত না।

শয়তান যে মিথ্যাবাদী, এটা স্বতঃসিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী মানুষ যদি তার অভিজ্ঞতা ভুলে গিয়ে সত্য প্রত্যাশায় অন্ধ হয়ে যায়, তবে তা হবে একান্তই দুর্ভাগ্যজনক। মানুষের প্রতি একমাত্র করুণার আধার অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা শয়তানের দুরভিসন্ধির পূর্বাভাষ উন্মুক্ত করে সূরা ক্বাফ-এর ২৭ নং আয়াতে বলেন,

قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَاَاَطْغَيْتُهُ وَلكِنْ كَانَ فِيْ ضَلاَلٍ بَعِيْدٍ-

'তার সঙ্গী শয়তান বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত'।

এভাবে মানুষের অভিযোগের পাল্টা অভিযোগ প্রস্তুত করে নিয়েই শয়তান তার দুর্বোধ্য অভিযান পরিচালনা করে থাকে। শ্রেষ্ঠ অপরাধ ও পাপ শিরক ছাড়াও অগণিত ছোট বড় মারাত্মক অপরাধবেষ্টিত হয়ে অধিকাংশ মানুষই পৃথিবী ত্যাগ করে যায়। অবশ্য ঈমানদার, আল্লাহভীরু ও ধর্মপ্রাণ বান্দারও কোন অভাব নেই সৃষ্টি জগতের বিপুল কলেবরে। অবশেষে একদিন ইহজগতের পালা শেষ হয়ে যাবে। তখন মানুষের সামনে নেমে আসবে অনাকাংখিত এক ঘোর দুর্দিন- যার নাম ক্বিয়ামত বা বিচার দিবস। এই দিবসের ভয়াবহতা ও মহাসংকট সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত বিধৃত রয়েছে। এই বিচার দিবস হবে এক সুদীর্ঘ সময়। এখানে সমবেত হবে বিশ্বজগতের সকল জীবজন্তু। মানুষ ও জিন ছাড়া অন্য সকলের হিসাব হবে অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু জিন ও মানবের হিসাব হবে এক মহা আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে, তাদের অর্জিত কর্মফলের মূল্যায়ন ভিত্তিতে। এখানে ধর্মভীরু, আল্লাহভীরু ও আল্লাহ প্রেমিক মুমিন বান্দারা অতি সহজেই আল্লাহ্র রহমত প্রাপ্ত হয়ে তাঁর নূরের আলোকে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে আল্লাহদ্রোহী, অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী ও সীমালংঘনকারীর দল। তারা নিশ্চিতভাবে এক ভয়ংকর সুদীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক মহাশাস্তির জাহাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে যাবে। এমতাবস্থায় তারা তাদের পথপ্রদর্শক শয়তান ও তার চেলা-চামুণ্ডাদের সাথে কথা কাটাকাটি ও বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হবে। এ সময় শয়তান তাদের অভিযোগের পাল্টা জবাব দিবে এবং ওদেরকেই অভিযুক্ত করবে। শয়তানের এই গুরুত্বপূর্ণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সত্যবাণী পবিত্র কুরআনের ভাষায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। সূরা ইবরাহীম-এর ২২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন সব কাজের ফয়ছালা হয়ে

যাবে, তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপরও আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয়ই যারা যালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'।

উপরের উদ্ধৃত আয়াতটিতে মহাজ্ঞানবান আল্লাহ তা'আলা শয়তানের আত্মপ্রকাশ ও সুস্পষ্ট মতবাদ তাঁর প্রিয় মানব প্রতিনিধিকে খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। শয়তানের এই ভাষণটিই মনে হয় শেষ ভাষণ এবং নিঃসন্দেহে সেরা ভাষণ বা আস্ফালণ। মহাকরুণাময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে তাদের চিরশত্রুকে চিনায়ে দেয়ার জন্যে এবং তাদেরকে সেই শত্রু হ'তে সাবধান করার জন্য নিজ কালামে পাকে ইবলীসের বহুমুখী বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। কাজেই শয়তানকে মিত্রের পর্যায়ে রাখা, তার মন্ত্রণা ও পরামর্শকে গ্রহণ করা তথা আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের আদেশ বিরোধী কাজ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। তাই শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার সঙ্গী সাথী ও মুনাফেক্ব অনুচরবৃন্দের নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই মহান লক্ষ্যে অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাগণের সত্য, স্বচ্ছ ও পবিত্র প্রয়াস জোরদার করে শয়তানের জঘন্য তৎপরতাকে ভূলুণ্ঠিত করার তওফীক দান করুন। আমীন!

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

আধুনিক সংস্কৃতিঃ একটি সমীক্ষা

*মাসঊদ আহমাদ**

প্রসঙ্গ কথাঃ

সংস্কৃতি সমাজমনের দর্পণ। সুষ্ঠু, সুন্দর সৃজনশীল সংস্কৃতিবান মানুষ সমাজের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। সংস্কৃতি মানুষের জীবনের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গীকে মোহনীয়, প্রাণবান ও স্বার্থক করে। ব্যক্তির উন্নত চেতনার প্রকাশ, অনুভূতি-অনুরাগ, মার্জিত ও পরিশোধিত মানবিক গুণাবলীর সামষ্টিক মননশীল রূপায়নের বহিঃপ্রকাশই সংস্কৃতি। সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের এই জীবনাচরণ ও ঐতিহ্য-মূল্যবোধ একটি সমাজকে সুচারু ও আদর্শের মডেল হিসাবে গড়ে উন্নত জাতি তৈরীতে প্রেরণা যোগায়। কারণ সুষ্ঠু-সংরক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি এবং অনিয়ন্ত্রিত অপসংস্কৃতির পার্থক্যের মাধ্যমেই কোন জাতির জাতীয় মর্যাদা এবং উন্নীত পরিশীলিত ঐতিহ্য কিংবা অধঃপতিত জীবনের স্বরূপ নিরূপিত হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সমাজ-জাতি যেমন বিশ্বের বুকে উন্নতির সোপানে আরোহন করে উন্নত মস্তকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হ'তে পারে; তেমনি সৌন্দর্য-চেতনা ও সত্য সুন্দর পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত সংস্কৃতির উপরে জাতির জীবনবোধ ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভরশীল। তাই সংস্কৃতিকে সুগন্ধময় পুষ্পের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ফুলের সাথে যেমন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা এবং মূলের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান, অনুরূপ সংস্কৃতিরও প্রধান আশ্রয় জীবন-সমাজ যাত্রার বাস্তব সুচারু ও শ্লীল জীবন ব্যবস্থায়।

সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আমরা অনুধাবনে সচেষ্ট হই যে, সংস্কৃতি সমাজের প্রকৃত সম্পদ-সমাজ সৌধের শিখরচূড়া। আমরা বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে এসেছি। একুশ শতকের আলো ঝলমল উন্নত প্রযুক্তি তথা কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও আধুনিক ইলেকট্রিক মিডিয়ার যুগে বাস করছি। বিগত সহস্রাব্দের নিরক্ষরতা, সেকেলে-অনুন্নত জীবন পরিক্রমার গণ্ডি ডিঙ্গিয়ে সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত আধুনিক সমাজে বিস্তৃত 'মডার্ণ কালচারাল ইরা'তে জীবনের তরী ভাসিয়েছি। কিন্তু তথাকথিত এই আধুনিক সংস্কৃতি কি আমাদের জীবনমানস, আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনাকে আধুনিক সৃজনশীল, সভ্য, মার্জিত, নির্মল, পরিচ্ছন্ন, উন্নত উৎকর্ষ সাধনে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে? প্রিয় চিন্তাশীল সচেতন পাঠক-পাঠিকা! আপনাদের খেদমতে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আধুনিক সংস্কৃতি বা Modern culture এর পরিচয়, প্রকরণ, উৎস, বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্য পরিণাম বা ফলাফল প্রামাণ্য উপস্থাপনার মাধ্যমে পেশ করতে সচেষ্ট হব ইনশাআল্লাহ।

সংস্কৃতি পরিচিতিঃ

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায়, তার প্রতিশব্দ বা ভিন্ন ভাষার শব্দ দ্বারাও এর ব্যাপক উপলব্ধিগত পরিচয়

* সাং- দমদমা, পোঃ পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।

পরিলক্ষিত হয়। যেমন- সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন, Culture, ছাক্বাফাত, Civilization বা সভ্যতা ইত্যাদি।

সংস্কৃতি শব্দটি 'সংস্কৃত' (সম্+কৃ+ত) বা (সম্-কৃ ধাতু+ক্তি) থেকে উদ্ভব হয়েছে। আভিধানিক অর্থ (বিশেষ্যে)ঃ সংস্কার, উন্নয়ন, নির্মলকরণ, অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিচার-বুদ্ধি, সভ্যতা জনিত উৎকর্ষ, অলংকার, রীতি-নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ; (বিশেষণে)ঃ শ্রীমণ্ডিত, মার্জনার দ্বারা প্রাপ্ত, সংস্কার করা হয়েছে এমন, সজ্জিত ও অলংকৃত।

প্রামাণ্য সংজ্ঞাঃ

সংস্কৃতির পরিচয় নিরুপণে বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী টেলর বলেন, 'সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পবোধ, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য সামর্থ্য ও অভ্যাস সমূহের সেই জটিল সমষ্টি, যা সমাজের সদস্য হিসাবে আয়ত্ব করে।[১]

ডিউই বলেন, "Culture means at least something cultivated, something repened. It is opposed to the raw and crude." অর্থাৎ 'সংস্কৃতি বলতে বুঝায় এমন কিছু, যার অনুশীলন করা হয়েছে, যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ হচ্ছে অপরিণত ও অমার্জিতের পরিপন্থী'।[২]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক নীতিমালা চিহ্নিত করতে গিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইউনেস্কো কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৮২ সালে মেক্সিকো শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত হয়। সংস্কৃতির ব্যাখ্যা সূত্রে সম্মেলন ঘোষণা করেঃ 'সংস্কৃতি মানুষকে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করে। আমরা যে বিশেষভাবে যুক্তিবাদী মানুষ, যে মানুষের বিচার-বুদ্ধি আছে এবং ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য আছে, তা আমরা অনুভব করতে পারি সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমরা মূল্য নিরুপণ করি এবং ভাল-মন্দের মধ্যে নির্বাচন করতে শিখি। সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, আত্মসচেতন হয়, নিজের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বোধ জন্মে, নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বোধ জন্মে, প্রশ্ন করতে শিখে নিজের কার্মকাণ্ড সম্পর্কে, অনবরত নিজের সীমা অতিক্রম করে দক্ষতা অর্জন করে'।[৩]

সংস্কৃতির প্রকরণ ও উপাদানঃ

মানুষের দৈহিক ও মানষিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধন এবং তার ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে সেগুলির ফলিত রূপই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির রূপকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

১. **বস্তুগতঃ** যথা- কারিগরি জ্ঞান ও অর্থনীতি। মানুষের তৈরি বিভিন্ন ব্যবহার্য বস্তু-মৃৎপাত্র, তৈজসপত্র ইত্যাদি।

২. **সামাজিক প্রতিষ্ঠানগতঃ** যথা- সমাজ সংগঠন; শিক্ষা ও রাজনৈতিক কাঠামো।

৩. **ভাবগতঃ** ধর্ম-বিশ্বাস, দর্শন, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা, এককথায় বিশ্বাসতন্ত্র।

৪. **নন্দনগতঃ** যথা-ছবি আঁকা, শিল্পকলা, গান, নাটক, রূপকথা ইত্যাদি।

৫. **ভাষাঃ** ভাষার মাধ্যমেও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

সংস্কৃতির এই বিভক্তিকে আরো সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনটি অবয়বে ব্যাখ্যা করা যায়। **প্রথমতঃ** বাস্তব উপকরণ সমূহ। **দ্বিতীয়তঃ** সমাজ কাঠামো। **তৃতীয়তঃ** মানস সম্পদ।

সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানও পাঁচটি- (১) ইহজগত সম্পর্কিত ধারণা (২) জীবনের লক্ষ্যগত দিক (৩) আন্তরিক বিশ্বাস ও চিন্তা-ভাবধারা (৪) ব্যক্তি প্রশিক্ষণ ও (৫) সমাজ ব্যবস্থা।

বিশ্বের সকল সংস্কৃতি এই পাঁচটি মৌলিক উপাদান দ্বারাই গঠিত। কারণ সংস্কৃতির সাথে জীবন দর্শনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। জীবন দর্শনের ভিত্তিতেই মানুষের চিন্তা-চেতনা আবর্তিত হয় এবং তার ভাব ও ক্রিয়াকর্মের অভিব্যক্তি ঘটে। এই জাগতিক জীবন সম্পর্কে তার ধারণা এবং এখানে মানুষের দায়িত্ব ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই জীবন সম্পর্কিত তার এই বিশেষ ধারণা বদ্ধমূল হয়। জীবনের ব্যাপারে মানুষের এই ধারণা এবং জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে সংস্কৃতির উপাদান। সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান দেখাতে গিয়ে অন্যান্যরা যা উল্লেখ করেছেন তা হ'ল- (১) সমাজ (২) মানবজাতি (৩) ঐতিহ্য (৪) মানব শক্তি (৫) মূল্যবোধ ও (৬) নিয়মতান্ত্রিকতা।[৪]

আধুনিক সংস্কৃতি ও বাংলাদেশঃ

বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি তথা রাষ্ট্রভূমি। ১৯৭১ সালে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু সমস্যাবলীর দোদুল্যমান সংঘাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক সত্তার মত তার সাংস্কৃতিক সত্তাও বিভেদ ও সংঘাতপূর্ণ বিবর্তন ও আগ্রাসনে জর্জরিত। শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক সুদূরপ্রসারী হাতিয়ারের মাধ্যমে বিজাতীয় দেশসমূহ আধুনিক সংস্কৃতি বা মডার্ণ কালচারের স্পর্শ বিনোদনের প্রয়োগ পদ্ধতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৃষ্টিস্নাত সুজলা-সুফলা নদী বিধৌত বাংলাদেশের শান্ত ও কোমল হৃদয়ের মানুষগুলিকে এক অনাকাঙ্খিত অনিবার্য বিপর্যয়ের গহ্বরে নিক্ষেপ করতে সদা তৎপর। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ জীবনকে উপভোগ করতে গিয়ে বিনোদনের মগ্নতায় বিভোর হয়ে তথাকথিত নানা আধুনিক সংস্কৃতির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়েছে। নিম্নে আধুনিক সংস্কৃতি হিসাবে গণ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হ'লঃ

চলচ্চিত্র সংস্কৃতিঃ

'চলচ্চিত্র' (Motion Picture, Movie, Film) শব্দটির অর্থঃ গতিশীল বা চলমান চিত্র। সেকেণ্ডে ২৪টি স্থির ফটোগ্রাফ

১. জহুরী, অপসংস্কৃতির বিভীষিকা (ঢাকাঃ উতলু প্রকাশন, ১৯৯৯), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪-১৫।
২. নাজির আহমাদ, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস (ঢাকাঃ আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮), পৃঃ ১০।
৩. তদেব, পৃঃ ১১।
৪. তদেব, পৃঃ ১৩-১৫।

পর্দায় প্রতিফলিত হয় বলেই ছবি চলমান (চলৎচিত্র) হয়। ১৮৯৫ সালে লুমিয়ার ব্রাদার্স বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে প্রথম আলীবাবা এ্যাণ্ড ফরটি থিফস (আলী বাবা চল্লিশ চোর) ছবিটি নির্মিত হয়। বাংলাদেশে আব্দুল জাব্বার খানের পরিচালনায় ১৯৫৪ সালে 'মুখ ও মুখোশ' নামে প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৫৬ সালের ৩ আগষ্ট ছবিটি মুক্তি পায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর চলচ্চিত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়, যে ধারা অব্যাহতভাবে এখনো চলছে।[৫]

উল্লেখ্য যে, বর্তমান বাংলাদেশে চলচ্চিত্র একটি 'লাক্সারী ইণ্ডাস্ট্রি' হিসাবে পুঁজিবাদীদের করতলগত হয়েছে। চলচ্চিত্রে অভিনয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে সংযুক্ত থাকা মানেই আধুনিক সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। এই তন্ত্রে বিশ্বাসী হাযার হাযার যুবক-যুবতী অভিনেতা-অভিনেত্রী হবার দূরন্ত নেশায় সকল নিয়ম-নীতির বাধা উপেক্ষা করে তাতে যোগদান করছে। বিনিময়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সম্মান, ঐতিহ্য ও মূল্যবান সকলকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমরা কি অনুধাবন করছি চলচ্চিত্রের দুই আনা শুভ হ'লেও চৌদ্দ আনাই অশুভ, অকল্যাণকর, জীবন বিপর্যয়কারী মোক্ষম হাতিয়ার!

আধুনিক সংস্কৃতির নামে তথাকথিত হিন্দি-বাংলা সিনেমা/চলচ্চিত্রের কুপ্রভাবে সমাজ জীবনের সর্বত্র খুন, ধর্ষণ-গণধর্ষণ, হত্যা, ফিল্মি স্টাইলে ছিনতাই, সন্ত্রাস, অশালীন আচরণ, বিক্ষিপ্ত মন-মানসিকতাপূর্ণ ব্যক্তি তৈরী হচ্ছে এবং কুরুচির স্বভাবে প্রভাবান্বিত যুবসমাজে সমাজ ছেয়ে যাচ্ছে। চলচ্চিত্রকে অনেকে স্বপ্ন দেখার মত একটা উদ্ভট, অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলেছেন। কারণ এর প্রভাবে যুব সমাজের সুন্দর-শালীন মন-মনন বিনষ্ট হয়ে নানা অপরাধের উদ্ভব হচ্ছে। সতত তৈরী হচ্ছে উচ্ছৃংখল সমাজ ও জাতি।

টেলিভিশন সংস্কৃতিঃ

বাংলাদেশে ১৯৬৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে টেলিভিশন চালু হয়। সময়ের ব্যবধানে প্রযুক্তির উন্নয়নের উৎকর্ষে সাদা-কালো অনুন্নত থেকে বর্তমানের রঙ্গীন, নীল প্রজাপতির পাখার ন্যায় রংবৈচিত্রে উন্নীত হয়েছে।

একটা সময় ছিল, যখন চলচ্চিত্রের সংস্কৃতির ছলাকলা দেখে অনেকে নাক সিটকাতেন এবং আপন সন্তানদেরকে সেই করাল আগ্রাসন থেকে নিরাপদে রাখার জন্য কতিপয় ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সতর্কতা ছিল। কিন্তু এখন? চলচ্চিত্র/প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে ছবি দেখে মানুষ বিভোর-প্রভাবিত হওয়ার চেয়ে টেলিভিশন সংস্কৃতির যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হ'তে শুরু করেছে। প্রত্যেক ঘরে ঘরেই এখন রীতিমত প্রেক্ষাগৃহ তৈরী হয়েছে। অনেক কষ্টে রোদ-বৃষ্টি-ঝড় মাথায় করে প্রেক্ষাগৃহে যেতে হয় না। ঘরে বসেই পরিবারের সকলকে নিয়ে বিনোদনের সবকিছু অনায়াসে সহজলব্ধ হয়ে গেছে। প্রেক্ষাগৃহে বিশাল রঙ্গীন পর্দার ন্যায় টেলিভিশন সংস্কৃতির ছোট পর্দায় নিত্য-নতুন অনুষ্ঠান দেখা যাচ্ছে।

টেলিভিশন একটি শক্তিশালী গণপ্রচার মাধ্যম। বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে কাজে লাগিয়ে এর মাধ্যমে জাতির ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও উন্নত চরিত্র সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা থাকা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আমাদের এই টিভি সংস্কৃতি কি জাতির মঙ্গল-কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান ভূমিকা রাখছে? বরং অশ্লীল বিজ্ঞাপন, বিজাতীয় অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জাতির মনন-চিন্তাকে গোলকধাঁধায় নিক্ষেপ করেছে। বিশিষ্ট রম্য লেখক তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত একটি আখ্যান উল্লেখ করে বলেন, 'আমার এক বন্ধু একবার বলেছিলেন, তার আড়াই বছরের একটি ছেলে আছে। তিনি যখন টেলিভিশন দেখেন তখন এই ছেলেটিকে দূরে সরিয়ে রাখেন। কারণ ঘর ভর্তি লোকের সামনে এমন সব প্রশ্ন করে বসে যে, জবাবও দেয়া যায় না আর তার মুখ বন্ধ করাও যায় না; বরং এ জন্য তিনি অনেকখানি বিব্রতবোধ করেন। একদিন নাকি সকলের সামনেই জিজ্ঞেস করে বসে 'আব্বু মায়া বড়ি কি? বন্ধুটি যতবারই তার শিশু সন্তানকে চুপ করতে বলেছেন ততবারই সে জেদ ধরে জিজ্ঞেস করেছে, বলো না আব্বু, মায়া বড়ি দিয়ে কি করে? রাজা বেলুন আমাকে দেবে...ইত্যাদি'।[৬]

টেলিভিশনের সকল অনুষ্ঠান ক্ষতিকর ও কুরুচিময় তা নয়, বরং দিনের চব্বিশ ঘন্টার অব্যাহত সময়ের শতকরা ১০-১২% (!) সৃজনশীল ইসলামী কল্যাণমূলক অনুষ্ঠানও প্রচার হয়। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এ বাংলাদেশের মানুষের জিজ্ঞাসা ও চাওয়া-পাওয়ার প্রতিবাদে অতিষ্ঠ হয়েই হয়তবা এমনটি করা হয়।

'রাবেতা আলমে ইসলামী'র মুখপত্র 'আখবারুল আলম আল-ইসলামী'তে মিসরের এক জরীপ রিপোর্টে বলা হয়েছে, মিসরের ৯১ শতাংশ শিশু টেলিভিশনে প্রকাশমান সবক'টি অনুষ্ঠান দেখে থাকে।

উক্ত জরীপে ৯৩ শতাংশ শিশু এমন পাওয়া গেছে যারা সেসব অনুষ্ঠানের নাম বলতে পারে, যা দু'মাসের অধিক সময়ে দেখানো হয়েছে। পক্ষান্তরে ৬৬ শতাংশ শিশু এমন পাওয়া গেছে, যারা সেসব ফিল্মের নামের সাথে সাথে কিছুটা বিশ্লেষণও স্মরণ রাখতে পারে, যা তিন সপ্তাহ টিভির পর্দায় এসেছে। আর ২৭ শতাংশ শিশু এক সপ্তাহের মধ্যকার অনুষ্ঠান পূর্ণ বিশ্লেষণের সাথে স্মরণ রাখতে পারে।

প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং খৃষ্টান মিশনারীর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ডাঃ এন, ভ্যাগমর তার 'হোয়াই সাফার' নামক বইয়ে লিখেছেন, 'টেলিভিশন এক ধরনের এক্স-রে মেশিন। ডাক্তারগণ যে এক্স-রে মেশিন ব্যবহার করেন, তার মধ্যে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে। পক্ষান্তরে টিভিতে এখন পর্যন্ত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ এক্স-রে মেশিনটির আলো অত্যন্ত ক্ষতিকর। মানুষের স্পর্শকাতর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর এ

৫. বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, জুলাই ২০০২, পৃঃ ৪৯-৫১।

৬. অপসংস্কৃতির বিভীষিকা, পৃঃ ৬১।

আলো যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কল্পনা করলেই কলিজা কেঁপে উঠে।

'টিভি কা যহর' নামক পুস্তিকা থেকে আরো কিছু রোগের কথা জানা গেছে। (১) টিভি, ভিসিআর ও অনুষ্ঠান দেখার ফলে মস্তিষ্কের শিরা ফেটে যায় (২) টিভিতে অনুষ্ঠান দেখার ফলে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যায় (৩) টিভি দেখায় অভ্যস্ত শিশুদের স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। ফলে পড়ালেখা থেকে তাদের মন উঠে যায়।[৭]

প্রিয় পাঠক! Moder Culture বা আধুনিক সংস্কৃতির নামে আমরা কি ক্রমশঃ বিজাতীয় সংস্কৃতি ও হীন রাজনৈতিক অশুভ দূরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ছি না? আমরা কি ক্রমশঃ বাংলাদেশীয় (মুসলিম/ইসলামিক) ঐতিহ্য, স্বতন্ত্রতা, আচার-অনুষ্ঠান খুইয়ে ফেলছি না? মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গলঘট, চন্দনের টিপ ইত্যাদি হিন্দু সংস্কৃতিকে নিজেদের সংস্কৃতি মনে করে নিজস্ব সকীয়তা বিলীন করছি না? বাংলাদেশী মুসলমানদের কি নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র্যবোধ নেই? অবশ্যই আছে। এ সম্বন্ধে হিন্দু শ্রী গোপাল হালদারের একটি মন্তব্য তুলে ধরা হ'লঃ

'ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমান বিবেককে আত্মসাৎ করিতে পারিল না, তাহার কারণ মুসলমান ধর্ম সেই প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। ইসলামের একেশ্বরবাদ 'তত্ত্বের বেশী' বেশী পরোয়া করে না, কোন বিচার-বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা সহ্য করে না। ইসলাম সেমেটিক গোষ্ঠীর ধর্ম- তাহার হিসাবপত্র ও সেই গোষ্ঠীর মতই একেবারে পরিষ্কার। হিন্দু ধর্ম বলিতে পারে 'একমেবাদ্বিতীয়ৎ', 'সর্বথলিদ্বংব্রহ্ম' আর ইহার পরে ব্যাখ্যা দ্বারা শুধু দ্বিতীয় কেন- পাথর, পশু, মানুষ যেকোন জিনিষকেই দৈবশক্তির আধার বলিয়া পূজা করিতে হিন্দুদের বাধে না। ইসলামে এইরূপ তত্ত্বকথার ও গোঁজামিলের স্থান নেই'।[৮]

বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ অন্নদা শঙ্কর রায় হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালী মুসলিম সংস্কৃতির রূপায়ন এবং জাতিগত সত্তা বিকাশের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'হিন্দুর বিকাশ হবে হিন্দুত্বের ভেতর দিয়ে, বাঙ্গালীর বিকাশ হবে বাঙ্গালীত্বের ভিতর দিয়ে। বেশ। তাহ'লে মুসলমানদের বিকাশ হবে কিসের ভিতর দিয়ে? সে যে হিন্দু নয় সেটা তো সুস্পষ্ট, কিন্তু সেও তো বাঙ্গালী। তার বাঙ্গালিত্ব কি একটু স্বতন্ত্র নয়? অবিকল হিন্দু ধাঁচের? বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে গেলে সে তো প্রতিবাদ করবেই, সে তো বলবেই, আমরা বাঙ্গালী নই, আমরা মুসলমান। কথাটা আমি মুসলমানের মুখে যেমন শুনেছি, তেমনি হিন্দুর মুখেও শুনেছি। ওরা মুসলমান আমরা বাঙ্গালী। এটা তো আমাদেরই স্বখাত সলিল। ইংরেজদের কাটা খাল নয়। খালটা বাড়তে বাড়তে পদ্মা নদীর চেয়েও প্রশস্ত ও গভীর হয়েছে'।[৯]

আধুনিক সংস্কৃতির আড়ালে হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির সাথে মুসলমানদের সংস্কৃতি কিংবা জীবনাচরণ একই স্রোতে ধাবমান কোন বিষয় নয়। হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক সংস্কৃতির মিল থাকলেও তা মুসলমানদের সংস্কৃতি হ'তে পারে না।

T. Walter Wall Bank তার "A Short History of India, Pakistan" গ্রন্থে বলেছেন, "Like Hinduism however, Islam is more than a religion; It is a way of life, a veritable culture all its own. Un like the former, it belives in the fundamental equality of all men and repudiates, and nation of caste".

অর্থাৎ 'অনেকটা হিন্দুর মত ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি। এটি একটি পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি, এটি নিজেই একটি সংস্কৃতি, হিন্দু ধর্মের বিপরীতে ইসলাম মানুষের মৌলিক সমতায় বিশ্বাস করে এবং যে কোন ধরনের জাতিভেদের নিন্দা করে'।... রমেশচন্দ্র মজুমদারও তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাসঃ মধ্যযুগ' গ্রন্থে বলেছেন, 'এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজবিধান সম্পূর্ণ বিপরীত...'।[১০]

তাহ'লে সারকথা কী দাঁড়াচ্ছে? হিন্দুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থা ও পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের বিকৃত রূপায়ণই হ'ল আধুনিক সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় জীবনে দুর্দশার অধ্যায়ের প্রতিফলন ঘটায়, চিরন্তন পরকালীন জীবনকে অস্বীকার কিংবা ভুয়া সেরূপ দর্শন (?) মার্কা কথা শেখায় তা কি আমাদের কাম্য?

আমাদের দেশের মুসলিম নাগরিকগণ ও জনপ্রিয় শিল্প-সংস্কৃতি সাহিত্যের বরণীয় ব্যক্তিরা যখন উদ্ভট, অসত্য সংলাপ-সংস্কৃতির উপস্থাপন ঘটান, তখন বিস্ময় প্রকাশ না করে উপায় নেই।

হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক। টেলিভিশন সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তার দাপট ঈর্ষণীয়। তিনিও তার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আধুনিক সংস্কৃতির নামে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাঁর রচিত ও পরিচালিত, বাংলাদেশ টেলিভিশনে ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত 'সবুজ ছায়া' নামক নাটকটি ২০০০ইং সালে অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচারিত হয়েছে। নাটকটির ৬ষ্ঠ পর্বে হুমায়ূন আহমেদ যে সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন, তা ভাববার বিষয় বটে!

নাটকে পরিবেশিত পল্লীস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এক প্রগতিবাদী মানবদরদী, নীতিবান ডাক্তারের চরিত্রে অভিনয়কারী আসাদুয্যামান নূরের মুখ দিয়ে তিনি তার দর্শন বা সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের মেয়ে শরীফার চরিত্রে অভিনয়কারী মেহের আফরোজ শাওন নিজের প্রেমঘটিত একটা সমস্যার কথা ডাঃ আসাদুয্যামান নূরের কাছে বলতে গিয়ে লজ্জার কারণে বলতে দ্বিধা করছিল। সে যে লজ্জার কারণে বলতে দ্বিধা করছে তাও এক পর্যায়ে বলে ফেলল। ব্যক্তিত্ববান (!) ডাক্তার মুখে মিষ্টিহাসি ফুটিয়ে তখন শরীফাকে (শাওন) উদ্দেশ্য করে বললেন, 'দেখ

৭. বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ স্মরণিকা ২০০০, পৃঃ ২৮।
৮. গোপাল হালদার, ইসলামের স্বতন্ত্রঃ সংস্কৃতির রূপান্তর (ঢাকাঃ ১৯৭৪), পৃঃ ১৯৪-৯৫।
৯. অন্নদা শঙ্কর রায়, প্রবন্ধ সমগ্র (কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স প্রাঃ লিঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩-৬৪। গৃহীতঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৫ এপ্রিল '০২, পৃঃ ১০।
১০. দৈনিক ইনকিলাব, ১১ মার্চ ২০০২, পৃঃ ১০।

শরীফা, লজ্জা এক সময় নারীর ভূষণ ছিল। এখন নারী-পুরুষ কারোরই ভূষণ নয়।

প্রিয় সচেতন পাঠক-পাঠিকা! উক্ত সংলাপের প্রেক্ষাপটে এটা কি পরিষ্কার নয় যে, কথাটি তির্থকার্থক, ইঙ্গিতবাহী বা ব্যঙ্গ রসিকতাপূর্ণ কোন কথা নয়! বরং কথাটি উপস্থাপন করা হয়েছে অভিভাবকের গাম্ভীর্যতায় নীতিকথার মত করে। সংলাপটির দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, আবহমানকাল থেকে মানুষের মধ্যে বিশেষ করে নারীদের মধ্যে লজ্জাশীলতার যে ব্যাপারটি কাজ করে আসছে তা কুসংস্কার মাত্র!

তাছাড়া আধুনিক সংস্কৃতি-বাহক টেলিভিশন অনুষ্ঠানমালায় রয়েছে অশালীন পোশাকের ব্যবহার, সমুদ্র-নদী কিংবা নির্জন দ্বীপে নারী-পুরুষের আদিমতা পূর্ণ স্নান, প্রেম-ভালবাসার সম্পর্কে যৌনতার অবাধ স্বীকৃতি, বড় ভাই-বোন, পিতা-মাতা, দাদা-দাদীসহ গুরুজনদের সাথে অভদ্রময়, অসভ্য আচরণ, মদের নেশায় মাতলামি, পথে-ঘাটে, রাস্তায় অবাধ প্রণয়লীলা, নাইট ক্লাবে গমনের উন্মুক্ত পথের দিক-দর্শন, চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ, ব্ল্যাকমেইলসহ অসংখ্য অশুভ কর্মের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় অহরহ। ফলে সমাজ হচ্ছে কলুষিত, তৈরী হচ্ছে মাস্তান ও গুণ্ডা, বদমাশ এবং আরও ভয়ংকর সব ধ্বংসময় জাতির আগমন।

টেলিভিশন হচ্ছে কিণ্ডারগার্টেন সিস্টেমের একটি স্কুলের মত। সে স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে গোটা বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক নাগরিকই এ স্কুলের ছাত্র। রোজ রোজ যারা টেলিভিশন দেখেন, তারা নিয়মিত ছাত্র, যারা অনিয়মিত দেখেন তারা অনিয়মিত ছাত্র।

টেলিভিশনের শিক্ষা-কারিকুলাম অদ্ভুত রকমের বৈচিত্র্যপূর্ণ। তালে তাল রাখতে গিয়ে একদিকে আমাদের নৃত্যের তালে তালে নাচাচ্ছে আবার কুরআন শিক্ষাও দিচ্ছে। একদিকে নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিরোধের আহ্বান জানাচ্ছে, অপরদিকে সংস্কৃতির নামে ছেলে-বুড়ো সকলের নৈতিক অবক্ষয়ের যাবতীয় প্রোগ্রাম প্রতিদিন আঞ্জাম দিচ্ছে। টেলিভিশন কিন্ডারগার্টেনে যারা শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করছেন, তারা পশ্চিমা সংস্কৃতির সিলেবাস অনুযায়ী আমাদের তরুণ সমাজকে নানাভাবে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

আর ও কিছু বৈশিষ্ট্য (?) হচ্ছে-

❒ টেলিভিশন এক টেরর। এ টেররই 'টেররিষ্ট' সন্ত্রাসী সৃষ্টির সহায়ক।

❒ জাতীয় টেলিভিশন বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত। সেই প্রভাব নিয়ন্ত্রণেই প্রোগ্রাম তৈরী করে প্রদর্শন করা হয়। আমাদের আচরণে তাই সেই শঙ্কর প্রভাব সাংঘাতিক।

❒ টেলিভিশনই সমাজে যাবতীয় অপকর্ম তথা বিধ্বংসময় কার্যে উৎসাহ দিচ্ছে। সর্বোপরি টেলিভিশন সমাজে মাস্তান তৈরির প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

(চলবে)

সাময়িক প্রসঙ্গ

(১) প্রসঙ্গঃ জাতিসংঘ

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

বর্তমান বিশ্বে জাতিসংঘের প্রয়োজন আছে কি? এককথায় তার ছাফ জবাব হতে পারে- 'না'। জাতিসংঘ পোষা একদম বেহুদা খরচের ব্যাপার ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে একটি বাক্য আছে, 'কিং তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা যো ন সূতে ন দুগ্ধদা' অর্থাৎ কেন সেই ধেনু ক্রয়, যে বাচ্চাও দেয় না, দুধও দেয় না? এবার বাংলায় বলি, যে গরু নয়কো হালী, কেন খাওয়াব তাকে খড়-বিচালী?

জাতিসংঘ প্রসঙ্গে এসব উক্তি অশোভন, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রেক্ষাপট কোনো শোভন কথা যোগাচ্ছে না। তাই এসব বলতে বাধ্য হচ্ছি।

আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজার, মার্ক এন্টনীর যুগে বলা হ'ত 'বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা'। বাহুবলে দেশ জয়, দিগ্বিজয়ে বাহাদুরী ছিল সেকালে। তারপর মধ্যযুগে এসে তৈমুর লং, চেংগিস খান, হালাকু খান, নাদিরশাহরা পরদেশ দখল এবং লুটতরাজ করে সুনাম অর্জন করেননি। তারা যা করেছেন, তা মধ্যযুগীয় বর্বরতা নামে আখ্যায়িত হয়ে তা ইতিহাসে কলংকিত অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব-বিবেকের কাছে তারা বীরত্বের গৌরব লাভ করতে পারেনি। তারা কুড়িয়েছে ঘৃণা। তাদের হিংস্রতাকে কেউ বীরত্ব বলে আখ্যায়িত করে না।

অতঃপর যুগ বিবর্তনে বিশ্বে এলো বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সভ্যতা। শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে আলোকিত মানুষ আর গায়ের জোরে রাজ্য দখলের কথা ভাবে না। যার যথা দেশ, সেখানেই সে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে চায়। এই গণতন্ত্র সচেতন মানুষ সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী নয়। সাম্রাজ্যবাদ মানেতো পররাজ্যের প্রতি লোভ। আর তাতেই সৃষ্টি হয় রক্তপাত, হিংস্রতা, ধ্বংস, অশান্তি। তবু এই আধুনিক সভ্য যুগে (১৯১৪ খ্রীঃ) শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। পৃথিবীর কয়েকটি দেশ দু-দলে বিভক্ত হয়ে সেই রক্তক্ষয়ী বিধ্বংসী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। এ যুদ্ধ পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করেছিল। তারা এমন সব ভয়াবহ মারণাস্ত্র, আণবিক-পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল, যদ্দ্বারা সেই যুদ্ধে নরহত্যা এবং মানব সভ্যতার স্মৃতিসৌধ ধ্বংসে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল। আজও সেই ভয়ংকর অস্ত্র হত্যা এবং ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের সকল দেশের নিরীহ মানুষ আতংকিত। তাদের রাতের ঘুম কখনও নির্বিঘ্ন হ'তে পারেনি। সুইডেনের বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল অবশ্য গরু মেরে জুতো দানের ব্যবস্থা করে গেছেন- নোবেল প্রাইজ ঘোষণা করে। মানবকীর্তি এবং মানুষ ধ্বংসের অস্ত্র আবিষ্কার করে যে অপূরণীয় ক্ষতি তিনি করেছেন, তার পাপ প্রাইজ প্রচলন করে মোচনও হয় না,

* সম্পাদক, 'কালান্তর', রাজাবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

পূরণও হয় না। আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল এবং তার মতো বিজ্ঞানীরা মানবতার মহাশত্রু। তারা অনায়াসে হিরোশীমা-নাগাসাকি নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, কিন্তু গড়তে পারে না উঁইয়ের ঢিবিও! বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা, গণহত্যার ভয়াবহতা দেখে বিশ্বের কতিপয় মানুষ ভাবছিল, কী করে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সেই ভাবনার ফলশ্রুতিতে বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই গঠিত হয় 'লীগ অব নেশন'। এই সংগঠন যুদ্ধের বিপক্ষে এবং শান্তির পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকলেও খুব বেশি সংখ্যক দেশ তার সদস্যভুক্ত হয়নি। ১৯৪৫ সালে শুরু হ'ল আবার বিশ্বযুদ্ধ প্রথম মহাযুদ্ধের চাইতেও ভয়ংকর ভাবে। এবার বিশ্ব শান্তির জন্য ভাবিত হ'ল আরো অধিক সংখ্যক মানুষ। তারা ভাবল, 'লীগ অব নেশন' যুদ্ধ ঠেকাতে এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না। আরো মযবূত সংগঠন আবশ্যক। তাই 'লীগ অব নেশন' বিলুপ্ত করে গঠিত হ'ল 'ইউনাইটেড নেশন্স অর্গানাইজেশন' (জাতিসংঘ)। কিন্তু হ'লে কি হবে বিশ্বের অশান্তি সৃষ্টিকারী পরাশক্তি সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন হয়ে বসল জাতিসংঘের পালের গোদা। লম্পটের প্রহরায় সতীত্ব, বেড়ালের প্রহরায় দুগ্ধ থাকলে কি হ'তে পারে বাস্তবে? যা হবার তা-ই হ'তে থাকল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভাংগা-গড়ার মধ্যে ধ্বংস হ'ল ইসলামী খেলাফত, জার্মানী বিভক্ত হ'ল দুই দেশে। ফিলিস্তীন ভেংগে সৃষ্টি হ'ল অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে- তার মুসলিম প্রধান অংশের নামকরণ হ'ল পাকিস্তান। ভারতের কাশ্মীর, জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি দেশীয় রাজ্যগুলিকে সেখানকার জনগণের ইচ্ছাধীন রাখা হ'ল। জনগণের ইচ্ছানুসারে তারা ভারতে কিংবা পাকিস্তানে যোগদান করতে পারবে। হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় জবরদখল করে নিল ভারত। কাশ্মীরে শতকরা আশি ভাগ মুসলমান বসবাস করলেও কাশ্মীরের হিন্দু রাজা নিজের ইচ্ছায় ভারতে যোগদান করল। সেখানে শুরু হ'ল সংঘাত। জাতিসংঘ ফায়ছালা দিল- কাশ্মীরী জনগণের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সেখানে গণভোটে নির্ণীত হবে কাশ্মীর ভারতের অধীন থাকবে, না পাকিস্তানের অধীনে চলে যাবে। কিন্তু সুদীর্ঘ ৫৫ বছরেও জাতিসংঘ কাশ্মীরে গণভোটের ব্যবস্থা করতে পারেনি। লাগাতার হত্যা এবং বিতাড়নের ফলে কাশ্মীরে আজ মুসলমানের সংখ্যা ৪৫%-এ দাঁড়িয়েছে। তারপরও গণহত্যা তথা মুসলিম নিধনযজ্ঞ এখনও অব্যাহত।

অবৈধ দখলদারীত্বে সৃষ্ট ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলকে জাতিসংঘ তড়িঘড়ি স্বীকৃতি দিয়ে দিল। তাদের উড়ে এসে জুড়ে বসতে বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু ফিলিস্তীনের স্থায়ী বাসিন্দা মুসলমানরা অর্ধশতকেরও অধিককাল ধরে আযাদীর সংগ্রাম চালিয়েও জাতিসংঘ কিংবা অন্য কোন দেশ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করতে পারেনি। এইতো কিছুকাল পূর্বে দখলদার ইসরাঈলী সেনারা ফিলিস্তীনে অনুপ্রবেশ করে সেখানকার মুসলমান নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিচারে হত্যা করেছে। ঘর-বাড়ী ভেংগে-চুরে বুলডোজার দিয়ে মাটির সংগে মিশিয়ে দিয়েছে। জাতিসংঘ তার প্রতিকার করতে পারেনি। ইসরাঈল শক্তিধর, তাই তার উপরে তার মাতব্বরী অচল। অথচ অসহায় মুসলমানরা নিরুপায় হয়ে আত্মঘাতী বোমা হামলায় বাধ্য হ'লে তা জাতিসংঘের চোখে অপরাধ বলে গণ্য হয়। ফিলিস্তীন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে কেন স্বীকৃতি পায় না? কারণ সেখানকার অধিবাসীরা মুসলমান এবং ইহুদী ইসরাঈলীদের দখল-টার্গেটে রয়েছে। অথচ পূর্ব তিমুরের সাড়ে আট লাখ খ্রীষ্টান অনায়াসে মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতার স্বীকৃতি পেয়ে গেল!

ভিয়েতনামে চলেছে দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ। ইরিত্রিয়া, সাইপ্রাস, লেবানন, বসনিয়া, চেচনিয়া, হার্জেগোভিনা কোথায় না যুদ্ধ চলেছে? অতঃপর আফগানিস্তানে, তারপর ইরাকে সর্বনাশা যুদ্ধ। জাতিসংঘের ভূমিকাতো কোথাও যুদ্ধ বিরোধী বলে মনে হচ্ছে না। এসব দেখে দেখে মনে হচ্ছে, জাতিসংঘ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার 'আলাদীনের যাদুর চেরাগ' নয়। বরং তা আমেরিকা-ব্রিটেন-ফ্রান্স, বিশেষ করে আমেরিকার প্যাণ্ডোরাস্ বক্স (Pandora's box)। এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, পরাশক্তির কোপে পতিত দুর্বল দেশকে জাতিসংঘ কোন আশ্বাসের বাণী শোনাবে না, সাহায্য-সহযোগিতাতো দূরের কথা। আমেরিকা চেয়েছিল আফগানিস্তানের 'ত্বালেবান' সরকার উৎখাত করতে, আরবীয় ধনকূবের উসামা বিন লাদেনকে এবং তার জিহাদী দল 'আল-ক্বায়েদা'কে ঘায়েল করতে। তাই আমেরিকার 'টুইন টাওয়া'রে বোমা হামলায় দোষারোপ করা হ'ল বিন লাদেনকে আর তার আশ্রয়দাতা 'ত্বালেবান' সরকারকে। জাতিসংঘ আমেরিকার পক্ষে আফগানিস্তানের 'ত্বালেবান' সরকারের প্রতি হুলিয়া জারী করলেও, বুশকে বলেনি 'উপযুক্ত প্রমাণ না পেয়ে আফগানিস্তানে যুদ্ধাভিযান চালানো যাবে না'। আমেরিকার চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় যুদ্ধে 'ত্বালেবান' সরকারের পতন ঘটল। উত্থান ঘটল এ যুগের মীরজাফর হামিদ কারজাইয়ের সরকারের।

অতঃপর টার্গেটে এলো ইরাক। ইরাকের শাসক সাদ্দাম কার কি ক্ষতি করেছে? তার যদি কোন রাসায়নিক অস্ত্র, জীবাণু অস্ত্র থেকেই থাকে, তাতে আমেরিকার বুশের এতো মাথা ব্যথা কেন? তারপর জাতিসংঘের নির্দেশ সাদ্দাম হোসেনের অস্ত্র-কারখানা পরিদর্শন করতে দিতে হবে। সাদ্দাম সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেনি। অস্ত্র পরিদর্শন শুরুও হয়ে গিয়েছিল। পরিদর্শকদের একদফা রিপোর্টও জাতিসংঘে গিয়েছিল- 'ইরাকে এখনও কোনো মারাত্মক অস্ত্রের সন্ধান মেলেনি। অস্ত্র পরিদর্শনের সময় আরো বাড়ানো হোক'। কিন্তু মার্কিনী যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী জর্জ ডব্লিউ বুশ জাতিসংঘের তোয়াক্কা না করে সাদ্দাম হোসেনকে সময় বেধে দিয়ে নির্দেশ দিয়ে বসল, 'নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তুমি সপুত্রক ইরাক ত্যাগ করো, নতুবা ভয়ংকর যুদ্ধ হবে'। বুশকে এই নির্দেশ জারী করার অধিকার কে দিয়েছে? জাতিসংঘের কি তাতে মৌন সম্মতি ছিল? এখন বলতে বাধা কি 'কৃষ্ণ' তুমি কার? তুমি কি 'রাধা'-র একার, না গোপীদেরও?

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বশান্তি হননকারী আমেরিকার জর্জ বুশ তার দু-চারজন দোসর নিয়ে দেশে-দেশে যুদ্ধ, রক্তপাত, ধ্বংসলীলা চালাবে, নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে চলবে, ধ্বংস করবে মানব সভ্যতা- এটা কি জাতিসংঘ এবং তার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি মেনে নেবে? যদি মেনে নেয়, তাহ'লে এই জাতিসংঘের কি আবশ্যক ছিল? বলতে চাই, ইরাকে অন্যায় যুদ্ধ, অবৈধ এবং অনধিকার দখলদারিত্ব, গণহত্যা, ধ্বংস এবং লুণ্ঠন ইত্যাদি অপরাধে (যেহেতু তা অমার্জনীয়) জর্জ বুশ এবং তার সহচরদের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন করা হোক। তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হোক। নতুবা এ জাতিসংঘের কোন প্রয়োজন নেই। বিশেষতঃ মুসলিম দেশ সমূহের পক্ষেতো বটেই!

(২) যুদ্ধবাজ বুশ-ব্লেয়ারঃ ফ্যাসিবাদের আরেক নগ্ন মূর্তি

*আবদুর রহমান**

সমগ্র দুনিয়ার মানুষ প্রত্যক্ষ করল কিভাবে একটি বৃহৎ শক্তি (Super Power) অপেক্ষাকৃত দুর্বল একটি রাষ্ট্র ইরাকের উপর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে দখল করে নিল। ইরাক আজ পর্যুদস্ত। ইরাক আজ ইঙ্গ-মার্কিনের পদানত। বিশ্ব জনমত এই নগ্ন হামলার প্রতিবাদে একযোগে আর্তনাদ করেছে। কিন্তু এই সম্মিলিত আর্তনাদ বুশ-ব্লেয়ারের বুকে কম্পন ধরাতে পারেনি। এ যুগের নমরূদ, বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারণদের বিবেক বলতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। বিবেক থাকলে অবশ্যই তাতে একটু না একটু নাড়া দিত।

ইরাকের পতনের পর এখন বিশ্ব পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিবে? মুসলিম মিল্লাত এ পতনকে কিভাবে গ্রহণ করবে? এ যুদ্ধ, এ পতন শুধু কি সাদ্দাম হোসেনের? না এর মধ্যে বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য কোন ইশারা-ইঙ্গিত আছে?

অভিশপ্ত ইহুদী জাতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশকে প্ররোচিত করে ইরাকের তেল সম্পদ দখল সহ সমগ্র মুসলিম জগতের বিরুদ্ধে এক অসম যুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। বুশের মতে, এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ও তার সরকারকে ক্ষমতা থেকে হটানো। সরকার উৎখাতের জন্য অপর দেশে বুশের সাম্প্রতিক কালের হামলার ঘটনা এটি দ্বিতীয়। এর আগে ২০০১ সালে আফগানিস্তানে সে এক উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছে। তবে প্রায় আড়াই বছরের ব্যবধানে এ দু'টি হামলার প্রেক্ষাপটে পার্থক্য অনেক। আফগানিস্তানে সে হামলা চালিয়েছিল ইসলামপন্থী 'ত্বালেবান' সরকার হটানো এবং উসামা বিন লাদেন ও ত্বালেবান নেতা মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরকে পাকড়াও করার জন্য। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় প্রধান সন্দেহাভাজন বিন লাদেন এবং তার আশ্রয়দাতা মোল্লা ওমরের বিরুদ্ধে এটি ছিল তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান *(ঢাকাঃ দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০০৩ইং)*।

কিন্তু এবার বুশ সাদ্দাম হোসেনের সরকারকে হটানোর ঘোষণা দিয়েই ইরাকে হামলা চালিয়েছে। এবারও সন্ত্রাসকে সে অজুহাত হিসাবে দেখিয়েছে। ইরাকে হামলা শুরুর পর প্রদত্ত ভাষণে সে যুক্তি দেখিয়েছে, ভবিষ্যতের সন্ত্রাসবাদী হামলার হুমকি এড়ানোর জন্যই সে ইরাকে যুদ্ধ শুরুর নির্দেশ দিয়েছে। সাদ্দাম হোসেনকে বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি বললেও এর স্বপক্ষে বুশ প্রশাসন কোন প্রমাণ দিতে পারেনি। ফলে হামলার বৈধতা নিয়েই বিশ্ব জুড়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্বের আইন বিশেষজ্ঞরাও বলেছেন, নিরাপত্তা পরিষদের নতুন প্রস্তাব ছাড়া এই হামলা মোটেও আইন সম্মত নয়।

* সাধুর মোড়, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ব্রিটেন দাবি করেছে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ১৪৪১ নং প্রস্তাবের অধীনেই তাদের এই অভিযান। গত নভেম্বরে গৃহীত ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সাদ্দাম হোসেন তার ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র পরিত্যাগ করার শেষ সুযোগ না নিলে তাকে 'চরম পরিণতি' ভোগ করতে হবে। তাই হ'ল। ওয়াশিংটন ও লণ্ডনের নেতারা বলেছেন, এই 'চরম পরিণতি' মানেই সামরিক শক্তি প্রয়োগ এবং ইরাক দখল। যেমনটি বলেছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র। তিনি বলেছেন, 'আমরা সবকিছুই করছি ১৪৪১ নং প্রস্তাব মেনে। আমরা প্রস্তাবকে কার্যকর করছি, পাস কাটাচ্ছি না'। তার কথায় সুর মিলিয়ে 'হোয়াইট হাউস'-এর আইনজীবি আলবার্টো গণজালেজ এবং ব্রিটিশ আইন বিভাগ বলেছে, যুদ্ধের জন্য ওয়াশিংটনকে সব ধরনের আইনগত ক্ষমতাই ঐ প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছে *(তদেব)*।

তবে যুদ্ধের বিরোধিতাকারী রাশিয়া ও ফ্রান্স সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছে। তারা দাবি করেছে তারা মনে করে না নতুন কোন প্রস্তাব ছাড়া 'চরম হুমকির পরই' সামরিক শক্তি প্রয়োগ। এমনকি জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানও বলেছেন, নতুন প্রস্তাব ছাড়া ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জাতিসংঘ সনদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। তবে হামলা বৈধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এও বলছে যে, ১৪৪১ নং প্রস্তাব ১৯৯০ সালে গৃহীত ৬৭৮নং প্রস্তাবের পরবর্তী পর্যায়। ঐ প্রস্তাবে শক্তি প্রয়োগের বিধান ছিল। এই দাবির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে ব্রিটেনের বিরোধী দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির আইন বিষয়ক মুখপাত্র লর্ড গুডহার্ট বলেছেন, ৬৭৮ নং প্রস্তাব উপসাগরীয় যুদ্ধের পরই শেষ হয়ে গেছে।

এছাড়া ইরাকে হামলা চালানোর মাধ্যমে জাতিসংঘ সনদের ৫১ ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই ধারায় জাতিসংঘের কোন সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা হ'লে একক বা সমষ্টিগত আত্মরক্ষার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া সামরিক শক্তি প্রয়োগের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে অনুমোদন লাগবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ছাড়াই ইরাক হামলা করেছে এবং মাত্র ২০ দিনের মধ্যে ইরাক দখল করে নিয়েছে।

তাছাড়া বুশ তার ভাষণে হুমকি নস্যাতের জন্য আগেভাগে হামলার অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে বলে দাবি করলেও হুমকির বিষয়টি তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এর আগে পরিষদের বিশেষ বৈঠক ডেকে সেখানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল সাদ্দামের বিরুদ্ধে 'আল-ক্বায়েদার' সঙ্গে কথিত সম্পর্কেরও কোন প্রমাণ দিতে পারেননি।

জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকরাও ইরাকে কথিত কোন ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের সন্ধান পাননি যে, এটি হামলাকে বৈধ করবে। শেষ দিকে অস্ত্র পরিদর্শকেরাও ইরাকীদের সহযোগিতায় খুশি ছিলেন। সুতরাং কোন দিক থেকেই এ হামলাকে বৈধতার আবরণে আবৃত করা যায় না *(তদেব)*।

এই যুদ্ধের যৌক্তিকতা কোথায়? যুদ্ধের ভয়ংকর ধ্বংসলীলায় লাখ লাখ মানুষ পরিবার-পরিজন যে অমানবিক নিষ্ঠুরতার শিকার হ'ল তার জন্য দায়ী কে?

এই প্রথম আমরা দেখতে পেলাম, শান্তির জন্য বিশ্ববাসীর এক

প্রবল গণজোয়ার। এক প্রবল আকুলি-বিকুলি ও আকুতিকে পদদলিত করে শুধু অস্ত্রের দম্ভের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপর একটি ক্ষুদ্র, অস্ত্রসম্ভারে দুর্বল রাষ্ট্রকে অন্যায়ভাবে জবরদখল করে নিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন মতবাদের কথা উল্লেখ আছে। এই ক্ষুদ্র পরিসরে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা দুরূহ ব্যাপার। কেননা এক একটি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তা পূর্ণাঙ্গ পুস্তকে পরিণত হবে। আলোচিত নির্দিষ্ট কোন একটি মতবাদ বাস্তব ক্ষেত্রে আধুনিক কোন রাষ্ট্রের কার্যকলাপে হুবহু আরোপিত হ'তে দেখা যায় না। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ সহ সকল মতবাদ কি নিজ রাষ্ট্রীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ? একটি মতবাদ কি অন্য একটি মতবাদের মধ্যে নিজ গণ্ডি ছাড়িয়ে স্বার্থসিদ্ধির জন্য চেষ্টা চালায় না? বলা হয় গণতন্ত্রের সূতিকাগার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র(?)। সে দেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের যে থিওরী প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তা হ'ল- Government of the People, by the People and for the People. অর্থাৎ 'গণতন্ত্র হ'ল জনগণের দ্বারা, জনগণ কর্তৃক জনগণের সরকার'। অথচ সেই থিওরীর ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকলাপে হুবহু তা ফ্যাসিবাদের নগ্ন চেহারা পৃথিবীবাসী প্রত্যক্ষ করল। হাযার হাযার জনগণের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও আমেরিকা বিনা অজুহাতে ইরাক আক্রমণ করে দখল করে নিল।

আমেরিকা বর্তমানে নিজ স্বার্থের জন্য গণতন্ত্রের বুলিকে জলাঞ্জলি দিয়ে ফ্যাসিবাদের ধারক ও বাহক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'ফ্যাসিবাদ' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Fasces হ'তে Fascism বা ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি। ফ্যাসিবাদ একটি রণোন্মত্ত মতবাদ। শান্তিতে বসবাস করতে ফ্যাসিষ্টরা মোটেই প্রস্তুত নয়। তাদের মতে, দুর্বল ও ভীরু জাতিরাই কেবলমাত্র শান্তিতে বসবাস করতে চায়। যুদ্ধের মধ্যেই মানুষের শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্ব বিকশিত হয়। ফ্যাসিবাদকে একটি শক্তিশালী মতবাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ইতালীয় বের্ণিতো মুসোলিনী। যিনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ফ্যাসিষ্ট দলের সাহায্যে ইতালীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক দর্শনের মূলকথা হ'ল- রাষ্ট্রই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অপ্রতিহত অধিকারী। ফ্যাসিবাদ অসহায় জনগণকে রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধির বেদীমূলে দলে দলে আত্মাহুতি দিতে উদ্বুদ্ধ করে *(মিজানুর রহমান শেলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৃঃ ১৬৮)*।

ফ্যাসিবাদ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্রের উপর চরম আঘাত হেনেছে। মুসোলিনী সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, মাতৃত্ব যেমন নারীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, পুরুষের তেমনি স্বভাবজাত ধর্ম হচ্ছে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া (War is to man what maternity is to woman) *(তদেব, পৃঃ ১৬৯)*। ফ্যাসিষ্টদের বদ্ধমূল ধারণা, যদি দেশের জনগণকে পরদেশ আক্রমণ, যুদ্ধ ইত্যাদি উন্মাদনাময় কাজে সর্বদা ব্যাপ্ত রাখা যায়, তাহ'লে তারা নিজেদের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঝগড়াজনিত দোষ-ত্রুটি অন্যদিকে divert করতে সক্ষম হবে। যেমনটা বুশ তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট কেলেংকারিতে জড়িত হয়ে পড়েছিল এবং প্রথমে আফগানিস্তান এবং পরে ইরাক আক্রমণ করে তার দেশের জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়। ইতিপূর্বেই গণতন্ত্রের ধারক-বাহক(?) যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ করেছে যে, তারা মোটেও গণতন্ত্রের ধার ধারে না। তার বহু নযীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে। জাপান, ভিয়েতনাম যুদ্ধে সরাসরি অবতীর্ণ হ'লেও আরও অনেক দেশে সে সরাসরি যুদ্ধে না গিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে অন্য পক্ষকে যুদ্ধের জন্য লেলিয়ে দিয়েছে। এভাবেই ফ্যাসিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ চরিত্র আমেরিকার ললাটে কলংকের তিলক এঁকে দিয়েছে।

ফ্যাসিষ্টরা নিজ রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে পররাজ্য গ্রাসের চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠে। আর এভাবেই সাম্রাজ্যবাদের নায়কের ভূমিকায় বুশ-ব্লেয়ার অবতীর্ণ হয়েছে। মুসোলিনী যে সময় ইতালীর সম্রাট ঠিক একই সময়ে জার্মানীর প্রেসিডেন্ট ছিলেন এডলফ হিটলার। উভয়ই চরম ফ্যাসিবাদ আর নাৎসীবাদের এপিঠ ওপিঠ। আজকের বুশ-ব্লেয়ার যেমন, ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও হিটলার-মুসোলিনী। হিটলার সে সময় ঘোষণা করেছিল, 'পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা জার্মানীকে পরাভূত করতে পারে' (No power on Earth can defeat us) *(মকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা, পৃঃ ২৬২)*। হিটলার আরো বলতেন, 'জার্মানীতে জার্মান ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না' (There are to be no more human beings in Germany, but only the Germans) *(তদেব, পৃঃ ২৫৩)*। অন্যদিকে একই সময় মুসোলিনী ঘোষণা করেন, 'ইতালী তার নিজ সীমানা পেরিয়ে তার রাজ্যকে সম্প্রসারণ করবে, না হয় ধ্বংস হয়ে যাবে'।

আজকের বুশ-ব্লেয়ার ঠিক সরাসরি সে কথা না বললেও কি হবে? গণতন্ত্রের সূতিকাগার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ সহ বহু প্রেসিডেন্ট অতীতেও তাদের আধিপত্য বিস্তার ও ব্যবসায়িক স্বার্থে অনেক দেশেই স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড, এমনকি সামরিক শাসক সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মদদ যুগিয়েছে। আমেরিকা এখন অন্যান্য দেশে শুধু তল্পিবাহক সৃষ্টিতেই সন্তুষ্ট নয়। রক্ষণশীলদের নতুন মতবাদের লক্ষ্য হ'ল সারা পৃথিবীকে আমেরিকার আদলে ঢেলে সাজানো। যার জন্য জোর করে সরকার পরিবর্তনও গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে। আমেরিকার বর্তমান আগ্রাসন অন্য দেশেও বিস্তৃত হ'তে পারে। এর নাম দেওয়া হয়েছে মার্কিনীকরণ। এ মতবাদের মূল কথা হ'ল "Might is Right". অর্থাৎ 'জোর যার মুল্লুক তার'। এ মতবাদের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব পড়বে ছোট ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলির উপর *(ঢাকাঃ প্রথম আলো, ২৮ মার্চ ২০০৩)*।

গ্যাস রপ্তানীর সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরাও সম্ভবত এ ঝুঁকির সম্মুখীন। বহুজাতিক তেল কোম্পানীগুলির সঙ্গে আমরা

অসম চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। তারা এখন তাদের স্বার্থে গ্যাস রপ্তানীর জন্য আমাদের উপর অযাচিত চাপ সৃষ্টি করছে। আমরা তাদের এ চাপের কাছে নতি স্বীকার না করলে তাদের পক্ষে আমাদের সরকার পরিবর্তনের জন্য আক্রমণ চালানোর কথা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ এক ভয়াবহ সম্ভাবনা *(তদেব, ১২ মার্চ ২০০৩)*।

ইরাকের তেল সম্পদই ইরাকের বিপদ ডেকে এনেছে। যেমনটি একদিন আমাদের সম্পদ ডেকে এনেছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দস্যুদের। এখানে একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দরী মেয়ের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে পাশের গ্রামের এক ধনীর সন্তানের। সে যে কোন প্রকারে হোক ঐ সুন্দরী মেয়েকে পেতে চায়। এ মেয়েই গোটা পরিবারের জন্য বিপদ ডেকে আনে। নানান অজুহাতে ধনীর সন্তান সেই মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধের সংসারকে তছনছ করে সুন্দরীকে নিয়ে সগর্বে প্রস্থান করে। প্রাণের ভয়ে পার্শ্ববর্তীরা কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে না।

আমরা এখন একবিংশ শতাব্দীর নানা প্রকার চ্যালেঞ্জের কথা শুনি। এই শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ আসলে যে সাম্রাজ্যবাদ বিজ্ঞ মানুষেরা সে কথা বলেন না। সাম্রাজ্যবাদ যে কেমন লোভী ও নৃশংস সে সত্যই উন্মোচিত হ'ল। ইরাকের অপরাধ সেখানে তেল আছে। তাই সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়া। সাম্রাজ্যবাদীরা বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে তথাকথিত বিশ্বগ্রামে পরিণত করেছে। কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্ট নয়, তার আরো চাই। এখন তাই সরাসরি আগ্রাসনে নেমেছে। আফগানিস্তান দখল করেছে, ইরাক দখল করল। পরবর্তী টার্গেট ইরান। বাংলাদেশের মাটির নীচেও সামান্য কিছু গ্যাস ও তেল রয়েছে। তার উপর ঐ নেকড়ের চোখ পড়েছে। আমাদের জন্যও বিপদ আছে *(তদেব, ২৮ মার্চ ২০০৩)*।

এখন নামে ও বেনামে অধিকাংশ দেশেই ৪র্থ যামানা অর্থাৎ জবরদখলদারী শাসকদের যামানা চলছে। গণতন্ত্রের নামে দলীয় স্বৈরাচার ও নেতৃত্বের লড়াই এখন ঘরে ঘরে ও অফিসের চার দেয়ালের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। ন্যায়নীতি ও ন্যায়বিচার সবকিছুই এ যুগে শক্তিমানদের একচ্ছত্র অধিকারে। জাহেলী যুগের গোত্রদ্বন্দ্ব এখন নগ্ন রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী যালেমদের জয় জয়কার চলছে, মাযলূম মানবতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে সর্বত্র। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ও গণতন্ত্রের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানবতা আজ ব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছে এক সর্বব্যাপী রেনেসাঁর দিকে। পূর্ণাঙ্গ সমাজ বিপ্লবের দিকে। একটি নির্ভেজাল আদর্শ ও তার নির্ভেজাল অনুসারীদের দিকে। সেই আদর্শ আর কিছুই নয় সে হ'ল ইসলাম *(ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, উদাত্ত আহ্বান, পৃঃ ১৪)*। আল্লাহ পাক আমাদের ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের উপর চলার তৌফীক দিন। আমীন!

মনীষী চরিত

বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব নাজদী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শায়খের সংস্কার আন্দোলনের নামঃ

মূলতঃ বিপ্লবী মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর সংস্কার আন্দোলনের নাম اَلدَّعْوَةُ السَّلَفِيَّةُ 'সালাফী দা'ওয়াত বা আন্দোলন'। আর এর অনুসারীদেরকে বলা হয় اَلسَّلَفِيُّوْنَ বা 'সালাফী'।[৪৬] কিন্তু শিরক-বিদ'আত মুক্ত অবিমিশ্র নির্ভেজাল তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলন থেকে লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য 'এটি ইসলামের প্রধান চার মাযহাব বিরোধী মাযহাব' এ ধোঁয়া তুলে তুর্কী ও ইউরোপীয় দোসররা এই আন্দোলনকে 'ওহাবী' আন্দোলন রূপে চিত্রিত করে।[৪৭] এ সম্পর্কে Religion in the Middle East গ্রন্থে যথার্থই বলা হয়েছে-

"The name Wahhabi was given to the followers of shaykh Muhammad b. Abd al-wahhab by Muslim opponents who feard the revolutionary power of his appeal.... Western writers long ago borrowed the name wahhabi and gave it currency...".[৪৮]

শুধু তাই নয় এ আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্যে একে চরম ইসলাম বিরোধী বলে প্রচারণা চালানো হয়েছে। এমনকি 'ওহাবী' শব্দটিকে ইতিহাসে একটা গালি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৪৯]

উল্লেখ্য, আরব দেশের নিয়মানুযায়ী পুত্রের নামের সাথে পিতার নাম যুক্ত থাকে। উল্লেখিত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার নাম মুহাম্মাদ। আর তাঁর পিতার নাম আব্দুল ওয়াহ্হাব। ইংরেজদের কারসাজিতে ছেলের পরিবর্তে বাপের নামেই ইতিহাস তৈরী হয়েছে।[৫০] তারা এ আন্দোলনের নাম

* বি,এ (সম্মান), ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৬. *ছালাহুদ্দীন মাকবূল আহমাদ, দা'ওয়াতু শায়খিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ওয়া আছারুহা ফিল হারাকা-তিল ইসলামিইয়া আল-মু'আছিরাহ (জোগাবাঈ, নয়াদিল্লীঃ মাজমাউল বুহূছ আল-ইলমিইয়া আল-ইসলামিইয়া, ১৪১২ হিঃ/১৯৯২ খৃঃ), পৃঃ ৫১।*

৪৭. *তদেব; ওহাবী আন্দোলন, পৃঃ ৭৯।*

৪৮. *Religion in the Middle East, Edited by: A.J. Arberry (London: Cambridge University press, 1976), Vol. 2, P. 270.*

৪৯. *আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০০), পৃঃ ২৩৩।*

৫০. *গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস (বর্ধমানঃ বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ৮ম মুদ্রণঃ ২০০০), পৃঃ ২০৯।*

দিয়েছে 'ওহাবী'। এটা আরবী ব্যাকরণের নিয়মেরও বিপরীত। কারণ আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী যদি এ আন্দোলনকে এর প্রতিষ্ঠাতার দিকে সম্পৃক্ত করা হয় তবে এ আন্দোলনের নাম দাঁড়ায় 'মুহাম্মাদী'। বলা বাহুল্য যে, পৃথিবীতে 'ওহাবী আন্দোলন' বলে কোন আন্দোলনের অস্তিত্ব নেই। এটা ইংরেজদের একটা অপপ্রচার মাত্র। সুতরাং এ সংক্রান্ত গোলকধাঁধা দূর হওয়া অত্যাবশ্যক।

আন্দোলনের উদ্দেশ্যঃ

শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার বর্জিত প্রথম যুগের স্বচ্ছ, নির্মল ও নির্ভেজাল ইসলাম ফিরিয়ে আনা এবং একটি ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত 'সালাফী আন্দোলন'-এর উদ্দেশ্য।[৫১]

এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমেরিকান ঐতিহাসিক Lothrop Stoddard বলেন, 'ওহাবী আন্দোলন একটি অনাবিল সংস্কার আন্দোলন ব্যতীত আর কিছুই নয়। অলৌকিকতার সংশোধন, সকল প্রকার সন্দেহ ও কুসংস্কারের নিরসন, কুরআনের মধ্যযুগীয় প্রক্ষিপ্ত তাফসীর ও নবাবিষ্কৃত টীকা-টিপ্পনীর প্রতিবাদ, বিদ'আত ও ওলীগণের পূজার নিবৃত্তি সাধন এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। মোটকথা উহা ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা এবং তার সারাংশের দিকে প্রত্যাবর্তনের নাম'।[৫২]

জার্মান ঐতিহাসিক Hanskohn বলেন, "The Wahabi movement is in every sense a return to the original principles of Islam. It tought to keep away heathen abuses and introduce pure monotheism. It proved a stimulating and vitalising force amongst Mahomedans and it aimed not only to the establishment of theocratic Mahomedan states reverting to the earliest tradition of the Islam, but at the sametime it was hostile to European influences".

অর্থাৎ 'সকল দিক দিয়ে ইসলামের মৌলিক নীতি সমূহের দিকে প্রত্যাবর্তনের নাম হচ্ছে ওহাবী আন্দোলন। ইহা শিরকের পাপকে বর্জন করে অবিমিশ্র তাওহীদ বলবৎ করতে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এ আন্দোলন মুসলমানদেরকে শক্তিসম্পন্ন ও সঞ্জীবিত করে তোলার প্রেরণা স্বরূপ প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের সনাতন ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি ধর্মীয় রাজত্ব গঠন করাই এই আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, পক্ষান্তরে ইহা ইউরোপীয় প্রভাবের প্রতিও বিদ্বিষ্ট ছিল'।[৫৩]

'উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার দিক থেকে এ আন্দোলন সপ্তম শতাব্দীতে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের সাথে এমন সাদৃশ্যমূলক যে, কেউ কেউ একে ইসলামের দ্বিতীয় আবির্ভাব বলে বিবেচনা করে'।[৫৪]

আন্দোলনের উৎসঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) স্বীয় দা'ওয়াতী কার্যক্রম ও সমাজ সংস্কারে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসের উপর নির্ভর করেছেন। যথাঃ

১. কুরআন মাজীদ (২) হাদীছে নববী (৩) ছাহাবী, তাবেঈ ও তৎপরবর্তী পুণ্যাত্মা বিশেষ করে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া ও হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়া (রহঃ) এর আছার-এর উপর।[৫৫]

শায়খ-এর আন্দোলনে ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ)-এর প্রভাবঃ

হিজরী দ্বাদশ শতকে মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর সংস্কার আন্দোলন ছিল ৭ম ও ৮ম শতকে প্রকাশিত ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ)-এর দা'ওয়াতের সম্প্রসারিত রূপ। আক্বায়েদ ও আহকাম বিষয়ক ইসলামের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য হওয়ায় তিনি ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ)-এর দ্বারা প্রভাবিত হন। এ সম্পর্কে মুহাম্মাদ যিয়াউদ্দীন রীস বলেন-

وإبن تيمية هوالاستاذ المباشرلابن عبد الوهاب، وإن فصل بينهما أربعة قرون- فقد قرأ كتبه، وتأثر كل التأثربتعاليمه-

অর্থাৎ 'ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর প্রত্যক্ষ শিক্ষক। যদিও উভয়ের মাঝে চার যুগের ব্যবধান। তিনি ইমাম ইবনু তাইমিয়ার গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর শিক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হন'।[৫৬]

Incyclopaedia Britannica-তে বলা হয়েছে, "The teaching of Ul-Wahhab was founded on that of Ibn Taimyya". অর্থাৎ 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব

---

৫১. দা'ওয়াতু শায়খিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, পৃঃ ৫০; হাকীকাতু দা'ওয়াতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব, পৃঃ ২২।

৫২. হাযেরুল আলাম আল-ইসলামী ১/২৬৪ পৃঃ।

৫৩. মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, ঢাকা, ৩য় বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা, যুলক্বা'দা ও যুলহিজ্জা ১৩৭১ হিঃ, পৃঃ ৩৮২।

৫৪. ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, মূলঃ Middle East Past and Present, মুহাম্মাদ ইনাম-উল-হক অনূদিত (ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০), পৃঃ ২৬০।

৫৫. ডঃ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ সালমান, প্রবন্ধঃ হাকীকাতু দা'ওয়াতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ওয়া আছারুহা ফিল আলামিল ইসলামী, মাজাল্লাতুল বুহুছ আল-ইসলামিইয়া, দারুল ইফতা, রিয়ায, সঊদী আরব, ২১তম সংখ্যা, রবীউল আউয়াল-জামাদিউল আখেরাহ ১৪০৮ হিঃ, পৃঃ ১২৭-১২৮।

৫৬. দা'ওয়াতু শায়খিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, পৃঃ ৫১, ৫৩।

(রহঃ)-এর শিক্ষা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)-এর শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল'।[৫৭]

মিসরীয় পণ্ডিত শায়খ আবূ যুহরা বলেন, 'তিনি ইমাম ইবনু তাইমিয়ার রচনাবলী অধ্যয়ন করেন। ফলে তাঁর চিন্তাধারা পরিচ্ছন্ন হয় এবং তিনি সেসব রচনাবলীর গভীরে প্রবেশ করে সেগুলিকে চিন্তাধারার পরিমণ্ডল (حيز النظر) থেকে বের করে বাস্তব আমলের পরিমণ্ডলে (حيز العمل) নিয়ে আসেন'।[৫৮]

আরেকজন মিসরীয় পণ্ডিত আহমাদ আমীন তাঁর বিখ্যাত زُعَمَاءُ الْاِصْلَاحِ গ্রন্থে বলেন- فكان إمامه، ومرشده، وباعث تفكيره، والموحى إليه بالاجتهاد، والدعوة إلى الاصلاح-

অর্থাৎ 'ইমাম ইবনু তাইমিয়া মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব-এর ইমাম, পথনির্দেশক, তাঁর চিন্তাধারার উদ্দীপক এবং ইজতিহাদ ও সমাজ সংস্কারের আহ্বানের অনুপ্রেরণাদাতা ছিলেন'।[৫৯]

ফ্রান্সের জনৈক পণ্ডিত আধুনিক ভাষাশৈলীর মাধ্যমে ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর মধ্যে এভাবে সম্পর্ক নির্দেশ করেছেন, 'ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) ভূমিতে মাইন স্থাপন করে গেছেন। উহার কিয়দংশ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব বিস্ফোরণ করেন এবং কিয়দংশ এখনো অবিস্ফোরিত রয়ে গেছে'।[৬০]

আন্দোলনের বিস্তৃতিঃ

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) প্রবর্তিত 'সালাফী আন্দোলন' নাজদের গণ্ডি পেরিয়ে ইসলামী বিশ্বে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। ক্রমেই তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দাঈগণ এ আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হন। আয-যিরাকলী তাঁর اَلْاَعْلَامُ গ্রন্থে বলেন-

وكانت دعوته الشعلة الاولى لليقظة الحديثة فى العالم الإسلامى كله، تأثربها رجال الاصلاح، فى الهند، ومصر، والعراق، والشام، وغيرها-

'সমগ্র ইসলামী বিশ্বে আধুনিক নবজাগরণের জন্য তাঁর দা'ওয়াত ছিল প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। উহার দ্বারা ভারত, মিসর, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানের সংস্কারকগণ প্রভাবিত হন'।[৬১]

আবদুল করীম আল-খাতীব বলেন,

والذى لاشك فيه، أن الدعوة الوهابية، كانت أشبه بالقذيفة الصارخة، تنفجرفى جوف الليل والناس نيام- كانت صوتا راعدا أيقظ المجتمع الإسلامى كله، وأزعج طائرالنوم المحوم على أوطانهم منذ أمد بعيدا-

'নিঃসন্দেহে ওহাবী আন্দোলন গভীর রাতে মানুষ নিদ্রামগ্ন থাকা অবস্থায় ক্ষেপণাস্ত্র বিস্ফোরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ আন্দোলন ছিল প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি, যা সমগ্র ইসলামী সমাজকে জাগিয়ে দেয় এবং দীর্ঘদিন ধরে তাদের দেশে ভর করা ঘুমের উড়ন্ত পাখিকে উত্তেজিত করে তোলে'।[৬২]

এ সংস্কার আন্দোলন ইয়ামন, কাতার, বাহরাইন, আম্মানের উত্তর-দক্ষিণ অঞ্চল, ইরাক, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়ার সুমেত্রা দ্বীপ, তুরস্ক, চীনের ফালেসূ যেলা, মিসর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, সূদান, আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চল, নাইজেরিয়া প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।[৬৩] এ আন্দোলনের প্রভাবে ভারতে সৈয়দ আহমাদ শহীদের নেতৃত্বে মুজাহিদ আন্দোলন, বাংলাদেশে হাজী শরীয়তুল্লাহ্র নেতৃত্বে 'ফারায়েযী আন্দোলন', চীনে 'ইখওয়ান' আন্দোলন, মিসরে 'জামঈইয়াতু আনছারিস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়া' আন্দোলন, লিবিয়ায় সনৌসী আন্দোলন, আলজেরিয়ায় 'জামঈইয়াতুল ওলামা আল-মুসলিমীন আল-জাযায়েরিইয়ীন' আন্দোলন, সূদানে 'মাহদী আন্দোলন' (الحركة المهدية),[৬৪] সূদান থেকে নাইজেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার ফুলানী আন্দোলন, ইন্দোনেশিয়ার পাদুর ও মুহাম্মাদিয়া আন্দোলন, সিরিয়ার সালাফী আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে।[৬৫]

মোদ্দাকথা, হিজরী ত্রয়োদশ শতকে আরব বিশ্ব, ভারত, আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানে যেসব সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর সংস্কার আন্দোলনের কাছে চির ঋণী একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।[৬৬]

---

৫৭. *Encyclopaedia Britannica, vol. 28. p. 245. গৃহীতঃ মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮৩।*

৫৮. *মুহাম্মাদ আহমাদ আবূ যুহরা, আল-মাযাহিবুল ইসলামিইয়া (মিসরঃ ওযারাতুত তারবিয়াহ ওয়াত-তা'লীম, তাবি), পৃঃ ৩৫১।*

৫৯. *দা'ওয়াতু শায়খিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, পৃঃ ৫৩।*

৬০. *তদেব, পৃঃ ৫৪।*

৬১. *আহমাদ বিন হাজার, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাবঃ আকীদাতুহু আস-সালাফিইয়া ওয়া দা'ওয়াতুহু আল-ইছলাহিইয়া ওয়া ছানাউল ওলামা আলাইহে, পৃঃ ৯৮।*

৬২. *তদেব, পৃঃ ১০১।*

৬৩. *মাজাল্লাতুল বুহূছ আল-ইসলামিইয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৩-১৪৯।*

৬৪. *হাকীকাতু দা'ওয়াতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব, পৃঃ ৪৫-৫২।*

৬৫. *Dr. Muin-ud-din Ahmad khan, Article: "Religious Reform Movements of the Muslims" History of Bangladesh, Vol-3, Social and Cultural History, Edited by: Sirajul Islam (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1992), P. 280.*

৬৬. *দা'ওয়াতু শায়খিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, পৃঃ ৫৫।*

পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন বিস্তৃতির উল্লেখযোগ্য কারণঃ

১. দা'ওয়াতের প্রকৃতি ও এর মূলনীতিগুলির সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যশীলতা।

২. মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর ঈমানী শক্তি এবং আন্দোলন প্রচার-প্রসারে তাঁর অমিত ত্যাগ ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা।

৩. আন্দোলনের রাজনৈতিক শক্তি অর্থাৎ এ আন্দোলনকে সফলতার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছাতে আলে সঊদের জান-মাল কুরবান।

৪. এ আন্দোলন প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আন্দোলনের দাঈগণের কর্মপ্রচেষ্টা।

৫. হজ্জ মওসূমে আন্দোলনের মূলনীতি প্রচার।

৬. ব্যক্তিগতভাবে এ আন্দোলনের অনুসারীদের সাথে অন্যদের অথবা সঊদী আরবের সাথে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক এ আন্দোলন প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করে।[৬৭]

আন্দোলনের ফলাফলঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) প্রবর্তিত 'সালাফী আন্দোলন' ছিল সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন। এ আন্দোলনের ফলে নাজদ থেকে শিরক-বিদ'আত সমূলে উৎপাটিত হয়ে সেখানে নির্ভেজাল তাওহীদের মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হয়। মানুষ আবার কুরআন-সুন্নাহ্র সহজ-সরল পথে ফিরে আসে। তাওহীদের ঝলমল আলোয় উদ্ভাসিত হয় তাদের চিন্তা-চেতনা। শায়খের দা'ওয়াতের পূর্বে নাজদবাসীরা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত ছিল। শায়খের দা'ওয়াত তাদেরকে কুরআন-সুন্নাহ্র অনুসারী এক শাসকের পতাকা তলে সমবেত করে। তারা এমন মূর্খ ও নির্বোধ ছিল যে, গাছপালা ও গুহার শক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। শায়খ তাদের মাঝে তাওহীদের দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসারের ফলে এসব ভ্রান্ত আক্বীদাহ বিদূরিত হয়। কালক্রমে 'দিরঈইয়াহ' নগরী পরিণত হয় জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে। নাজদ, ইয়ামন, হেজায, আরব উপসাগর প্রভৃতি স্থান থেকে সেখানে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসে। সেখানকার সকল শ্রেণীর মাঝে দ্বীনের জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি ঐতিহাসিকরা বলছেন, أصبح الراعى يرعى المواشى فى الفيافى، ولوح التعليم فى عنقه– অর্থাৎ 'মরুভূমিতে রাখাল গবাদিপশু চরানো অবস্থায় তার কাধে পড়ার স্লেট বহন করতে থাকে'।

৬৭. *মাজাল্লাতুল বুহূছ আল-ইসলামিইয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪১-১৪২।*

নাজদের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা-নিরাপত্তা ফিরে আসে। এমনকি পথচারী ও আরোহী ব্যক্তিগণ অঢেল সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘ সফরে রাত-দিন পথ পাড়ি দিলেও তাদের সম্পদ ছিনতাইয়ের কোন ভয় থাকত না।[৬৮] আল্লামা শাওকানী (রহঃ) তাইতো বলেছেন-

لقد اشرقت نجد بنور ضيائه × وقام مقامات الهدى بالدلائل

অর্থাৎ 'তাঁর দা'ওয়াতের আলোতে নাজদ আলোকিত হয়ে উঠল এবং তিনি দলীল-প্রমাণসহ হেদায়াতের পথে দণ্ডায়মান হ'লেন'।[৬৯]

তাঁর দা'ওয়াত ও সমাজ সংস্কারের ফলে আলে সঊদের নেতৃত্বে সঊদী আরবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭০] তাঁর আন্দোলনের ফলেই বর্তমান সঊদী আরবে মৌলিক ইসলামী নীতি বিরোধী কোন কার্যকলাপ মোটেই নেই।[৭১]

শায়খের চিন্তাধারা ও আক্বীদাঃ

১. শায়খ ফিক্বহের ব্যবহারিক বিষয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর অনুসরণ করতেন। কিন্তু হাম্বলী মাযহাবের বিরুদ্ধে কোন ছহীহ হাদীছ পেলে হাদীছের উপর আমল করা হ'তে তাঁকে কোন শক্তিই বিরত রাখতে পারত না। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন-

إذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها ولا نقدم عليها قول احد كائنا من كان–

অর্থাৎ 'যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন বিশুদ্ধ সুন্নাহ আমাদের নিকট প্রতিপন্ন হয়ে যায়, তবে আমরা তারই অনুসরণ করে থাকি এবং তার উপর অন্য কারো মতামতকে অগ্রাধিকার দেই না'।[৭২] এ উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি কারো তাক্বলীদ করতেন না; বরং দলীলের ভিত্তিতে যা প্রমাণিত হ'ত তাই গ্রহণ করতেন।

২. শায়খ এটা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলমানদের মূল ইসলাম থেকে বিচ্যুতির কারণ হ'ল কুরআন-সুন্নাহ বিমুখ হয়ে পরবর্তী আলেমগণের গ্রন্থসমূহ নিয়ে ব্যস্ত থাকা।[৭৩] এজন্য ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদ ধ্বংসের পর দীর্ঘদিন ইজতিহাদের দ্বার অবরুদ্ধ থাকার পর পুনরায় সে দ্বার উন্মুক্ত করার তিনি উদাত্ত আহ্বান

৬৮. *আহমাদ বিন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫-৭৬।*
৬৯. *তদেব, পৃঃ ৮৪।*
৭০. *মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম, পৃঃ ৮১।*
৭১. *দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ, ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশঃ জুন ১৯৯৫), পৃঃ ৪৮।*
৭২. *মাসঊদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১।*
৭৩. *হাকীকাতু দা'ওয়াতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব, পৃঃ ৩৬।*

জানান।[৭৪] এ সম্পর্কে 'ওহাবী আন্দোলন' গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'তিনি ছিলেন ইজতিহাদের প্রধান সমর্থক। কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা বা নির্দেশের প্রত্যক্ষ বিপরীত বা পরিপন্থী না হ'লে যুগ ও পরিবেশের কারণোদ্ভূত সমস্যার সমাধান ইজতিহাদের বলে হওয়া উচিত, এ প্রত্যয়ে তিনি সুদৃঢ় ছিলেন'।[৭৫]

৩. তিনি কিতাব-সুন্নাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের আবশ্যকতা এবং স্পষ্ট দলীল ব্যতীত আক্বীদাগত কোন বিষয় গ্রহণ না করার আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৪. দলীল বুঝা ও গ্রহণের ব্যাপারে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের রীতি-নীতির উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

৫. ইসলামের প্রথম যুগের নির্ভেজাল ও নিষ্কলুষ তাওহীদ বুঝার জন্য তিনি মুসলমানদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানান।

৬. আল্লাহ্র পবিত্র নাম ও গুণাবলীকে কোনরূপ সাদৃশ্য প্রদান (تمثيل), ধরণ বা প্রকৃতি নির্ণয় (تكييف) ও অপব্যাখ্যা (تأويل) ছাড়াই আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ) যেভাবে সাব্যস্ত করেছেন সেভাবেই সাব্যস্ত করা।

৭. 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং ত্বাগূত্ব থেকে বিরত থাক' *(নাহল ৩৬)*। তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়ার এ মর্মকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা।

৮. জিহাদের আবশ্যকতাকে পুনরুজ্জীবিত করা।[৭৬]

৯. শায়খের দৃষ্টিতে দ্বীনের মধ্যে নবাবিষ্কৃত বস্তুই বিদ'আত। যেমন- আযানের পর উচ্চৈঃস্বরে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা, ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করা, রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানের (جاه النبى) দ্বারা অসীলা গ্রহণ করা অথবা তাঁর নামে কসম করা ইত্যাদি।[৭৭]

১০. তিনি কবর পাকা করা, উহাকে বস্ত্রাবৃত করা, আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ'আত থেকে বিরত থাকার উদাত্ত আহ্বান জানান।[৭৮]

১১. শিরক-বিদ'আত বিবর্জিত নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

মোদ্দাকথা, শায়খ-এর আক্বীদা ছিল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা। তিনি কুরআন-সুন্নাহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণকে হারাম জ্ঞান করতেন। আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াতগুলিকে উহার প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতেন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন-

وطريقتنا طريقة السلف وهى انا نقر آيات الصفات واحاديثها على ظاهرها-

অর্থাৎ 'আমাদের পথ হচ্ছে সালাফে ছালেহীনের পথ। আর তা হচ্ছে আমরা আল্লাহ্র গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছগুলিকে উহার প্রকাশ্য অর্থে স্বীকৃতি দেই'।[৭৯]

জ্ঞান-গরিমা ও গুণাবলীঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) ছিলেন সুন্নাহ্র পুরুজ্জীবন দানকারী, বিদ'আত নাশকারী (قامع البدعة), তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ, নাহু, ছরফ, ইলমে বায়ান, ইসলামী আক্বায়েদ প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, বিনয়ী, আলেমগণের সম্মানকারী। ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থীদেরকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তাদের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। তাওহীদ, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, উছূলে ফিক্বহ প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি প্রত্যেক দিন একাধিক দরসে বসতেন। সর্বদা ইবাদত-বন্দেগী ও যিকর-আযকারে ব্যস্ত থাকতেন।[৮০] এককথায় একজন মুত্তাক্বী বান্দার মধ্যে যেসব গুণাবলী বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, তার সবগুলিই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

রচনাবলীঃ

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) কেবল একজন দাঈ, সমাজ সংস্কারক, আলেমে দ্বীন, শিক্ষক ছিলেন তাই নয়; বরং একজন লেখকও ছিলেন। আক্বীদা, তাফসীর, হাদীছ, তাওহীদ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হ'লঃ

কিতাবুত তাওহীদ, আত-ত্বাগূত্বঃ মা'নাহু ওয়া রুউসু আনওয়ায়িহি, ফাযলুল ইসলাম, কিতাবুল কাবায়ির, কাশফুশ শুবহাত, মাসায়িলুল জাহিলিইয়া, আন-নেফাক্বঃ আকসামুহু ওয়া ছিফাতুল মুমিনীন, নাওয়াকিযুল ইসলাম, আহকামুর রিদ্দাহ, আদাবুল মাশয়ি ইলাছ-ছালাত, আছ-ছালাতঃ শুরূতুহা ওয়া আরকানুহা ওয়া ওয়াজিবাতুহা, মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ) প্রভৃতি।[৮১]

---

৭৪. আল-মাওসূ'আতুল মুয়াস্সারাহ, পৃঃ ২৭৬।
৭৫. ওহাবী আন্দোলন, পৃঃ ৮১।
৭৬. আল-মাওসূ'আত আল-মুয়াস্সারাহ, পৃঃ ২৭৬।
৭৭. মাজাল্লাতুল বুহূছ আল-ইসলামিইয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪।
৭৮. আল-মাওসূ'আত আল-মুয়াস্সারাহ, পৃঃ ২৭৬।
৭৯. মিন মাশাহীরিল মুজাদ্দিদীন ফিল ইসলাম, পৃঃ ৭৮।
৮০. আহমাদ বিন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।
৮১. ডঃ আহমাদ মুহাম্মাদ আয-যুবাইব, আছারুশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রিয়াযঃ আল-মাতাবিউল আহলিইয়া লিল-অফসেত, ১৩৯৭ হিঃ/১৯৭৭ খৃঃ), পৃঃ ৩৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫৩, ৫৬, ৫৮, ১১১, ১১৪, ১৫৫।

ইন্তেকালঃ

দীর্ঘ ৫০ বৎসরব্যাপী সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার পর ১২০৬ হিজরীর ২৯ শাওয়াল মোতাবেক ১৭৯২ খৃষ্টব্দে[৮২] পঁচানব্বই বছর বয়সে শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব ইন্তেকাল করেন।[৮৩]

তাঁর মৃত্যুতে অনেকে মর্মস্পর্শী শোকগাঁথা রচনা করেছেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এক শোকগাঁথায় বলেন-

لقدمات طودالعلم قطب رحى العلا × ومركز ادوار الفحول الافاضل

وماتت علوم الدين طرا بموته × وغيب وجه الحق تحت الجنادل

অনুবাদঃ ইলমের উচ্চ পর্বত, পেষণযন্ত্রের মেরু এবং জ্ঞানী-গুণীদের আবর্তনের কেন্দ্র মারা গেছে। তাঁর মৃত্যুতে দ্বীনের যাবতীয় ইলম মরে গেছে এবং প্রস্তরের নীচে সত্যের চেহারা মুবারক অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অনুরূপভাবে ঐতিহাসিক ইবনু গান্নাম বলেন-

لقد كسفت شمس المعارف والهدى × فسالت دماء فى الخدود وأدمع

إمام اصيب الناس طرا بفقده × وطاف بهم خطب من البين موجع

وأظلم ارجاء البلاد بموته × وحل بهم كرب من الحزن مفظع

অনুবাদঃ (তাঁর মৃত্যুতে) জ্ঞান ও হেদায়াতের সূর্য যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। তাই অঝোর ধারায় গাল বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি এমন নেতা যাঁকে হারানোর বেদনা সকল মানুষ অনুভব করেছে এবং তাঁকে হারানোর বেদনা যেন তাদেরকে আবর্তন করছে। তাঁর মৃত্যুতে নগরী যেন অন্ধকার হয়ে গেছে এবং তাদের উপর বিপদের বীভৎসতা নেমে এসেছে।[৮৪]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিম উম্মাহ্র এক দুঃসন্ধিক্ষণে মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) নিখাদ তাওহীদের মর্মে উজ্জীবিত হয়ে যাবতীয় শিরক-বিদ'আত পরিহার করে কুরআন-সুন্নাহ্র সহজ-সরল পথে ফিরে আসার জন্য মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানান। এ সম্পর্কে Worldmark Encyclopedia of the Nation's গ্রন্থে যথার্থই বলা হয়েছে, "He urged a return to the true faith of the prophet in a period when idolatry and laxity of morals were rampant".[৮৫] কবরপূজা, পীরপূজার নামে সমাজে যেসব গর্হিত প্রথা প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে তিনি দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। এসবের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন। Everymans Encyclopaedia গ্রন্থে বলা হয়েছে- "Ibn Abd al-Wahhab was no exception; anything remotely resembling the worship of saints was condemned".[৮৬]

একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতই প্রকৃত ইবাদত (Only the worship of God was true worship)[৮৭] এ মন্ত্রে তিনি ছিলেন সদা উজ্জীবিত।

সমাজ সংস্কারের দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথের তিনি ছিলেন এক অতন্দ্র প্রহরী। ইস্পাত কঠিন ঈমানী দৃঢ়তা ও হিমাদ্রির ন্যায় আকাশছোঁয়া অবিচলতার মাধ্যমে এ দুর্গম পথের শত বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে তিনি সমাজে তাওহীদের মর্মবাণী প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। অথচ এমন একজন তাওহীদবাদী সমাজ সংস্কারককে একশ্রেণীর মুসলমান মাযহাবী গোঁড়ামীবশতঃ কাফের, বিদ'আতী, ফাসেক (?) ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে থাকেন। সুযোগ পেলেই তারা শিরক-বিদ'আতমুক্ত অবিমিশ্র নির্ভেজাল তাওহীদী আন্দোলনকে 'ওহাবী' বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে জনসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। তারা নাজদের নাম শুনলে নাক সিটকায়। বুখারী শরীফের একটি হাদীছের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন না করা এর অন্যতম কারণ। হাদীছটি হচ্ছে- একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলেন যে, হে আল্লাহ! আমাদের সিরিয়ায় বরকত নাযিল কর, আমাদের ইয়ামনে বরকত নাযিল কর। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের নাজদে? তিনি পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের সিরিয়ায় বরকত নাযিল কর, আমাদের ইয়ামনে বরকত নাযিল কর। ছাহাবায়ে কেরাম আবার বললেন, আমাদের নাজদে? বর্ণনাকারী (আবদুল্লাহ বিন ওমর) বলেন, আমার ধারণা তিনি তৃতীয়বার বলেছিলেন, هناك الزلازل والفتن وبها يطلعُ قرنُ الشيطان، 'তথায় ভূমিকম্প হবে, ফিতনার সৃষ্টি হবে এবং শয়তানের শক্তি সঞ্চয়ের উপকরণ প্রকাশিত হবে, যেখানে শয়তান পরাক্রান্ত হয়ে উঠবে'।[৮৮]

উল্লেখ্য, ইমাম বুখারী 'ফিতান' অধ্যায়ের 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তিঃ পূর্ব দিক হ'তে ফিতনার সৃষ্টি হবে' শীর্ষক অনুচ্ছেদে পরপর তিনটি হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন। প্রথম হাদীছে (নং ৭০৯২) এসেছে, তিনি মসজিদে নববীর

---

৮২. *George Rentz, Article: "Wahhabism and Saudi Arabia" The Arabian Peninsula Society and Politics, Edited by: Derek Hopwood (London: George Allen and Unwin LTD, 1972), P. 58.*

৮৩. *মুহাম্মাদ রিযা নাজল, কিতাবু আদওয়ারি ইলমিল ফিক্বহ ওয়া আতওয়ারিহি (বৈরুতঃ দারুয যাহরা, ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৯ খৃঃ) পৃঃ ২৪১; হাযেরুল আলাম আল-ইসলামী ৪/১৬২ পৃঃ; মাসউদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।*

৮৪. *আহমাদ বিন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৪, ৮৫।*

৮৫. *Worldmark Encyclopedia of the Nation's, Asia and Australasia (New York: Worldmark press, INC, 1965), P. 294.*

৮৬. *Everyman's Encyclopaedia (London: J.M. Dent and Sons LTD, 5th edition 1967), Vol. 1, P. 354.*

৮৭. *Worldmark Encyclopedia of the Nation's, P. 294.*

৮৮. *বুখারী হা/৭০৯৪ 'ফিতান' অধ্যায়, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তিঃ পূর্ব দিক হ'তে ফিতনার সৃষ্টি হবে' অনুচ্ছেদ।*

মিম্বরের পার্শ্বে (إلى جنب المنبر) দাঁড়িয়ে বললেন, ঐ দিক হ'তে ফেতনার সৃষ্টি হবে (দু'বার), যেখানে শয়তানের শক্তি সঞ্চয়ের উপকরণ প্রকাশিত হবে'। অন্য হাদীছে এসেছে, মিম্বরের উপর (على المنبر)।[৮৯] দ্বিতীয় হাদীছটি (নং ৭০৯৩) আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে পূর্ব দিকে মুখ করে (مستقبل المشرق) বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, 'সাবধান! ফিতনা (পূর্ব দিক হ'তে) সৃষ্টি হবে, যেখান থেকে শয়তানের শক্তি সঞ্চয়ের উপকরণ প্রকাশিত হবে'। মুসলিম শরীফেও পূর্ব দিকে মুখ করে (مستقبل المشرق) কথাটি এসেছে।[৯০]

সুতরাং উল্লেখিত হাদীছগুলি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, যে নাজদ হ'তে প্রথম ফিতনার উদ্ভব ঘটবে তা মদীনার পূর্ব দিকে ইরাকে অবস্থিত। আল্লামা খাত্তাবী বলেছেন, نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهى مشرق اهل المدينة– 'পূর্ব দিকের নাজদ। যারা মদীনার অধিবাসী তাদের 'নাজদ' (উচ্চ ভূমি বা মালভূমি) হ'ল ইরাক ও উহার পার্শ্ববর্তী মরুভূমি। আর তা হ'ল মদীনাবাসীদের পূর্ব দিক'।[৯১]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, সে সময় পূর্বাঞ্চলের লোক কাফের ছিল। তাই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ফিতনা সেই দিক থেকেই সৃষ্টি হবে। তিনি যেমনটি বলেছেন পরবর্তীতে তেমনটিই সংঘটিত হয়েছে। কারণ ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল তার গভর্ণরদের উপর (জনগণের) অপবাদ বা দোষারোপ। তাদের দোষ প্রকাশিত হওয়ার পরও তাদেরকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য ওছমান (রাঃ)-কে জনগণ দোষারোপ করে। ফলে ইসলামের প্রথম ফিতনা ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার সূচনা প্রথম ইরাক থেকেই হয়েছিল। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হয়, যা শয়তানকে আনন্দে উদ্বেল করে তোলে। অনুরূপভাবে পূর্ব দিক থেকেই বিদ'আতের সূচনা হয়।[৯২]

পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, হাদীছে উল্লেখিত নাজদ মদীনার পূর্ব দিকে ইরাকে অবস্থিত। এরপরেও কি আমাদের নাক সিটকানি বন্ধ হবে না?

(সমাপ্ত)

৮৯. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, প্রথম সংস্করণঃ ১৪১০ হিঃ/১৯৮৯ খৃঃ), ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৫৭, হা/৭০৯২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

৯০. *তদেব।*

৯১. *তদেব, ১৩/৫৮ পৃঃ, হা/৭০৯৪-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

৯২. *তদেব, ১৩/৫৮ ও ১৬ পৃঃ; হা/৭০৯৪ ও ৭০৬০-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, 'ফিতান' অধ্যায়।*

নবীনদের পাতা

সমাজের নীল দর্পণ

*গোলাম কিবরিয়া**

সময় তার ঘণ্টা বাজায়। কিন্তু আমরা পার্থিব কাজে এতটাই ব্যস্ত থাকি যে, আমাদের কর্ণকুহরে যেন সে ঘণ্টাধ্বনি পৌঁছতে চায় না। সময়ের এ ত্রি-সীমানায় কত যে ঘটনা আমাদের এ ব্যস্ত জীবনে ঘটে তার কোন ইয়ত্তা নেই। আমরা যদি আমাদের সমাজের ভিতরের স্বরূপটা গভীর মনোনিবেশে একবার অবলোকন করি তাহ'লে তাতে কতটা আবর্জনা জমেছে, তা যৎকিঞ্চিত হ'লেও অনুমান করতে সক্ষম হব। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে বর্তমান সমাজের কিছু ইসলাম বিরোধী চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লহ।

আজ দেখা যায় সন্তান স্বীয় পিতাকে সালাম প্রদান করে না। শিক্ষককে দেখে ছাত্র নিজেকে আড়াল করে নেয়। যুবতী মেয়ে অপরিচিত তরুণকে নিয়ে দ্বিধাহীনভাবে জমিয়ে গল্প করে। বর্তমানে যে যেভাবে পারছে জাতীয় সম্পদ লুট করে বড়লোক হচ্ছে। দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে। জাতীয় দৈনিকের প্রধান শিরোনাম দখল করেছে আজ 'সন্ত্রাস'।

আজকাল সত্য কথা বললে প্রাণপ্রিয় বন্ধুও শত্রুতে পরিণত হয়। আত্মবিশ্বাসই এখন আত্মবিশ্বাস ভঙ্গের মূল কারণ। একজন মুসলমানের দিনের শুরু যেখানে মহান আল্লাহ্র স্মরণের মাধ্যমে হওয়া উচিত, সেখানে বিজাতীয় সংস্কৃতির তীব্র ঝংকারে আমরা আমাদের দিবসের সূচনা করি। ছালাত ও তেলাওয়াতের পরিবর্তে আমরা 'বেড টি'-র মত নোংরা প্রথার প্রচলন করেছি। আজকাল গরীব-নিঃস্বরা দু'বেলা খেতে পায় না। সম্পদশালীরা তাদের মালের যাকাত আদায় করে না। বিত্তশালীরা আকাশচুম্বী ইমারত তৈরির প্রতিযোগিতায় মহাব্যস্ত। সমাজে ঘুষের প্রবণতা যারপর নেই বৃদ্ধি পেয়েছে। গরীবের মাল শোষণ করা ব্যতীত ঘুষ খোরের উদর পূর্তি হয় না। আজ ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াগুলি বিশ্বময় অশ্লীলতার সয়লাব করে চলেছে। অধুনা মিডিয়াগুলির প্রায় সবগুলিই ইসলাম বিদ্বেষীদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তারা বাধাহীনভাবে যা খুশী তাই প্রচার করে যাচ্ছে। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে মিডিয়াগুলিও গভীর অশ্লীলতায় মেতে উঠে। আজ পাপ করতে মানুষের হৃদয় সামান্যতম প্রকম্পিত হয় না। অবিরাম পাপে ডুবে থাকার কারণে মানুষ পাপ-পুণ্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না।

রাজধানী ঢাকার দিকে একটু দৃষ্টি ফিরাই। সেখানে প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষ খুন হচ্ছে। মানুষ ও পাখি হত্যার মধ্যে

* গ্রামঃ চাটাইডুবী, পোঃ ইসলামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

যেন কোন পার্থক্য নেই। চাঁদাবাজী, ছিনতাই, অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস, দখল সন্ত্রাস ইত্যাদি হাযারো ঘটনা রাজধানীবাসীর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। রাজধানীর তরুণ-তরুণীরা ইংরেজী নববর্ষে বিদেশী রঙে নিজেদের মনকে রাঙায়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' বা 'বিশ্ব ভালবাসা দিবস'-কে জীবনের এক মূল্যবান মুহূর্ত ভেবে অশালীনতায় মেতে উঠে। এভাবে অসংখ্য বিজাতীয় সংস্কৃতির হিংস্র গহ্বরে আমাদের তরুণ ও যুবসমাজ ক্রমশঃ নিজেদেরকে নিমজ্জিত করছে। জাতীয় ও ধর্মীয় সংস্কৃতির কথা আজ তারা ভুলে গেছে। ফলে সরকার যতই নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে আইন পাশ করছে, ততই দেশে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে পর্যাপ্ত ইসলামী শিক্ষার অভাব। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে নেই কোন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, নেই ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। যেটুকু আছে তা চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল।

আজ দেখা যায় পিতা-মাতা স্বীয় সন্তানকে ফজরের ছালাত আদায়ের জন্য ঘুম থেকে জাগান না। পিতার কপালে সিজদার চিহ্ন পড়লেও স্বীয় সন্তানদের ছালাতী বানাতে তিনি চরমভাবে ব্যর্থ হন। অনেক বাবা আবার সন্তানদের ঘুমের ব্যাঘাতকে অপসন্দ করেন। সেকারণ ছালাতের জন্য আহ্বান করেন না। কুরআন-হাদীছ চর্চার পরিবর্তে অসুস্থ সংস্কৃতি চর্চার নির্দেশ দেয়। আমাদের তরুণ-তরুণীরা টেলিভিশন বা থিয়েটারে কোন অনুষ্ঠান হ'লে হাযারো কাজ ফেলে সেখানে উপস্থিত হয়। কিন্তু কোন ইসলামী সমাবেশের কথা শুনলে আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষে যেন অলসতা এসে যায়। আর হাযার রকম ব্যস্ততা আমাদের গলা চিপে ধরে।

আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইসলামী শিক্ষা নেই বললেই চলে। দেশের মাদরাসাগুলির মাত্র কয়েকটি জাতীয়করণ করা হয়েছে। অথচ প্রতিটি যেলাতে কমপক্ষে দু'টি সরকারী স্কুল রয়েছে। এতদ্ব্যতীত মাদরাসাগুলিতেও সুষ্ঠু ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। সেখানে কুরআন হাদীছকে পাশ কাটিয়ে মাযহাবী কিতাবাদী পাঠে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে একজন ছাত্র কুরআন-হাদীছের সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়।

যৌতুকের মরণ কামড়ে অনেক অসহায় বোন শেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নেন। দরিদ্র পিতা এমনিতেই পরিবারের সদস্যদের ভাত জোটাতে হিমশিম খান, তার উপর আবার মেয়ের বিয়েতে যৌতুক শেষ পর্যন্ত তাকে মানুষের দ্বারস্থ হ'তে বাধ্য করে। অনেক বোন চির কুমারীত্ব বরণ করে নেন। বিয়ের পর শারীরিক নির্যাতন তো আছেই।

শহরের নির্জন গলীতে চলে অবাধ দেহ ব্যবসা। এসব গলিতে উঠতি বয়সের যুবকদের নীরব ভীড় জমে। ফলে কম বয়সেই আমাদের তরুণরা সিফিলিস, এইডস-এর মত মারাত্মক মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মাথা হেট হয় তখনই, যখন দেশের মুসলমান সরকার প্রধানরা পতিতাবৃত্তির মত একটি জঘন্য প্রথাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতা দান করে।

আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশের বর্তমান চিত্রের দিকে তাকালে রীতিমত শিহরিত হ'তে হয়। ৯০% মুসলমানের এই দেশে নারী স্বাধীনতা, প্রগতি এবং আধুনিকতার নামে নারীবাদী-ভোগবাদী ঐ সমস্ত অপরিণামদর্শীরা প্রতিনিয়ত নগ্নতা এবং বেহায়াপনাকেই আলিঙ্গন করছে। সামগ্রিক পেক্ষাপটে নারী স্বাধীনতা সমাধিকার এবং আধুনিকতার নামে আমাদের সমাজচিত্র অত্যন্ত হতাশাজনক। এক্ষেত্রে যদি আমরা আমাদের সার্বিক সমাজ ব্যবস্থাপনার দিকে তাকাই তাহ'লে দেখতে পাইঃ

(১) **চলচ্চিত্রঃ** চলচ্চিত্র হচ্ছে আধুনিক সমাজের বিনোদনের একটি মাধ্যম। কিন্তু আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের দিকে তাকালে অশ্লীলতা বৈ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

(২) **ফ্যাশন শোঃ** এটি পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত সংস্কৃতি। যুবতী নারীদের দেহ প্রদর্শনীই হচ্ছে এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

(৩) **মডেলিংঃ** বিশ্বের কোটি কোটি দর্শকের সামনে পণ্যের বিজ্ঞাপনে মডেল হিসাবে নারী তার দেহ প্রদর্শনী করছে। আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনগুলিতে বহুলভাবে যা চালু আছে।

(৪) **সুন্দরী প্রতিযোগিতাঃ** আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে ১৯৫১ সালে লণ্ডনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা। বর্তমানে এটি বিশ্বের নারী প্রেয়সীদের 'সুখ চর্চার' অন্যতম মাধ্যম। এর যে চিত্র পত্রিকার পাতায় আসে তা দেখলে সুস্থ রুচিবান মানুষের বমি উদগীরণ হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশেও এর যাত্রা শুরু হয়েছে। যা আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্য কালিমা লেপন ছাড়া কিছুই নয়।

(৫) **লীভটুগেদারঃ** আমাদের সংস্কৃতিসেবীদের আরও এক উপজীব্য হচ্ছে 'লীভটুগেদার'। এরা ধর্মের বন্ধনকে মানে না। এরা একে অপরের শয্যাসঙ্গীনী হ'তে পারলে নিজেদেরকে খুব ধন্য মনে করে।

(৬) **ভ্যালেন্টাইনসডে বা ভালবাসা দিবসঃ** বিগত কয়েক বছর যাবৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে' বা বিশ্ব ভালবাসা দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। আজকে আমাদের সমাজে উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীদের উদ্দাম উচ্ছল আর নগ্নতার আলিঙ্গনের মাধ্যমে পালিত হচ্ছে তথাকথিত 'ভালবাসা দিবস'।

(৭) **পর্ণো ম্যাগাজিনঃ** সাহিত্য মানুষের মনের খোরাক যোগায়। সাহিত্য মানুষের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু আমাদের পত্রিকার স্টল, বাস এবং রেল স্টেশনগুলিতে এমন এক

ধরনের যৌন আবেগময়ী অশ্লীল ম্যাগাজিন বিক্রি হচ্ছে যা যুব সমাজের চরিত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

(৮) **আকাশ সংস্কৃতিঃ** 'ডিস এন্টিনা'র মাধ্যমে আমদানিকৃত উগ্র যৌনতা আজ আমাদের যুব সমাজকে সর্বাত্মক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি শহরেই ডিসের মাধ্যমে যুব সমাজ এই উগ্র যৌনতাকে আলিঙ্গন করছে। ফলে সকল নৈতিকতার বন্ধনকে ছিন্ন করে মেতে উঠেছে হত্যা, খুন আর ধর্ষণে।

এছাড়াও আমরা দেখি সংস্কৃতি চর্চার নামে ১লা বৈশাখ, ১ লা ফাল্গুনকে বরণ করার নামে আমাদের হাযার বছরের ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার জন্য তথাকথিত প্রগতিবাদীরা নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতীদের উন্মত্ত নগ্নতার আসর বসিয়ে থাকে। বিজাতীয় নগ্নতা অনুকরণের সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমাদের যুবতী মেয়েদের জামা ভারতীয় নায়িকাদের অনুকরণে ছোট করে ফেলা। সাম্প্রতিক সময়ে রাস্তায় কিছু মেয়েদের দেখা যায় যারা অত্যন্ত 'সর্টপিসের' এই জামা পরিধান করে। লজ্জা-শরমের এতটুকু বালাই এদের নেই। এরা আমাদের ঐতিহ্যের জন্য, আমাদের সংস্কৃতির জন্য আসমানী গযব ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে সমাজকে সকল প্রকার ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন একদিনে সম্ভব নয়। এজন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা দরকার বলে আমি মনে করিঃ

(১) আমাদের সংবিধান-এর পরিবর্তন করে ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক করতে হবে।

(২) শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন করতে হবে।

(৩) সমাজের সর্বত্র পর্দা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৪) অশ্লীল যাবতীয় মিডিয়া বন্ধ করতে হবে এবং আমাদের দেশীয় চ্যানেলগুলিকে অশ্লীলতা মুক্ত করতে হবে।

(৫) মেয়েদের পর্যাপ্ত ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এতে সরকারকে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৬) যৌতুকের বিরুদ্ধে আমাদের যুবকদের মানসিকতা তৈরী করতে হবে। তাদের যৌতুকের কুফল সম্পর্কে বোঝাতে হবে এবং পরকালের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

(৭) সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

(৮) দেশের পতিতাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে।

(১০) শিক্ষাঙ্গণ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হবে।

(১১) সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই সন্ত্রাস দূর করার পূর্বে বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থায় আনতে হবে। কেননা সাধারণ শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীই সন্ত্রাসের পথে পা বাড়ায়।

(১২) আমাদের মধ্য থেকে হিংসা, অহংকার, পরচর্চা ইত্যাদি দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য জনগণকে এর কুফল সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

(১৩) ধনীদের সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ যাকাত আদায় করতে হবে।

(১৪) দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(১৫) আমাদের মাদরাসাগুলিতে পর্যাপ্ত ইসলামী শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। সাথে সাথে সেখানে আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৬) সুন্দরী প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে।

(১৭) যুবকদের ইসলামী নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

(১৮) চলচ্চিত্রের অশ্লীলতা বন্ধ করতে হবে।

(১৯) ফ্যাশন শো বন্ধ করতে হবে এবং বিজ্ঞাপন মডেল হিসাবে নারীর অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে।

(২০) নববর্ষ ও ভালবাসা দিবসে যুবকদের উন্মাদক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য যুবকদের এ সকল অশ্লীল কার্যকলাপের কুফুল সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

(২১) দেশের পর্ণো ম্যাগাজিনগুলি নিষিদ্ধ করতে হবে।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি যথাযথ বাস্তবায়ন করলে আমাদের এই সমাজ নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন! -আমীন!!

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই
শতরূপার অঙ্গীকার

শতরূপা জুয়েলারী হাউস

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা

মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

চিকিৎসা জগৎ

ন্যাবা ও তার প্রতিকারে হোমিওপ্যাথি

*ডাঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

ন্যাবা মানব শরীরের বিকৃত একটি অবস্থার নাম। ইংরেজীতে জণ্ডিস এবং আঞ্চলিক ভাষায় 'কামলা' নামেও এর পরিচিতি আছে। আংশিক হজমকৃত খাদ্য পূর্ণাঙ্গ হজমের জন্য প্রয়োজন হয় পিত্তরসের। এর মধ্যে থাকে বাইল সল্ট, বাইল পিগমেন্ট লেসিথিন, কোলেস্টেরল বিভিন্ন অজৈব লবণ। যা পূর্ণাঙ্গ হজম ক্রিয়া শেষে মলে পরিণত করে এবং হলুদ বর্ণ ধারণে সহায়তা করে। যেকোন কারণবশত এই নিঃসৃত পিত্তরস বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যখন রক্তে মিশে যায় তখন রক্তের স্বাভাবিক অবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। চোখ, মুখ, হাত, পা, প্রস্রাব সহ সমস্ত শরীর হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এই পরিবর্তিত অবস্থা বা রোগের নাম ন্যাবা/কামলা/জণ্ডিস।

সাধারণত ন্যাবা ও হেপাটাইটিসকে অনেকে একই রোগ ও রোগের কারণ বলে ধারণা করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা এক নয়। কারণ ন্যাবা পিত্তরসের বিকৃত অবস্থা এবং হেপাটাইটিস লিভার বা যকৃতের বিকৃত অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে পার্থক্য বিচার করা অসুবিধা এজন্য যে, যকৃত ও পিত্তথলির অবস্থান ডান দিকে ও একই জায়গায় পাশাপাশি এমনকি একই সাথে। ন্যাবা সকল বয়সের মানুষের হ'তে দেখা যায়। কাজেই এ রোগের কারণ, লক্ষণ, সাবধানতা, আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা ও চিকিৎসা সকল বিষয়ে জানা ও তার প্রতিকারে সচেষ্ট থাকা আমাদের জন্য যরূরী।

রোগের কারণঃ

পিত্তথলিতে পাথর উৎপন্ন, পিত্তনালীতে টিউমার, পিত্তনালীতে ক্রিমি প্রবেশ, পিত্তনালী সরু হয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগা হেতু পিত্তনালীর মিউকাস মেমব্রেনে প্রদাহ হয়ে যাওয়া, জীবাণু সংক্রমণ, লিভার সেল নষ্ট হওয়া, লিভার ক্যান্সার, সিরোসিস অব লিভার, ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর, অতিমাত্রায় বিভিন্ন ঔষধের বিষক্রিয়া।

লক্ষণ সমূহঃ

প্রথমত প্রস্রাব ও চোখের সাদা অংশ হলুদ বর্ণ ধারণ করে। পরে হাত, পা, এমনকি শেষ পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ শরীর হলুদ বর্ণ ধারণ করে। বমি বমি ভাব, বমি, অরুচি ও ক্ষুধামন্দা হয়। শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায়। নাড়ীর গতি ক্ষীণ হয়। মল বিবর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময় সহ পেট ফাঁপাও পরিলক্ষিত হয়। অনিদ্রা দেখা দেয়। শরীর দুর্বল ও ক্ষীণ হয়। অনেক সময় রোগী যাহা দেখে তাও হলুদ মনে করে। রোগের বর্ধিত অবস্থায় উদ্ভেদ বিহীন জটিল চুলকানিও হয়। রক্ত বিষাক্ত হয়ে অনেক সময় ভুল বকতে পারে। লিভার স্থানে শক্ত ও ব্যথানুভব করে। তা পিঠের চালি পর্যন্ত হ'তে দেখা যায়। পিত্তথলিতে পাথর হ'লে বুকে খোচা মারা ব্যথা হয়।

চিকিৎসাঃ

লক্ষণ অনুসারে বিধি মোতাবেক ঔষধ প্রয়োগের ফলে স্বল্প সময়ে, বিনা কষ্টে ও নিরুপদ্রবে আরোগ্য লাভ করে। চায়না, চেলিডোনিয়ম, কার্ডুয়াস মেরি, আর্সেনিক, লাইকোপডিয়াম, ফসফরাস, ইপিকাক, নাক্সভমিকা, নেট্রাম সাল্‌ফ, নেট্রাম মিউর, সালফার প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়।

শক্তিমাত্রা ও প্রয়োগ বিধিঃ

এম/২ ১০নং বড়ি/অনুবটিকা ১ দানা ৪ আঃ বোতলে পরিস্রুত পানিতে মিশ্রিত করে কয়েক ফোটা সুরাসার উক্ত মিশ্রণে দিয়ে প্রতিবার সেবনের পূর্বে ৮/১০ ঝাঁকি সমান্তরালে সজোরে দিয়ে $\frac{১}{৬}/\frac{১}{১০}$ অংশ ১ পোয়া বা ২৫০ মিঃলিঃ পরিস্রুত পানিতে মিশ্রিত করে ১ টেবিল চামচ মাত্রায় ১ ঢোকে সেবন করতে হবে। রোগের গতি-প্রকৃতির সাথে ১৫ মিঃ হ'তে ২৪ ঘঃ পর ১ বার সেবন করাতে হবে। এম/২ শেষ হ'লে ঔষধের শক্তি পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করতে হবে।

পথ্য ও আনুসঙ্গিক করণীয়ঃ

লঘুপাচ্য খাদ্য যেমন আখের রস, গ্লুকোজ মিশ্রিত পানি, ডাবের পানি, প্রচুর পানীয় পান, টাটকা সবজি যা সহজে হজম হয়, ফলের রস, পাকা পেপে, সরু চালের ভাত, দেশীয় ছোট ও তাজা মাছের ঝোল। কোষ্ঠবদ্ধ থাকলে কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা নিতে হবে। লিভার স্থানে ব্যথা থাকলে গরম সেক বা ফানেলের সাহায্যে সেকের ব্যবস্থা সহ মুক্ত বায়ু সেবন ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্রামের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

গুরুপাক খাবার তথা অধিক মসলা যুক্ত খাবার, চর্বি জাতীয় খাবার, অধিক ঝাল ও তেলে ভাজা খাবার বর্জনীয়।

ভাবীফলঃ

ন্যাবা রোগ দীর্ঘদিন ধরে থাকলে এবং জটিল আকার ধারণ করলে পরিশেষে রোগীর মৃত্যু হ'তে পারে।

*. (ডি,এইচ,এম,এস), অধ্যাপক, নাটোর হোঃ মেঃ কলেজ, নাটোর।

হাদীছের গল্প

হে আদম সন্তান! তুমি কি মৃত্যু ও কবরের জন্য সদা প্রস্তুত?

-মুযাফ্ফর বিন মুহসিন

ছাহাবী বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আনছারদের কোন এক ব্যক্তির জানাযায় গেলাম। অতঃপর আমরা কবরের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন কবর খোঁড়ার কাজ চলছিল। তাই রাসূল (ছাঃ) বসে পড়লেন এবং আমরাও তাঁর চারপাশে এমনভাবে চুপচাপ বসে পড়লাম যেন (অন্য কিছু মনে করে) পাখিরাও আমাদের মাথার উপর বসতে সক্ষম। এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে একটি লাঠি ছিল যদ্দ্বারা তিনি মাটির উপর রেখা টানছিলেন বা খুঁটরাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর মাথা উত্তোলন করে বললেন, 'তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট কবরের শাস্তি হ'তে পরিত্রাণ চাও'। এ কথাটি দু'বার অথবা তিনবার বললেন।

এরপর তিনি বললেন, মুমিন বান্দা যখন ইহকাল ত্যাগ করে পরকালের দিকে যাত্রা করে, তখন তার নিকট আসমান হ'তে চির দীপ্তিমান মুখমণ্ডলবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসেন যাদের চেহারা যেন ঔজ্জ্বল্যময় সূর্য। তাদের সাথে জান্নাতের কাপড় সমূহের একটি কাপড় থাকে এবং তার সুগন্ধি সমূহের এক প্রকার সুগন্ধি থাকে। তারা এসে মুমূর্ষ ব্যক্তির দৃষ্টিসীমায় বসে পড়েন। অতঃপর মালাকুল মউত (আঃ)[১] এসে তার মাথার নিকট বসেন এবং বলেন, হে পূত-পবিত্র আত্মা! আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে এসো। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তখন তার আত্মা এমনভাবে বের হয়ে আসে যেমন পানি পানের পাত্রে রক্ষিত অবশিষ্ট এক ফোঁটা পানি তা একটু কাত করলেই বের হয়ে আসে। অতঃপর মালাকুল মউত আত্মাকে ধরেন এবং তিনি ধরতেই চোখের পলকে অভ্যাগত ফেরেশতারা তাকে নিয়ে নেন এবং তাদের আনিত জান্নাতী কাপড় ও সুগন্ধির মাঝে রাখেন। তখন তা থেকে মিস্কে আম্বরের মত সুগন্ধি বের হয় যা ভূ-পৃষ্ঠে প্রাপ্ত সুগন্ধি অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, আত্মাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন। এ সময় যখনই তারা কোন ফেরেশতার দল অতিক্রম করেন তখনই তারা জিজ্ঞেস করেন, এই পূত-পবিত্র আত্মা কার? তখন তারা ঐ উত্তম নাম ধরে বলবে যে নামে পৃথিবীতে তাকে ডাকা হ'ত- অমুকের পুত্র অমুক। (এরূপ উত্তর দিতে দিতে) অবশেষে তারা প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছবেন অতঃপর তারা আসমানের দরজা খোলার আবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে অমনি দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফেরেশতাগণ তাদের নিকটবর্তী উপরের আসমান পর্যন্ত তার পশ্চাৎগামী হন। এভাবে তারা অবশেষে সপ্ত আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন।

তখন মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিঈন' নামক স্থানে লিপিবদ্ধ কর (اُكْتُبُوْا كِتَابَ عَبْدِىْ فِىْ عِلِّيِّيْنَ) এবং তাকে পৃথিবীতে কবরে ফিরিয়ে দাও। কেননা আমি তাদেরকে মাটি হ'তেই সৃষ্টি করেছি, তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করাব অতঃপর তা হ'তেই পুনরুত্থান ঘটাব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সুতরাং তার আত্মা শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার কাছে দু'জন ফেরেশতা[২] উপস্থিত হন ও তাকে তুলে বসান এবং বলেন, তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে উত্তরে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তারা প্রশ্ন করেন, তোমার ধর্ম কি? উত্তরে সে বলে, আমার ধর্ম ইসলাম। পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? উত্তরে সে বলে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। আবারো তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এগুলি কিভাবে জানলে? সে উত্তরে বলে, قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ 'আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি, অতঃপর তার প্রতি দৃঢ়চিত্তে ঈমান এনেছি এবং সত্যবাদী বলে বিশ্বাস স্থাপন করেছি'।

এমন সময় আসমান হ'তে ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, নিশ্চয়ই আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। সুতরাং তোমরা তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছাইয়া দাও, তাকে জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য একটি জান্নাতের দরজা খুলে দাও। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন থেকে তার প্রতি জান্নাতের সুখ-শান্তি ও সুগন্ধি আসতে থাকে এবং কবরকে তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।[৩]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, এরপর সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট, সুশ্রী পোশাক পরিহিত এবং সুঘ্রাণযুক্ত এক ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, তোমাকে যা সুপ্রসন্ন দান করবে তুমি তার সুসংবাদ গ্রহণ কর। এটাতো সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছিল। তখন সে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? তোমার সুদর্শন চেহারা দেখার মত, যা কল্যাণের বার্তা বহন করে। তখন উত্তরে সে বলে, আমি তোমার সৎ আমল। তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! আপনি ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত করুন। হে আল্লাহ! আপনি ক্বিয়ামত কায়েম করুন। যাতে করে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে যেতে পারি (যার সুসংবাদ পূর্বে দেয়া

১. 'মালাকুল মউত'-এর পরিবর্তে 'আযরাঈল' বা 'এযরাঈল' বলা ঠিক নয়। কারণ এটি শী'আদের তৈরি পরিভাষা মাত্র। কুরআন-হাদীছে এ শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। উল্লেখ্য, দেশে প্রচলিত 'দোযখের আযাব বেহেশতের শান্তি' নামক বইয়ে 'মালাকুল মউত' সম্পর্কে অনেক উদ্ভট কথা লেখা রয়েছে। তাছাড়া বইটির অধিকাংশ বক্তব্যই মিথ্যা। এগুলি থেকে মুসলিম উম্মাহর বেঁচে থাকা যরূরী।

২. অন্য হাদীছে এসেছে, তারা দু'জন অত্যন্ত কাল নীল চক্ষুবিশিষ্ট। একজনকে বলা হয় 'মুনকার' অপরজনকে 'নাকীর' (তিরমিযী, সনদ হাসান, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩০ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ।

৩. অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সত্তর (৭০×৭০) হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ অনেক প্রশস্ত করা হয় (ঐ)।

হয়েছিল)।[৪]

আর কাফের ও পাপিষ্ট-মুনাফিক্ব[৫] যখন ইহজগৎ ত্যাগ করে পরজগতে অগ্রসর হ'তে থাকে, তখন তার নিকট বিশ্রী-কদাকার চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। তাদের সঙ্গে থাকে শক্ত খসখসে চট। অতঃপর তারা তার দৃষ্টিসীমায় বসেন। এরপর মালাকুল মউত আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন, হে অপবিত্র, অশুচি-কদর্য আত্মা! বের হয়ে এসো আল্লাহ্র ক্রোধের দিকে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এ সময় আত্মা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শরীরের মধ্যে এদিক-সেদিক পালাতে থাকবে। তখন মালাকুল মউত তাকে ধরে টেনে-হিঁচড়ে বের করবেন। যেমন লোহার উত্তপ্ত শলাকা ভিজা পশমযুক্ত বস্তু হ'তে টেনে-হিঁচড়ে বের করা হয় (অর্থাৎ শিরা-উপশিরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়)। তখন তিনি তা ধরেন এবং তিনি না রেখে মুহূর্তের মধ্যে আগত ফেরেশতাগণ তাড়াতাড়ি নিয়ে সেই খসখসে চটে জড়াইয়া নেন। এসময় তা থেকে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বের হ'তে থাকে যা পৃথিবীতে প্রাপ্ত সকল গলিত মৃতদেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধ।

অতঃপর তারা তাকে নিয়ে উপরে উঠতে থাকে। কিন্তু যখনই তারা কোন ফেরেশতাগণের দলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তখনই তারা জিজ্ঞেস করেন, এই অপবিত্র কদর্যময় আত্মা কার? তখন তারা তাকে সেই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট নাম দ্বারা উল্লেখ করে বলেন অমুকের পুত্র অমুক যে নিকৃষ্ট নাম দ্বারা পৃথিবীতে তাকে ডাকা হ'ত। এভাবে উত্তর দিতে দিতে প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। অতঃপর দরজা খোলার আবেদন করা হয়, কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর প্রমাণে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেনঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِايتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لاَتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ-

'নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে এবং সে সম্বন্ধে অহংকার পোষণ করে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ সূঁচের ছিদ্রপথ দিয়ে উষ্ট্র প্রবেশ করতে না পারবে' *(আ'রাফ ৪০)*।

তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার ঠিকানা 'সিজ্জীনে' লিপিবদ্ধ কর যা যমীনের নিম্নস্তরে। অতঃপর সেখান থেকে তার আত্মাকে পৃথিবীর দিকে সজোরে নিক্ষেপ করা হয়। এর সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নের আয়াত পাঠ করেনঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّمِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْتَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ-

'যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা ঝড়ে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল' *(হজ্জ ৩১)*। অতঃপর তার আত্মাকে তার দেহে ফিরাইয়া দেয়া হয়।

এ সময় তার নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠে বসান। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? উত্তরে সে বলে, হায় আফসোস! হায় আফসোস! আমি কিছুই জানি না। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? সে উত্তরে বলে, হায় আফসোস! হায় আফসোস! আমি কিছুই জানি না। পুনরায় তারা জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের মাঝে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে উত্তরে একই কথা বলবে, হায় আফসোস! হায় আফসোস! আমি কিছুই জানি না।

এমন সময় আসমান হ'তে আহ্বানকারী আহ্বান করবে সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছাইয়া দাও। অন্য বর্ণনায় আছে, জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও[৬] এবং জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তাতে তার দিকে জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তাপ ও তপ্ত বায়ুপ্রবাহ আসতে থাকে। আর তার কবরকে এতই সংকুচিত করা হবে যাতে তার পাঁজরের একদিকের হাড় অন্য দিকে ঢুকে যায়।

এ সময় তার নিকট কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট বিশ্রী পোশাকধারী দুর্গন্ধযুক্ত একজন লোক আসে এবং বলে, তোমাকে যাতে দুঃখিত-চিন্তিত করবে তুমি সে বস্তুর সুসংবাদ গ্রহণ কর! এই দিন সম্পর্কেই তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তখন সে জিজ্ঞেস করে তুমি কে? কত যে, নিকৃষ্ট চেহারা বিশিষ্ট যা দুঃসংবাদ আনয়ন করে। সে উত্তরে বলে, আমি তোমার কৃত অতি জঘন্য আমল। তখন সে বলে, হে আল্লাহ! তুমি ক্বিয়ামত কায়েম কর না।[৭]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতা নির্ধারণ করা হয় যার সাথে একটি লোহার হাতুড়ী থাকে। যদি এই হাতুড়ী দ্বারা পাহাড়কেও আঘাত করা হয়, তাহ'লে নিশ্চয়ই পাহাড়ও ধূলামাটিতে পরিণত হবে। অথচ এই ফেরেশতা তাকে সেই হাতুড়ী দ্বারা সজোরে আঘাত করতে থাকবে। এতে সে এমনভাবে বিকট চীৎকার করে যে, মানুষ ও জ্বিন ছাড়া পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টিই তার চীৎকার শুনতে পায়। হাতুড়ীর আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে নিঃচিহ্ন হয়ে যায় অতঃপর আবারো তাতে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হয়।[৮] এভাবে শাস্তি অব্যাহত থাকে। যতক্ষণ তাকে ক্বিয়ামতের দিন কবর থেকে না উঠানো হবে (فَلاَيَزَالُ مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ مِنْ مَّضْجَعِهِ ذَلِكَ)।[৯]

---

৪. *অন্যত্র এসেছে, মৃত ব্যক্তি এই কথা বললে তারা বলেন, তুমি ঘুমিয়ে থাক বাসর ঘরের বরের ন্যায় যাকে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন ঘুম থেকে ডাকতে পারে না। তেমনি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ না উঠানো পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাক (ঐ)।*

৫. *আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয পৃঃ ৬৭।*

৬. *আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩১।*

৭. *মুসনাদে আহমাদ, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৬৩০ 'জানাযা' অধ্যায়; তালখীছু আহকামিল জানায়েয পৃঃ ৬৫-৬৯। উল্লেখ্য, উক্ত বর্ণনার শেষ অংশের সনদে 'ইউনুস ইবনে খাব্বাব' নামক দুর্বল বারী থাকায় তা যঈফ (দেখুনঃ তাহক্বীক্বে মিশকাত ১/৫১৫ পৃঃ, টীকা নং-১।*

৮. *আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩১।*

৯. *তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৩০।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

(ক) দাম্পত্য জীবন

*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

নাজমা ও নাসরীন দুই বোন। নাসরীন খুব সুন্দরী ছিল। কিন্তু চারটি সন্তানের জননী হবার পর তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। সুচিকিৎসার অভাবে তার স্বাস্থ্য আর ফিরে আসে না। গ্রাম্য কয়েকজন হাতুড়ে ডাক্তারের অধীনে চিকিৎসা চালিয়ে স্বামী মনে করে তার স্ত্রীর শরীর আর সারবে না। তাই সে দ্বিতীয় বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। স্বাস্থ্যই সম্পদ এবং সৌন্দর্যের প্রধান উৎস। যে মেয়েকে অত্যন্ত পছন্দ করে বিয়ে করেছে, স্বাস্থ্য নষ্টের পর তার প্রতি স্বামী অত্যন্ত বিরূপ হয়ে পড়ছে। উপযুক্ত চিকিৎসা করা হ'লে স্ত্রী আবার সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করতে পারে, এরূপ চিন্তা স্বামীর মাথায় আদৌ আসে না। সে কেবল দ্বিতীয় বিয়ের জন্য ঘুর ঘুর করে। পাত্রীও নির্বাচিত হয়েছে এবং বিয়ের কথাবার্তাও অনেকটা এগিয়ে গেছে।

স্বামী স্ত্রীকে বিয়ের কথাটা জানায়নি। সে গোপনে এ বিষয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কথা চাপা থাকে না। বিষয়টা জানার পর স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করলে স্বামী অস্বীকার করে। কিন্তু স্ত্রী যখন প্রমাণাদি পেশ করতে থাকে, তখন স্বামী বলে উঠে, 'তোমাকে নিয়ে আমি কিভাবে চলব? তুমি চির রোগা হয়ে গেছ। আমার সংসার ত চলতে হবে?' তখন স্বামী-স্ত্রীতে দারুণ কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। মা-বাবার কথার মধ্যে বড় মেয়ে বলে, 'বাবা, তুমি মাকে শহরের বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা কর। তাহ'লে মা ভাল হবে'। বাবা বলেন, 'শহরের বড় ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করার মত আমার অত টাকা-পয়সা নেই'। স্ত্রীর চিকিৎসা সে আর করবে না বলে জবাব দেয়। মেয়েটি কেঁদে ফেলে। মেয়েটির আর কি করার আছে? দ্বিতীয় বিয়ের টানেই তার বাবা এখন সব কিছু বর্জন করতে চলেছে।

মানুষ যখন দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ হারিয়ে ফেলে, তখন তার কাছে সে যা করে সেটাই ঠিক। চারটি সন্তানের পিতা হবার পর স্ত্রীর অসুখের অজুহাতে স্বামী এখন দ্বিতীয় বিয়ের চিন্তায় বিভোর। স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি তার যে দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, সে কথা সে মনে ঠাঁই দেয় না। স্ত্রীর প্রতি তার উদাসীনতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এক পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। স্ত্রীর পক্ষে সে বাড়ীতে আর অবস্থান করা সম্ভব নয় বলে সে সব কিছু জানিয়ে বড় বোন নাজমার কাছে পত্র দেয়। বড় বোনের স্বামী একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং পরিবারটি অভাব মুক্ত। স্বামী-স্ত্রী ও এক ছেলে নিয়ে সংসার। তাই সেটি একটি সুখী পরিবার। ছোট বোনের চিঠি স্বামীকে দিলে স্বামী সব বিষয় অবগত হয়। বড় বোনের স্বামী উদার প্রকৃতির লোক। তাই সে শালিকাকে শহরে এনে বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করতে সিদ্ধান্ত নেয়। শালিকার স্বাস্থ্যের এতই অবনতি হয়েছে যে, দুলাভাই শালিকাকে প্রথমতঃ ঠিকমত চিনতে পারেনি।

শালিকাকে শহরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করতে চাইলে তার স্বামী তাতে আপত্তি করে না। তার বিশ্বাস স্ত্রী কখনও রোগ মুক্ত হ'তে পারবে না। সে সরে গেলে তার সব কাজেই সুবিধা। বিশেষ করে তার বিয়ের ব্যাপারে।

*. সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

স্বামীর ব্যবহারে চরমভাবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠায় শহরে আসার সময় নাসরীনের মনে সন্তান-সন্ততিদের জন্য মোটেই দুঃখ হয়নি। তাই সে সহজেই চলে যেতে পেরেছে। শহরে গিয়ে চিকিৎসায় তার শরীর-স্বাস্থ্য দিন দিন উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। অবশেষে সে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়। তার চেহারায় লাবণ্যও ফিরে আসে। স্বামীর ব্যবহারে এবং অসুস্থ থাকার কারণে ছেলে-মেয়েদের প্রতি তার ভালবাসা যেন হারিয়ে গিয়েছিল। এখন রোগমুক্তির সাথে সাথে ছেলে-মেয়েদের প্রতি এবং যে স্বামী তার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিল, তার প্রতিও মনটা আকৃষ্ট হয়। যে একদিন যে বাড়ীতে এক মুহূর্ত থাকতে কষ্ট অনুভব করত, সে এখন সে বাড়ীর টানে অস্থির হয়ে উঠেছে। তার মনে হচ্ছে, সে পারলে একাই ছুটে চলে যায়। তাই সে তার দুলাভাইকে সত্বর বাড়ীতে রেখে আসতে অনুরোধ জানাতে থাকে।

এদিকে স্বামী যে মেয়েকে বিয়ে করতে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং বিয়ের সব কথা পাকাপাকি, একদিন সে মেয়ে গ্রামের এক যুবকের সাথে সবার অলক্ষ্যে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কাজেই দ্বিতীয় বিয়ে আর হয়ে উঠল না। এর মধ্যে চলে যাওয়া স্ত্রীও বাড়ী এসে হাজির। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে স্বামী নিজকে অনেকটা ছোট মনে করল। তার একথা মনে হ'তে থাকে, যে মেয়েকে অত্যন্ত পছন্দ করে বিয়ে করেছিল, যার সাথে দীর্ঘদিন ঘর করেছে, চারজন ছেলেমেয়ের জনক হয়েছে, দ্বিতীয় বিয়ের চিন্তায় তার সামান্য অসুখে তাকে মন হ'তে দূরে রাখা এবং তার প্রতি দুর্ব্যবহার করা তার জন্য অত্যন্ত অমানবিক আচরণ হয়েছে। এখন সে বিবেকের কাছে লজ্জিত। বিবেকের দংশনে সে স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চাইল। স্ত্রীও হাসিমুখে তাকে ক্ষমা করে দিল। সংসারটি আবার আগের মত মধুর সংসারে পরিণত হল।

(খ) প্রতিবেশী

মানুষ সামাজিক জীব। তাই তারা সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে। এতে সুবিধা অনেক। কিন্তু সময় সময় শান্তির পরিবেশে অশান্তি ঘটে যায়। তার জন্য দায়ী তাদের প্রতিবেশী সুলভ দায়িত্ববোধের অভাব।

বন্য পশু-পাখীরাও মিলেমিশে বাস করে। সেখানেও যখন প্রতিবেশীসুলভ দায়িত্ববোধ লোপ পায়, তখনই বিপর্যয় ঘটে। অশান্তি নেমে আসে।

এক বাড়ীর কোল ঘেষা জঙ্গলে এক শিয়াল ও এক খরগোশের বাস। উভয়েই তাদের প্রয়োজন মাফিক গর্তে বাস করে। এদের মধ্যে যথেষ্ট ভালবাসা। উভয়ে উভয়ের বন্ধু। খরগোশের দু'টি বাচ্চা। তারা শিয়ালকে মামা বলে ডাকে। শিয়ালও তাদেরকে ভাগিনেয় জ্ঞানে আদর-সোহাগ করে। শিয়াল ও খরগোশের আহার্যের মধ্যে মিল নেই। শিয়াল মাংসাশী প্রাণী আর খরগোশ সবজীভোজী। এই কারণেই এদের সম্পর্কটা প্রীতির। একের খাদ্যে অন্যের প্রয়োজন না থাকাতে দ্বন্দ্ব নেই। তা সত্ত্বেও চরম দ্বন্দ্ব ঘটে গেল।

একদিন শিয়াল তার বাসের নিকটের বাড়ীর মুরগী ধরতে নিজকে যথাসম্ভব আড়াল করে ওত পেতে রয়েছে। এমন সময় বাড়ী হ'তে খুব গরম পানি তার গায়ে পড়ল। ফলে তার গা ঝলসে গেল। শিয়াল অতিকষ্টে তার গর্তের কাছে এসে মৃতবৎ শুয়ে রইল। খরগোশ আহার সেরে বাসায় ফিরে শিয়ালের এই দশা দেখে কারণ জিজ্ঞেস করল। শিয়াল অতিকষ্টে ঘটনা বর্ণনার

পর একটি লতা খরগোশকে দেখিয়ে দিয়ে তার রস তার গায়ে লাগাতে বলল। খরগোশ সঙ্গে সঙ্গে তাই-ই করল। এতে তার ঝলসে যাওয়া শরীরের কিছুটা উপশম হ'ল। খরগোশকে শিয়ালের গায়ে রস লাগাতে তার বাচ্চারাও দেখল। একটানা চারদিন ধরে শিকার ধরতে না পারায় শিয়ালের খাওয়া নেই। তাই সে কাহিল হয়ে পড়ল। শিকার ধরার মত শক্তি তার নেই। কিন্তু বাঁচতে হ'লে তাকে খেতে হবে। খরগোশ প্রতিদিনের মত আহারের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে। একটা বাচ্চা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে লাফালাফি করতে লাগল। শিয়াল মনে মনে ভাবল, বাঁচার প্রশ্নে ভালবাসার দাম নেই। কিন্তু বাচ্চাকে ধরার মত শক্তিও নেই। তাই সে আদরের সুরে বাচ্চাকে ডাকল, 'ভাগিনেয় আমার ক্ষতে ঐ লতাটির রস লাগিয়ে দাও তো'। বাচ্চাটি নির্ভয়ে রস লাগাতে গেল। এই সুযোগে শিয়াল তাকে ধরে খেয়ে ফেলল। খেতে খুব মজাই লাগল শিয়ালের। এতে তার গায়ে শক্তি হ'ল। খরগোশ বাসায় ফিরে দেখে তার একটি ছানা নেই। সে শিয়ালকে জিজ্ঞেস করল। শিয়াল বলল, 'তোমার একটি ছানা লাফাতে লাফাতে পশ্চিম দিকে গেছে। আমি তাকে ডেকে ফিরাতে পারিনি'। খরগোশ অনেক খোঁজাখুঁজি করল। ছানা না পেয়ে কান্না শুরু করল। শিয়াল তাকে অনেক সান্ত্বনার কথা শুনিয়ে শান্ত করল। কিন্তু পরদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হ'ল। খরগোশ বাসায় ফিরে রেখে যাওয়া একটি ছানা না দেখে শিয়ালকে জিজ্ঞেস করে আগের দিনের মত উত্তর পেল। খরগোশ হতাশ হয়ে অনেক অনুসন্ধান করে ছানা না পেয়ে কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু সে হঠাৎ দেখতে পেল কিছু সাদা লোম শিয়ালের মুখের কোণে লেগে রয়েছে। তাই তার বুঝতে বাকী রইল না যে শিয়ালই তার দু'দু'টো ছানা খেয়ে নিয়েছে। এতে তার মনে প্রতিশোধ গ্রহণের দারুণ স্পৃহা জাগল। কিন্তু সে মুখে কিছুই প্রকাশ করল না। কারণ শক্তিতে সে শিয়ালের সাথে পারবে না। তাই কৌশল খুঁজতে লাগল। কৌশলটিও তার মাথায় এল। তার গর্তের ধারে একটি বড় পাথর রয়েছে। কৌশল মোতাবেক সে কাজ শুরু করল। সে তার গর্তটিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটু বড় গভীর করল। শিয়াল তাকে গর্ত বড় করার কারণ জিজ্ঞেস করল। খরগোশ বলল, 'সম্ভবতঃ এবার আমার চার/পাঁচটি ছানা হবে'। শুনে শিয়ালের মনে হাসি খেলে গেল। পরদিন সকালে খরগোশ বাসা ছেড়ে যাবার সময় শিয়ালকে বলল, 'এবার আমার চারটি ছানা হয়েছে। তুমি ছানাগুলিকে একটু দেখো'। শিয়াল অতি বিনয়ের সাথে বলল, 'তোমার কোন ক্ষতি হ'তে দেব না। তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পার'। এদিকে খরগোশ বাসা ছেড়ে একটু দূরে যেয়ে লুকিয়ে রইল। খরগোশ যা ভেবে রেখেছিল, তাই-ই ঘটল। শিয়াল এদকি-ওদিক তাকাল। তারপর সে খরগোশের বাসায় নেমে পড়ল। আর সাথে সাথে খরগোশ দৌড়ে এসে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে পাথরটি গর্তে ফেলে দিল। শিয়াল খরগোশকে অতি অনুনয়ের সুরে তাকে বাঁচানোর জন্য ডাকল। খরগোশ কোন কথা না বলে অন্যত্র বাসা বাঁধতে চলে গেল।

দু'জন প্রতিবেশী। দু'জনই আগন্তুক। একজনের বাসাবাড়ী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বলে উঠে এসেছে। আরেকজন ভাল বাসা করার মত জায়গা-জমির অভাবে উঠে এসেছে। বাসা করছে তারা কয়েক বছর ধরে। ঈদের আনন্দের আমেজ ফুরিয়ে যায়নি। এর মধ্যে ঘটে গেল এই দুই আগন্তুক প্রতিবেশীর মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব। শিয়াল ও খরগোশের মত। শিয়াল-খরগোশের মত বলা ঠিক হবে না। কারণ শিয়াল ছানা দু'টো খেয়েছে বাঁচার প্রশ্নে। শিয়াল যদি গরম পানির আঘাতে আক্রান্ত না হত, তাহ'লে তাদের প্রীতির বন্ধন অটুটই থাকত। এই দুই প্রতিবেশীর দ্বন্দ্ব অতি সামান্য কারণে; যা অতি সহজেই মীমাংসা করা যেত। বসত-বাটীর সীমানা নিয়ে দ্বন্দ্ব। এই বিবাদ কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আমীন দ্বারা মাপ-জোঁক করে সেরে নেওয়া যেত। তাই-ই ছিল প্রতিবেশী সুলভ আচরণ। কিন্তু তা না করে উভয়েই শক্তি প্রয়োগে মীমাংসা করতে যেয়ে চরম অপমানজনক ও বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।

দ্বন্দ্বকারী দু'প্রতিবেশীর একজন প্রাথমিক শিক্ষক। অবস্থাও ভাল। আরেকজন আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হ'লেও শক্তিতে দুর্বল নয়। ফলে চরম পরিণতির শিকার উভয়কেই হতে হয়েছে। অবশ্য কোন পক্ষেই কেউ নিহত হয়নি। আহত হয়েছে উভয় পক্ষের কয়েকজন। প্রাথমিক শিক্ষককে অপমানজনক হাজত বাস করতে হয়েছে কয়েকদিন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের প্রিয় নবীজির শিক্ষা কি আমাদের মধ্যে আছে? প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা কি সজাগ-সচেতন? মোটেই নই। প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে সদ্ভাব-সম্প্রীতির দারুণ অভাব। ফলে এর মাশুল দিতে হয় চরম। আসুন আমরা সবাই আমাদের প্রাণ প্রিয় নবীজির শিক্ষার আলোকে প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথ পালনের মাধ্যমে কবির সে স্বর্গ রচনা করি-

'প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি মোরা পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের এই কুঁড়ে ঘরে'।

ডাঃ হাফীযুদ্দীন আর নেই

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অন্যতম শুভাকাংখী, জমিদাতা ও আমৃত্যু হোমিও ডাক্তার আলহাজ্জ হাফীযুদ্দীন গত ৫ই মে সোমবার সকাল ৭ ঘটিকায় উত্তর নওদাপাড়াস্থ স্বীয় বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন*। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি একমাত্র স্ত্রী, সন্তান, নাতি-নাতিনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

আলহাজ্জ ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন রাজশাহী মহানগরীর শাহ্ মাখদুম থানার অন্তর্গত উত্তর নওদাপাড়ায় ১৯২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হুরমতুল্লাহ। ১৯৪৪ সালে তিনি রাজশাহী হাই মাদরাসা হ'তে ২য় বিভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৬ সালে কলকাতা হ'তে হোমিওপ্যাথিতে ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রাজশাহীতে অফিস সহকারী পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হবার পর রাজশাহী সিভিল সার্জন অফিস হ'তে ১৯৮২ইং সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি নওহাটা ইউ,বি ও হড়গ্রাম ইউ,সি-তে দীর্ঘদিন মেম্বার পদে নির্বাচিত হয়ে জনগণের সেবা করেন। তিনি হামীদপুর নওদাপাড়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ছিলেন। ভূগরাইল পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী, ভূগরাইল দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদের জমি দাতা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র একজন জমি দাতা ও হোমিও চিকিৎসক ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন কাসিমপুর উত্তর নওদাপাড়া জামে মসজিদের সভাপতি ছিলেন।

আত-তাহরীক-এর 'চিকিৎসা' কলামে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনেকগুলি মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি- সম্পাদক]।

কবিতা

প্রত্যুষ

-মুহাম্মাদ শাহ্জাহান আলী
মহেশ্বরপাশা বাজার (হক ছাহেবের বাড়ী)
বি,আই,টি, দৌলতপুর, খুলনা।

ভোরের আলো ঝলোমলো
কলকলিয়ে হাসে,
ফুল বাগানে ফুলপরীরা
হাওয়ার পাশে পাশে।
চারিদিকে এ কোন আমেজ
পবিত্রতার শিহরণ,
স্নিগ্ধ-শীতল আহ্বানে
হৃদয়-মনে আলোড়ন।
মোরগ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে
আঁধারগুলো হচ্ছে ক্ষীণ,
কার শেখানো এ আহ্বান
ফুঁকায় জোরে মুওয়াযযিন।
ভাবি মনে কে কারিগর
এমন মধুর সৃষ্টি কার?
জানাই তাঁকে কৃতজ্ঞতা
শোকর করি হাযার বার।

***

প্রভু

-মির্জা পিয়ার আলী
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
বস্ত্র দপ্তর, ঢাকা।

আর পারি না ওগো প্রভু,
তোমার কাছে ভিক্ষা চাই।
জীবনে-মরণে ওগো,
তোমার কাছে দীক্ষা চাই।
তোমার দয়ায় চলি-ফিরি,
তোমাকে নিয়ে গর্ব করি।
তোমার করুণায় হাসি-খেলি,
তোমার ইচ্ছায় মরি।
যেথায় পার পাহাড় গড়,
যেথায় পার গড় নদী।
সবই তোমার খেয়াল-খুশী,
সবই তোমার মর্জি।
আকাশ-পাতাল ভুবন জুড়ে,
তোমার যত লীলা,
মানব-দানব পশু-পাখি,
সবই তোমার খেলা।
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা,
তোমার কথায় চলে,
শয়নে-স্বপনে সবে
তোমারই গুণগান করে।
জ্ঞানী, গুণী, ধনী,গরীব,
সবই তোমার গড়া,
তোমার খেলায় পাগল সবে
তোমায় বুঝে যারা।
তোমার ইচ্ছায় জন্ম আমার,
তোমার ইচ্ছায় যুবক।
তোমার ইচ্ছায় বৃদ্ধ সবে,
মরণ পথের চাতক।
একাল পরে পরকালে,
কিবা হবে তাই।
তাইতো ভেবে তোমার কাছে,
তোমার সন্তোষ চাই।

***

বাঁচাও জনগণে

-মুহাম্মাদ শরীফ ফেরদাউস
গ্রাম- জোংড়া, পোঃ সরকারের হাট
পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও
পীর ফকীরের কবরখানা,
বুলেট, বোমায় উড়িয়ে দাও
ভণ্ড পীরের আস্তানা।
শিরনি দেয়া মাযার পরে
সেই উদ্দেশ্যে মানত মানা!
বন্ধ করো চিরতরে
পীরকে দেয়া নযরানা।
পাগড়ী ধরে মুরীদ করা
পীরের পায়ে লুটিয়ে পড়া,
শিরকী কাজের এই আসরকে
বোমা মেরে করো সারা।
ভণ্ড পীর-ফকীরদেরে
গালে কয়েক জুতা মেরে,
মুরীদ ধরা পাগড়ীটারে
হেঁচকা টানে ফেল ছিড়ে।
কুরআন-হাদীছের মশাল দিয়ে
এসব পীর ফকীরকে দাও জ্বালিয়ে
পীর-মাযার ভক্ত আদমেরে
আল্লাহ্র গযব থেকে নাও বাঁচিয়ে।

***

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী

-শাপলা
প্রফেসরপাড়া
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

বুশ তোমায় উপাধি দিলাম আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী,
অবাস্তব নয় বাস্তবে তুমি দৈত্য নামক সর্বগ্রাসী।
জন্মের সময় অশান্তি বুঝি প্রভু তোমার বুকে দিয়েছিলেন বেধে,
তাই ভালোবাস খেতে মানুষের সুখ-শান্তি বোমার আগুনে রেঁধে।
আনন্দ পাও দেখে মানুষের রক্ত,
তৃপ্তি পাও মানুষের চোখের জলে দেহ করে সিক্ত।
হ'তে চাও তুমি পৃথিবীর ভয়ংকর ডাইনোসর,
গায়ের শক্তি বাড়াতে তাই খাও মানুষের চর্বির তোলা সর।
শোন না তুমি পৃথিবীর কারো মানা,
রাত-দিন ভাবো কিভাবে দেওয়া যায় মুসলমানের উপর হানা।
কেন তুমি এত নিষ্ঠুর-নির্দয়?
নেই কি তোমার দেহে মায়া-মমতা কোমল হৃদয়?
আজ তোমার কারণে ধরণী উত্তপ্ত,
এত যে মানুষ মারছ এক বিন্দুও কি হও না অনুতপ্ত?
জানো আজ তুমি ছোট-বড় সবার কাছে ঘৃণার পাত্র,
নিজ হাতে ডোবালে তোমার শ্রদ্ধা-সম্মানের বহিত্র।
ইসলাম বিরোধী তুমি শয়তান বুশ,
দুনিয়াতে মুসলমানের বিশাল সাগরে ডুবে তুমি হয়েছ বেহুশ।
আল্লাহ্‌র এই ধরায় তুমি বসবাসের অযোগ্য
আর নয়, এবার বন্ধ কর নিধনযজ্ঞ।

***

গোঁড়ামী

মুহাম্মাদ শহীদুল মুলক
মুলক ভিলা
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

গোঁড়ামীতে ঘটায় সূত্রপাত ঝগড়ার,
এতেই প্রমাণ হয় মানুষের মূর্খতার।
সমাজের বুদ্ধিমান মানুষ যাঁরা,
গোঁড়ামীকে এড়িয়ে চলে তাঁরা।
আপোষ কামনা করে সদা বুদ্ধিমানেরা,
জীবনভর আস্বাদন করে শান্তি-শৃংখলা।
গোঁড়ামী পরিহার করে চলো সবাই,
শান্তিতে বসবাস করিতে যদি চাও এই ধরায়।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞানের বিভিন্ন যন্ত্র) -এর সঠিক উত্তরঃ

১. রাডার (Radar)
২. রেইন গজ (Rain Gauge)
৩. মাইক্রোস্কোপ (Microscope)
৪. থার্মোমিটার (Thermometer)
৫. ম্যানোমিটার (Manometer)

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মসজিদে যিরার সম্পর্কীয়) -এর সঠিক উত্তরঃ

১. ইহা মুনাফিক্বদের নির্মিত মসজিদ। এখানে তারা গোপন পরামর্শ করত।
২. মুনাফিক্বরা।
৩. ৯ম হিজরীতে।
৪. ১২ জন।
৫. আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছিলেন।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধার আসর)ঃ

১. দুই অক্ষরের নাম যার অতি যত্নে রয়
শেষের অক্ষর বাদ দিলে খাওয়ার জিনিষ হয়।
২. দুই অক্ষরে নাম যার মানুষের উপকার করে
শেষের অক্ষর বাদ দিলে শরীরের অঙ্গ বলে তারে।
৩. দুই অক্ষরে নাম যার একটি অঙ্গকে বুঝায়
শেষের অক্ষর বাদ দিলে সবার প্রিয় হয়।
৪. মামা আমি নই তবুও সবাই মামা কয়
শেষের অক্ষর বাদ দিলে মজা করে খায়।
৫. তিন অক্ষরে নাম যার মানুষের কাছে রয়
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে অল্প জিনিস বুঝায়।

❐ সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক
সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ফুল ও ফল)ঃ

১. সবচেয়ে সুস্বাদু ফল কোন্‌টি?
২. (সাধারণত) কোন্ ফলের ফুল সাদা?
৩. গোলাপ ফুল কোথা থেকে এসেছে?
৪. পেঁপে কোন দেশ থেকে এসেছে?
৫. বাংলাদেশের কোন্ যেলা আমের জন্য বিখ্যাত?

❐ সংগ্রহেঃ হাবীবুর রহমান
প্রচার সম্পাদক, সোনামণি
নওদাপাড়া মাদরাসা শাখা।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী॥ ২৩ এপ্রিল, বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে মারকায শাখার দুই শতাধিক সোনামণির উপস্থিতিতে বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

হাফেয রূহুল আমীনের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি ভাল ছাত্র হওয়ার উপায়, সোনামণিদের ৭টি স্থায়ী হক্ব, সাধারণ জ্ঞান সহ সোনামণি সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, ইমামুদ্দীন ও আব্দুর রশীদ।

প্রশিক্ষণ শেষে 'সোনামণি শিক্ষা সফর-২০০৩'-এর রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন প্রধান অতিথি।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা হ'ল-

১. প্রথমঃ আব্দুল হামীদ (রাজশাহী)

২. দ্বিতীয়ঃ মুহাম্মাদ আলী (রাজশাহী)

৩. তৃতীয়ঃ হাবীবুর রহমান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)

৪. চতুর্থঃ আব্দুর রশীদ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

রাজশাহী মহানগরীঃ গত ১৫ এপ্রিল মঙ্গলবার শামসুন্নাহার ইসলামিয়া মাদরাসায়; ১৭ এপ্রিল সপুরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২০ এপ্রিল হরিষার ডাং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ও ২২ এপ্রিল দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ সমূহে সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দান করেন রাজশাহী মহানগরী 'সোনামণি'র প্রধান উপদেষ্টা ও রিভারভিউ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব নূরুল হুদা। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন মীযানুর রহমান, নযরুল ইসলাম, খুরশিদ আলম, আব্দুল হালীম সরকার, তরীকুল ইসলাম, আবুল কালাম আযাদ, শফীকুল ইসলাম, ইউনুসুর রহমান, আব্দুল খাবীর, জাহাঙ্গীর আলম, ইমরান আলী প্রমুখ।

গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ ২রা মে, শুক্রবারঃ অদ্য হাজীনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বেলা ১১-টা হ'তে মুহাম্মাদ বকুলের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন ইসলামিক সেন্টার, ত্বায়েফ, সঊদী আরবের দাঈ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল বারী।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলয়াস এবং ইমামুদ্দীন। আব্দুল হালীম বিন ইলয়াস সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, গুণাবলী, বাড়ীতে প্রবেশের ইসলামী রীতি এবং সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। ইমামুদ্দীন শিশুদের মেধা বিকাশের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী, সাধারণ জ্ঞান ও ধাঁধা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। বৈঠক পরিচালনা করেন সোনামণি অত্র উপযেলার উপদেষ্টা ডাক্তার আব্দুল মতীন।

প্রশিক্ষণে ৬০ জন সোনামণি ও ৩০ জন দায়িত্বশীল সহ, অভিভাবক ও অনেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী॥ ২রা মে, শুক্রবারঃ অদ্য খানপুর এবতেদায়ী মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ৯-টায় শারমীন খাতুন-এর কুরআন তেলাওয়াত ও রোকসানা খাতুনের জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন অত্র শাখার পরিচালক আব্দুল আযীয। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠন, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী যেলা সহ-পরিচালক আব্দুল মুক্বীত। তিনি ইসলামী আদর্শের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন।

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক অত্র আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আজকের শিশু-কিশোর ও সোনামণি সংগঠন' শিরোনামের উপর গুরুত্বপূর্ণ খুৎবা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, 'সোনামণি' পিয়ারপুর ও খানপুর শাখা সম্মিলিতভাবে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

মহব্বতপুর, মোহনপুর, রাজশাহী॥ ২রা মে, শুক্রবারঃ অদ্য মহব্বতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ আছর দেলওয়ার হোসাইনের কুরআন তেলাওয়াত ও বুলবুল আহমাদ-এর সোনামণি জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠন, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি রাজশাহী যেলা সহ-পরিচালক আব্দুল মুক্বীত। তিনি গঠনতন্ত্র হ'তে সোনামণি কি? লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, নীতি বাক্য ও গুণাবলীর উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। উক্ত প্রশিক্ষণে সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন সোনামণি মোহনপুর থানা সহ-পরিচালক জান মুহাম্মাদ। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি বালক-বালিকাদের মাঝে পৃথক দু'টি নতুন শাখা গঠন করা হয়।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা -২০০৩

প্রতিযোগিতার বিষয়

সোনামণিদের জন্যঃ

(১) **তাজবীদ সহ বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতঃ** সূরা কাহ্‌ফ, ৪৫-৪৭নং আয়াত।

(২) **আক্বীদাহ বিষয়ক ২৭টি প্রশ্নোত্তরঃ** ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা (এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী) ঢাকা, কর্তৃক প্রকাশিত (১ম হ'তে ২৭টি প্রশ্ন) এবং সোনামণি সংগঠন, সাধারণ জ্ঞান, মেধা পরীক্ষা, সোনামণি গঠনতন্ত্র ও জ্ঞানকোষ-১ এর আলোকে।

(৩) **৫ টি সোনামণি জাগরণীঃ** কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত।

(৪) **দলগত সংলাপঃ** সদস্য সংখ্যা ৪ জন। সময়ঃ ৭ মিনিট। বিষয়ঃ কবরপূজা/মাদকতা।

(৫) **ছবি অংকনঃ** প্রাণীবিহীন প্রাকৃতিক দৃশ্য।

সোনামণি যেলা, উপযেলা, মহানগরী, শাখা পরিচালক ও উপদেষ্টাদের জন্যঃ

(৬) 'সোনামণি সংগঠন বাস্তবায়ন পদ্ধতি'-এর উপর বক্তৃতা। সময়ঃ ৫ মিনিট।

প্রতিযোগিতার নীতিমালাঃ

(১) প্রতিযোগীদের অবশ্যই সোনামণি গঠনতন্ত্র, জ্ঞানকোষ-১ সংগ্রহ ও ভর্তি ফরম পূরণ করতে হবে এবং স্ব-স্ব যেলা পরিচালক, 'সোনামণি'-এর সুপারিশপত্র সঙ্গে আনতে হবে।

(২) কোন প্রতিযোগী ৩টির অধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

(৩) সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেয়া হবে।

(৪) শাখা, উপযেলা, মহানগরী ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব-স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবে এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ দিবে।

(৫) প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন বিচারক থাকবেন এবং বিষয়ানুসারে বিচারকমণ্ডলী পরিবর্তন হবেন।

(৬) প্রতিযোগিতার বিষয়াবলীর ক্রমিক নং ১, ৩, ৪, ৬ ও ২-এর আক্বীদাহ বিষয়ক ২৭টি প্রশ্নোত্তর মৌখিকভাবে এবং ৫ ও ২-এর সোনামণি সংগঠন, সাধারণ জ্ঞান ও মেধাপরীক্ষা লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

(৭) ২নং বিষয়ের সোনামণি সংগঠন, সাধারণ জ্ঞান ও মেধাপরীক্ষার জন্য সোনামণি গঠনতন্ত্র সম্পূর্ণ ও জ্ঞানকোষ-১ এর ইসলামী জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, ধাঁধা ও সংগঠন বিষয়ক অধ্যায় হ'তে প্রশ্ন করা হবে।

(৮) বিচারকমণ্ডলী মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত ১, ৩, ৪ ও ৬ নং বিষয়ের জন্য সর্বোচ্চ ২০ নম্বর এবং ২ নং এর আক্বীদা বিষয়ক প্রশ্নোত্তরের জন্য সর্বোচ্চ ১৫ নম্বর প্রদান করবেন। তন্মধ্যে সোনামণিদের আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার (চুল, নখ ও শরীরের বাহ্যিক দিক সহ) জন্য ২ নম্বর প্রদান করবেন।

(৯) বিচারকমণ্ডলী লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত ক্রমিক নং ৫ এর জন্য ১০০ এবং ২ এর লিখিত বিষয়ের জন্য ৫৫ নম্বরের মধ্যে খাতাসমূহ নিরীক্ষা করবেন।

(১০) প্রতিযোগিতার বিষয়ের ক্রমিক নং ৫ এর ছবি অংকনের জন্য আর্ট পেপার সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে এবং যেলার বাছাইকৃত প্রথম তিন জনের অংকনকৃত তিনটি ছবি কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে।

(১১) স্ব-স্ব শাখা/উপযেলা/মহানগরী/যেলার সোনামণি পরিচালক আন্দোলন ও যুবসংঘের সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(১২) বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল তালিকাসহ শাখা উপযেলাকে, উপযেলা যেলাকে এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

(১৩) প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(১৪) প্রতিযোগিতার সকল ক্ষেত্রে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৩-এর জন্য গঠিত পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

বিঃ দ্রঃ প্রতিযোগিতার তারিখ পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।

❐ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের অন্যতম প্রধান রুট

বাংলাদেশ এখন আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের অন্যতম প্রধান রুটে পরিণত হয়েছে। মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হ'লেও এই দেশ হয়েই প্রধানত হেরোইন যাচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বাজারে।

জানা গেছে, অনেক দিন ধরেই বাংলাদেশকে হেরোইন পাচারের আন্তর্জাতিক রুট হিসাবে ব্যবহার করলেও গত চার-পাঁচ বছর থেকেই পাচারকারীরা এ দেশকে সবচেয়ে নিরাপদ মনে করছে। কমপক্ষে ৩০টি রুট দিয়ে স্থল এবং নৌপথে এ দেশে মাদক প্রবেশ করে উন্নত বিশ্বে যাচ্ছে বিমান এবং জাহাজে করে।

একাধিক প্রবাসীর ভাষ্য মতে, লণ্ডনের বাঙালি পাড়ায় যেসব তরুণ হেরোইনসেবী রয়েছে, তাদের প্রায় সবার হাতেই পৌঁছে যায় এদেশ থেকে যাওয়া হেরোইন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের কিছু বাঙালি অসৎ ব্যবসায়ীর হাত রয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশের পূর্বে রয়েছে মায়ানমার, থাইল্যাণ্ড ও লাওসের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা নিয়ে গঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ হেরোইন উৎপাদন এলাকা 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল'। উত্তরে রয়েছে ভারত, নেপাল ও ভুটান নিয়ে গঠিত মাদক উৎপাদন এলাকা 'গোল্ডেন ওয়েজ' এবং পশ্চিমে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'। এছাড়া উত্তর মায়ানমার ও ভারতের মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও অরুণাচল রাজ্যে ওষুধে ব্যবহারের জন্য বৈধভাবেই হেরোইন উৎপাদন হয়। বাংলাদেশকে ঘিরে থাকা এসব উৎপাদন এলাকার কারণেই আন্তর্জাতিক পাচারের রুট হিসাবে এ দেশের ঝুঁকি বাড়তে থাকে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল, উত্তর মায়ানমার এবং ভারতে উৎপাদিত হেরোইন সাধারণত ভারতের কলকাতা, মাদ্রাজ ও মুম্বাই হয়ে বিদেশে পাচার হয়। অন্য একটি অংশ থাইল্যাণ্ড ও রেঙ্গুন হয়ে পাচার হয়। দ্বিতীয় রুটটি বিগত বছরগুলিতে কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠলে বাংলাদেশ সে স্থান দখল করেছে। তবে 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট' অঞ্চলের হেরোইন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ দেশের উপর দিয়ে পাচার হয়।

এ দেশের উপর দিয়ে যে হেরোইন উন্নত বিশ্বে পাচার হয়, তা 'হোয়াইট সুগার' হিসাবে পরিচিত। মুনাফার পরিমাণ ৩০ থেকে ৭০ গুণ পর্যন্ত বেশী হওয়ার কারণেই এই অঞ্চল থেকে হেরোইন ঢুকছে পশ্চিমা বাজারে। বিভিন্ন রুটের মধ্যে বিস্তৃত বনাঞ্চল, পার্বত্য ভূমি, বঙ্গোপসাগরে চলাচলরত বাংলাদেশ, মায়ানমার ও থাইল্যাণ্ডের মাছ ধরার ট্রলার প্রভৃতি মাধ্যমে এ দেশে সহজে হেরোইন প্রবেশ করে। মাছের ডালা, কাকড়ার ঝাঁপি, কাপড়ের বাণ্ডিল ইত্যাদিও হেরোইন বাহনের অন্যতম মাধ্যম। তাছাড়া অনেকে শরীরের সঙ্গে বিশেষভাবে বহন করেও এ দেশে হেরোইন নিয়ে আসে।

পুলিশ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একাধিক সূত্রের বক্তব্য হচ্ছে, মাদক ব্যবসায়ীরা সারা বিশ্বেই শক্তিশালী। এ দেশেও মাদক ব্যবসা এবং পাচারের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের যেসব মানুষের নাম শোনা যায়, তাদের ধরার ক্ষমতা অনেকেরই নেই।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আগামী নেতৃত্ব বাংলাদেশের

-ডঃ মঈন খান

দেশের নিজস্ব ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ এবং এ সংক্রান্ত শিল্প-কারখানার প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে গত ২৪ এপ্রিল থেকে ঢাকার শেরেবাংলানগর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ৩ দিনব্যাপী জাতীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য-প্রযুক্তি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমন্ত্রী ডঃ আব্দুল মঈন খান প্রধান অতিথি হিসাবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আগামী নেতৃত্ব হবে বাংলাদেশের। কারণ অর্থনির্ভর প্রযুক্তির দিন শেষ হয়ে গেছে। নতুন প্রযুক্তি ও নেতৃত্ব হবে মেধানির্ভর। আর সেই মেধা বাংলাদেশের তরুণদের রয়েছে। সুতরাং আমাদের হতাশ হবার কিছু নেই। মেধার ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা এদেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারব। এজন্য দেশে বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির চর্চা এবং গবেষণা বাড়াতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশই এগিয়ে যেতে পারেনি মন্তব্য করে ডঃ মঈন খান আরো বলেন, তথ্য-প্রযুক্তিই (আইসিটি) আমাদের ভবিষ্যত বদলে দিতে পারে। আর এই আইসিটির প্রাণ হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স। ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির সুফল যে জাতি যত বেশী আয়ত্ত করতে পেরেছে, সে জাতি ততো বেশি উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। দেশে ইলেকট্রনিক্স শিক্ষা গবেষণা এবং নিজস্ব ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প-কারখানা গড়তে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সাধারণ গণমানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নিজস্ব প্রযুক্তি নির্ভর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানা সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া। সেজন্য ইলেকট্রনিক্স খুবই সম্ভাবনাময় খাত। বাংলাদেশের মানুষের মেধা ও বুদ্ধিমত্তাও ইলেকট্রনিক্স সংক্রান্ত কাজের জন্য বেশ উপযোগী। এ অবস্থায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইলেকট্রনিক্স শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সকল সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন, ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইলেকট্রনিক্স শিল্পের চর্চার মাধ্যমে জাপানে যে পরিবর্তন এসেছিল সে ধরনের পরিবর্তন আগামী ১০ বছরে বাংলাদেশেও আসবে। আর সেই লক্ষ্য নিয়ে ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে আমাদের মেধা ও যোগ্যতাকে সবার সামনে উপস্থাপনের এবং বিজ্ঞানী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের সমন্বয় ঘটিয়ে গ্রাহকের সাথে পরিচিতি সহ বাজার সৃষ্টির জন্যই দেশে প্রথমবারের মত এই প্রদর্শনীর আয়োজন।

কোন এনজিও রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবে না

'এনজিও'র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে নীতিমালা তৈরী করে সুপারিশ পেশ করার জন্য ২০০১ সালের ২৮ নভেম্বর গঠিত মন্ত্রীসভা কমিটি প্রায় দেড় বছরের মাথায় তাদের সুপারিশ

চূড়ান্ত করে ২৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতরে সুপারিশ পেশের পর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া তার সরকারী বাসভবনে এক প্রেস ব্রিফিং-য়ে সাংবাদিকদের বলেন, এনজিও'র কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশে ভাল কোন আইন নেই। বর্তমান সরকার এনজিও'র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সুপারিশ তৈরী করতে মন্ত্রীসভা কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ১০টি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি সুপারিশ তৈরী করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছে। সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে একটি কমিটি গঠন করা হবে। সুপারিশগুলির মধ্য থেকে যেগুলি এনজিও ব্যুরো সরাসরি বাস্তবায়ন করতে পারবে সেগুলি সরাসরি বাস্তবায়ন করা হবে। যে সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য আইনের সংশোধনী দরকার রয়েছে, সেগুলি জাতীয় সংসদে পেশ করে আইনে পরিণত করা হবে।

আবদুল মান্নান ভূঁইয়া জানান, কোন এনজিও যাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে না পারে এজন্য এনজিও'র সংজ্ঞা নতুন করে তৈরীর সুপারিশ করা হয়েছে। কোন এনজিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট এনজিও কার্যকরী কমিটি বাতিল করে সরকার থেকে ৫ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করে দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। কোন সংস্থা বা এনজিও বিলুপ্ত হ'লে সংশ্লিষ্ট এনজিও বা সংস্থার টাকা ও অন্যান্য সম্পদ একই ক্যাটাগরির অন্য এনজিওতে স্থানান্তর করা হবে।

একই পরিবারের একাধিক সদস্য এক ব্যাংকের পরিচালক হ'তে পারবেন না

ব্যাংক কোম্পানীতে 'পরিবার প্রথা' বাতিল করা হয়েছে। এক ব্যাংকে এক পরিবারের একজনই কেবল পরিচালক থাকতে পারবেন। পরিবার বলতে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন এবং কোন পরিচালকের উপর নির্ভরশীলদের বোঝানো হয়েছে। তবে বর্তমানে যেসব ব্যাংকে পরিচালকদের পরিবারের একাধিক সদস্য রয়েছেন, তারা চলতি মেয়াদ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। মেয়াদ শেষ হ'লে নতুন করে পরিবারের একাধিক সদস্য পরিচালক নির্বাচিত হ'তে পারবেন না।

এদিকে ব্যাংকে পরিচালকের সংখ্যা ১৩ জনে সীমিত করা হয়েছে। তবে যেসব ব্যাংকে ১৩-এর অধিক পরিচালক আছেন, তারা বর্তমান মেয়াদ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের 'ব্যাংক কোম্পানীতে পরিচালনা পরিষদ গঠন এবং পরিচালক নিয়োগে যোগ্যতা ও উপযুক্ততা' সম্পর্কিত এই কঠোর নীতিমালা জারি করেছে। গত ২৬ এপ্রিল এই নীতিমালা ব্যাংকগুলিতে পাঠানো হয়। একই দিন বাংলাদেশ ব্যাংক অপর এক নির্দেশে কোন ব্যাংক পরিচালক এক নাগাড়ে দুই মেয়াদে ছয় বছরের বেশি পরিচালক থাকতে না পারার আইনি বাধ্যবাধকতা পালনের একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই নির্দেশে বলেছেন, যেসব পরিচালক ইতিমধ্যেই দুই মেয়াদে ছয় বছর সময় পার করেছেন তারা তাদের বর্তমান মেয়াদ শেষ করতে পারবেন। কিন্তু পরের এজিএমে তিনি আর নির্বাচিত হ'তে পারবেন না।

ব্যাংক পরিচালকদের ৮-টি সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও উপযুক্ততার শর্ত দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে, কোন পরিচালকের অন্তত ১০ বছর কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক অথবা পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অন্য সাতটি যোগ্যতার বিষয়ে পরিচালক নিয়োগের আগেই একটি ঘোষণাপত্র আগ্রহীকে চেয়ারম্যানের কাছে জমা করতে হবে। এজিএমে পরিচালক নির্বাচিত হ'লে ঘোষণাপত্রটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পাঠাতে হবে।

এই ঘোষণার মধ্যে পরিচালক ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হননি কিংবা কোন জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যকোন অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত নন, কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় তার বিরুদ্ধে আদালতের রায়ে কোন বিরূপ পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য নেই, কখনো কোন আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোনো নিয়ামক সংস্থার বিধিমালা বা প্রবিধান বা নিয়মাচার লঙ্ঘনের কারণে দণ্ড হয়নি, এমন কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, যার লাইসেন্স বাতিল করা বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হয়েছে, নিজের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন খেলাপি ঋণ নেই, কখনো কোন আদালত দেউলিয়া ঘোষণা করেনি এবং পরিবারের অন্য কোন সদস্য ব্যাংকের পরিচালক নয় মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে।

ঢাকা-বরিশাল রুটে বিমানের বাণিজ্যিক ফ্লাইট চালু

গত ২৪ এপ্রিল জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আনুষ্ঠানিকভাবে বরিশাল সেক্টরের ফ্লাইট উদ্বোধন করেন।

টানা ৪ বছর ৮ মাস পর ঐদিন পুনরায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র বরিশালের আকাশে জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-এর 'এস-২ এসিওয়াই' নম্বরের উড়োজাহাজ পাখা মেলেছিল।

প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বরিশাল বিমানবন্দর নির্মাণ শেষে ১৯৯৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস বরিশাল সেক্টরে বিমান ফ্লাইট উদ্বোধন করেন। কিন্তু নানা খোঁড়া যুক্তিতে বিগত সরকার ১৯৯৮ সালের ২১ আগষ্ট থেকে বরিশাল সেক্টরে বিমান ফ্লাইট পরিচালনা বন্ধ করে দেয় এবং ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই অর্থনৈতিকভাবে আশ্রয়ী বিমানের এটিপি এয়ার ক্রাফট দু'টিও বন্ধ করে দেয়া হয়।

বরিশাল-ঢাকা আকাশপথে যাত্রী ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ১১৫০ টাকা। প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে বিকেল ৪-টা ও বরিশাল থেকে বিকেল ৫-টায় বিমান ফ্লাইট চলাচল করবে।

দেশে মাদক আইনে মামলা ৪৭ হাযার, আটক ৪৮ হাযার

১৯৯০ থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত মাদকদ্রব্য আইনে ৪৭ হাযার মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে একই আইনে দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটকের সংখ্যা ৪৮ হাযার। এছাড়া এ যাবৎ মাদকদ্রব্য বিক্রয় ও সংরক্ষণের অভিযোগে ৮৪জন

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। এদিকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কোন অস্তিত্ব না থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশে মাদক হিসাবে ফেনসিডিলের আগ্রাসন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আশংকার কথা হচ্ছে, কেবল বাংলাদেশে পাচারের লক্ষ্যেই ভারতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কারখানা। গত ২৭ এপ্রিল দৈনিক প্রথম আলো আয়োজিত 'বাংলাদেশের মাদক সমস্যা-আমাদের করণীয়' শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় উল্লেখিত তথ্য প্রকাশ করা হয়।

নন-ব্যালটি হজ্জযাত্রীদের টাকা কিস্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে জমা দিতে হবে

আগামী ২০০৪ সালে হজ্জ মৌসুমে নন-ব্যালটি হজ্জযাত্রীদের টাকা ৩ কিস্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। প্রতারক হজ্জ এজেন্সিদের অপতৎপরতা বন্ধের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া হজ্জযাত্রীদের ঢাকাস্থ হাজী ক্যাম্প এবং প্রতিটি যেলার সিভিল সার্জন অফিস থেকে মেনিনজাইটিস টিকা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা সনদপত্র দেওয়া হবে। নন-ব্যালটি হাজীদের সুবিধা বিবেচনা করে প্রাথমিকভাবে এই উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

গত ২৩ এপ্রিল ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত হজ্জ ব্যবস্থাপনা ২০০৩ সম্পর্কিত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রাথমিকভাবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হজ্জযাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য আগামী হজ্জ মৌসুমে মক্কায় অস্থায়ীভাবে একজন হজ্জ অফিসার নিয়োগের পরিবর্তে মক্কা, মদীনা ও মিনায় ৩ জন হজ্জ অফিসার নিয়োগের প্রস্তাব পেশ করা হয়।

সভায় বলা হয়, হজ্জ কাফেলার মাধ্যমে নন-ব্যালটি হজ্জযাত্রীদের টাকা হাতে হাতে পরিশোধ করায় প্রতিবছরই কিছু হাজী প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। আগামী বছর থেকে সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জে গমনেচ্ছুদের পাশাপাশি নন-ব্যালটি হজ্জযাত্রীদের টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধর্মপ্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাহজাহান। সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব লুৎফর রহমান চৌধুরী, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এম আলী আকবর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শেখ এ,কে মোতাহার হোসেন সহ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য বিভাগ ও তথ্য অধিদফতরের প্রতিনিধি এবং হাব-এর সভাপতি ও মহাসচিব উপস্থিত ছিলেন।

কপিরাইট লঙ্ঘনকারী দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের নাম বাদ

আন্তর্জাতিক কপিরাইট লঙ্ঘনকারী দেশের তালিকা থেকে শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ২৮ এপ্রিল ষ্টেট ডিপার্টমেন্টে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী (দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক) মিস ক্রিস্টিনা রোকার সঙ্গে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ হাসান আহমাদের দীর্ঘ বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে ২৯ এপ্রিল বাংলাদেশের নাম বাদ দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, বুশ প্রশাসনের উদ্যোগে এই তালিকাটি প্রকাশিত হয়। এই তালিকায় বাংলাদেশের নাম রয়ে গেলে গার্মেন্টস সহ বিভিন্ন পণ্যের জন্য যে লবিং চলছে তাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশংকা দেখা দিত।

বিদেশ

যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ৩০ লাখ লোকের উপর কড়া নযর

যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ৪.৫% অর্থাৎ প্রায় ১৩ মিলিয়ন লোকের উপর এফবিআইসহ বিভিন্ন সংস্থার কড়া নযর রয়েছে। সন্ত্রাসী ট্র্যাকিং কর্মসূচীর আওতায় এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে। 'বিজনেস উইক' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যাদের সার্বক্ষণিক নযরদারিতে রাখা হয়েছে তাদের ৯৯%-এরই সন্ত্রাসের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট, কাস্টমস সার্ভিস, এফবিআই, সিআইএ প্রভৃতি সংস্থার এই সন্দেহভাজন তালিকায় রয়েছে মুসলিম ইমিগ্র্যান্ট এবং ট্যুরিষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক নাগরিকের নামও রয়েছে এই তালিকায়।

'গুয়ান্টানামো বে' বন্দী শিবিরে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে

আফগান যুদ্ধের সময় বহুল আলোচিত যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত নির্যাতন শিবির 'গুয়ান্টানামো বে'র কথা ইরাকে আগ্রাসনের ডামাডোলে কিছুটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু এই কুখ্যাত 'বন্দীশালার' নির্যাতন কাহিনী আবার শিরোনাম হয়ে উঠে এসেছে বৃটেনের প্রভাবশালী 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায়। পত্রিকা লিখে, গুয়ান্টানামোর নির্যাতন শিবিরে সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে আটক অসংখ্য আফগান যুবকের মধ্যে ১৬ বছর এমনকি তারও কম বয়সী অনেক তরুণ রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাদের উপর চালানো হচ্ছে বর্বরতম নির্যাতন। নৃশংসতার সকল আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

গার্ডিয়ান লিখেছে, মার্কিনীদের দাবী এসব তরুণরা নাকি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল এবং এদেরকে শত্রুপক্ষের যোদ্ধা হিসাবে ধরা হয়। জেনেভা কনভেনশনকে পদদলিত করে মার্কিন সরকার আফগান যুদ্ধবন্দীদের এখানে এনে নির্যাতন চালাচ্ছে এক বছরের বেশী সময় ধরে। শুধু আফগানিস্তান নয় যুক্তরাষ্ট্রের কল্পিত 'আল-ক্বায়েদাহ নেটওয়ার্কের' সাথে যুক্ত সন্দেহে আটক ৪২টি দেশের ৬শ' ৬০ জন বন্দী রয়েছে এখানে। তবে প্রকৃত বন্দীর সংখ্যা কত কেউ তা জানে না। এদের কারো বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হচ্ছে না। আবার তাদেরকে আইনের সহায়তা গ্রহণ থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের একজন মুখপাত্র বলেন, 'গুয়ান্টানামো বে'তে বালক-তরুণদের আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন চালানোর ব্যাপারে মার্কিনীরা কোন অন্যায় দেখে না। মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে বুশ প্রশাসন কতটা দাম্ভিক হয়ে পড়েছে এই ঘটনা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

আগাম ধারণার ভিত্তিতেই যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে

-রামসফেল্ড

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড গত ২৮ এপ্রিল বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি হ'তে পারে এমন গোষ্ঠী ও

রাষ্ট্রগুলিকে আগাম ধারণার ভিত্তিতে খুঁজে বের করে মোকাবিলা করতে হবে। কাতারে মার্কিন বাহিনীর উপসাগরীয় কেন্দ্রীয় কমাণ্ডে আয়োজিত সেনা সমাবেশে তিনি একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে, তা ভালভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী ইরাকে ২ বছর থাকবে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বলেছেন, ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন দখলদারিত্ব দুই বছর স্থায়ী হ'তে পারে। ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ সময় পর্যন্ত মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে সেখানে থাকতে হবে। 'এনবিসি' টেলিভিশনকে ২৪ এপ্রিল দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বুশ আরো বলেন, যুদ্ধের শুরুতেই মার্কিন বিমানের আকস্মিক হামলায় ইরাকের নেতা সাদ্দাম হোসেন হয়তো নিহত হয়েছেন।

দক্ষিণ ইরাকে হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বানের প্রতি ইরান সহযোগিতা করবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বুশ ইরাকের জাদুঘরের মহামূল্যবান প্রত্নসামগ্রী লুট ও ধ্বংসের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করলেও যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, সেটা ছিল সাদ্দামের অত্যাচারে নিষ্পেষিত মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

'এনবিসি' টেলিভিশনকে বুশ বলেন, যারা বলছেন, ইরাকে গণতন্ত্র আসবে না আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। আমরা সেখানে ইতিমধ্যেই গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। দেশটিতে গণতন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে এবং ইরাকীদের হাতে দেশটির দায়িত্ব ফিরিয়ে দিতে আমাদের দুই বছর সময় লাগতে পারে।

মার্কিন সৈন্যদের বাগদাদ দখলের পর সৃষ্ট সহিংসতাকে প্রেসিডেন্ট বুশ 'বোতলের ছিপি খুলে হতাশার উদগীরণ' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সহিংসতার ঘটনায় তিনি অবাক হননি, তবে বাগদাদের বিশ্বখ্যাত জাদুঘরের মূল্যবান প্রত্নসামগ্রীর লুটপাট ও ধ্বংসে তিনি দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু তার মতে, মুক্তির আনন্দে ঐ ঘটনা ছিল স্বাভাবিক। যারা ঐ ঘটনা ঘটিয়েছেন তাদের আত্মীয়স্বজনরা শুধু মতের অমিল বা সাদ্দামের সামান্য সমালোচনা করায় নিগৃহীত, অত্যাচারিত বা খুন হয়েছেন। তবে তিনি আশ্বাস দেন যে, প্রত্নসামগ্রীগুলি উদ্ধারে যুক্তরাষ্ট্র সবরকম সহযোগিতা দেবে।

ডলার চুরির অভিযোগে পাঁচ মার্কিন সৈন্যের বিরুদ্ধে তদন্ত

মার্কিন সামরিক গোয়েন্দারা ইরাকের অর্থ ভাণ্ডার থেকে লাখ লাখ ডলার চুরি করার দায়ে ৫ জন মার্কিন সৈন্যের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে।

চতুর্থ ব্যাটেলিয়নের কমাণ্ডার লেঃ কর্ণেল ফিলিপ ডি ক্যাম্প বলেছেন, মার্কিন সৈন্যরা বাগদাদের কেন্দ্রস্থলে সাদ্দাম হোসেনের প্রাসাদের কাছে গোপন স্থান থেকে ৬০ কোটি ডলারের বেশী উদ্ধার করেছে। তিনি বলেন, একইভাবে মার্কিন সৈন্যরা তাদের নিজেদের জন্য লাখ লাখ ডলার গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

ডি ক্যাম্প বলেন, আমরা এখনও এ বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখছি এবং প্রায় সকল অর্থ উদ্ধার করছি। সৈন্যরা গত ২১ এপ্রিল একটি খালি বাড়ী থেকে ১শ' ডলারের নোট ভর্তি কয়েকটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র উদ্ধার করেছে। এই অর্থের পরিমাণ ৫০ কোটি ডলারের বেশী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই পাত্রগুলি পাওয়ার পর কয়েকজন সৈন্য এর থেকে লাখ লাখ ডলার সরিয়ে ফেলে। একজন অফিসার এ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন। তদন্ত কাজে জড়িত এক মার্কিন সেনা জানায়, এ যাবত তারা আনুমানিক ৯ লাখ ডলার উদ্ধার করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এর থেকে বেশী অর্থ চুরি হয়ে গেছে।

মার্কিন সামরিক তদন্ত বিভাগ ডলার চুরির দায়ে ৫ জন মার্কিন সেনাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

গত ২২ এপ্রিল মার্কিন সৈন্যরা একটি দেয়াল থেকে ১০ কোটি ডলার উদ্ধার করেছেন। গণবিধ্বংসী অস্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মার্কিন সৈন্যরা সরকারী ভবন ও ইরাক সরকারের ঊর্ধ্বতন সদস্যদের বাড়ী তল্লাশী চালিয়ে যাচ্ছে। ইরাক থেকে নগদ অর্থ, শিল্পকর্ম ও অস্ত্র চুরি করার জন্য সংবাদ মাধ্যমের লোকজন ও মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ভারতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে চায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে চাচ্ছে বলে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক গোপন দলীলে একথা বলা হয়েছে। রেডিট ডট কম বলছে, ওয়াশিংটনের ধারণা দেশটির কৌশলগত অবস্থান এশিয়ায় তাদের সুবিধাজনক বিকল্প ঘাঁটি এলাকা হ'তে পারে। রেডিট ডট কম মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরে প্রদত্ত একটি গোপন রিপোর্টের বরাত দিয়ে এই তথ্য প্রকাশ করেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের রিপোর্টে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ঘাঁটিতে প্রবেশাধিকার চায় এবং বিশেষ করে ভারতের মাটিতে বিমান ঘাঁটি স্থাপন করতে চায়।

রিপোর্টে বলা হয়, ভারতের কৌশলগত অবস্থান এশিয়ার মধ্যভাগে। সমুদ্র পথে এর সঙ্গে পূর্ব এশিয়ায় এবং মধ্যপ্রাচ্যের যোগাযোগ রয়েছে যা ভারতকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের ভাষ্য হ'ল, ভারত থেকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে বাকী বিশ্বের যোগাযোগ সহজ হবে এবং আঞ্চলিক সংকটে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে। এতে বলা হয়, এশিয়ায় প্রচলিত মার্কিন সম্পর্কের আকর্ষণীয় পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ভারত সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিকল্প এবং ভারতীয় সামরিক অবকাঠামোতে প্রবেশাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হ'তে পারে বলে অনেকেই মনে করেন।

একজন কর্মকর্তার মতে, এশিয়ায় জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সঊদী আরবের মত প্রধান মিত্রদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হ'লে ভারতের গুরুত্ব আরো বাড়বে। মার্কিন নৌবাহিনীও চায় পৃথিবীর বিপরীত প্রান্তে একটি তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ এলাকা যেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্যে তৎপরতায় সহায়তা করা যেতে পারে। মার্কিন কর্মকর্তা মনে করেন, ভারতের বৈচিত্র্যময় ভূমিতে ভারতীয়দের সঙ্গে প্রশিক্ষণ থেকেও মার্কিন সামরিক বাহিনী লাভবান হবে।

উল্লেখ্য, ভারত ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধ চলাকালে এবং ২০০১ সালে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চলাকালে মার্কিন যুদ্ধ বিমানগুলিকে রিফুয়েলিং সুবিধা দিয়েছিল।

মুসলিম জাহান

সঊদী আরব থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত

যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ ১৩ বছর পর সঊদী আরব থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সঊদী আরব ও মার্কিন কর্মকর্তারা গত ২৯ এপ্রিল এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

উসামা বিন লাদেনের 'আল-ক্বায়েদাহ' বিভিন্ন ইসলামী দল বহুদিন থেকেই সঊদী আরব থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে আসছিল। তবে সঊদী আরব ও মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন, বিন লাদেনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড সঊদী আরবে সংক্ষিপ্ত সফর শেষে সৈন্য প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করেন। সঊদী প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স সুলতানের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে রামস্‌ফেল্ড বলেন, পারস্পরিক মতৈক্যের ফলে মার্কিন সৈন্যরা সঊদী আরব ত্যাগ করবে। তিনি বলেন, ইরাকে সাদ্দাম সরকারের পতন ঘটায় উপসাগরীয় এলাকা বর্তমানে নিরাপদ। ফলে এই অঞ্চলে আমরা আমাদের সৈন্যদের পুনর্বিন্যাস করব। সংবাদ সম্মেলনে প্রিন্স সুলতান বলেন, 'অপারেশন সাউদার্ন ওয়াচ' শেষ হয়ে যাওয়ায় এখানে মার্কিন সৈন্য থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

উল্লেখ্য, 'অপারেশন সাউদার্ন ওয়াচে'র আওতায় মার্কিন ও ব্রিটিশ জঙ্গী বিমান দক্ষিণ ইরাকে উড্ডয়নমুক্ত এলাকায় টহল দিত। তিনি বলেন, মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের ফলে যুক্তরাষ্ট্র-সঊদী আরব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। অপারেশন ডেজার্ড স্টর্মের (১৯৯১ সালে কুয়েত মুক্ত করার জন্য মার্কিন অভিযান) আগে দু'দেশের মধ্যে যে সহযোগিতা শুরু হয়েছিল, ইরাক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও তা অব্যাহত থাকবে।

বাগদাদে প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ শিশু মারাত্মকভাবে আহত হচ্ছে

বাগদাদনগরী শিশুদের জন্য এখন এক মরণফাঁদ। শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোলাবারুদ ও বিস্ফোরকের আঘাতে প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ শিশু মারাত্মকভাবে আহত হচ্ছে। অন্যদিকে বাগদাদের হাসপাতালগুলিতে ব্যাপক লুটপাটের ফলে তাদের উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না।

বাগদাদের প্রধান হাসপাতাল ইয়ারমুক-এর চিকিৎসক ডাঃ মুহাম্মাদ আল-মুসোভি বলেন, বিভিন্ন বিস্ফোরণের ঘটনায় শিশুরা মারাত্মকভাবে আহত হচ্ছে। তাদের হাত ও হাতের আঙ্গুল উড়ে যাচ্ছে কিংবা শরীর পুড়ে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, শিশুরা বিস্ফোরকগুলির বিপদ সম্পর্কে না জেনেই সেগুলি নিয়ে খেলতে যায়। বসতবাড়ির আশপাশের যেসব এলাকা যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বেশির ভাগ শিশুই খেলতে গিয়ে আহত হচ্ছে।

তিনি জানান, এটা সবচেয়ে দুঃখজনক যে, বোমায় আহত শিশুরা উপযুক্ত চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছে না। কারণ হাসপাতালে চিকিৎসা সরঞ্জাম অপ্রতুল। তিনি বলেন, হাসপাতালে সার্জারিসহ ভালো চিকিৎসার আগে আমরা শিশুদের যেটুকু চিকিৎসা দিতে পারি, সেটুকু দিয়ে সাময়িকভাবে ওয়ার্ডে রাখি।

যদিও মার্কিন সৈন্যরা বলেছে, তারা পরিত্যক্ত বুলেট ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সরিয়ে ফেলার জন্য চেষ্টা করছে। তবে তিনি জানান, আমরা মার্কিন সৈন্যদের বিশ্বাস করি না।

ইরাকে ইসলামী সরকার কায়েম করতে দেয়া হবে না

-মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

ইরানী ধাঁচের ইসলামী সরকার না হ'লে ইরাকীরা তাদের নিজস্ব সরকার গঠনে স্বাধীন। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড ২৪ এপ্রিল একথা বলেন। ইরাকে একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ সম্ভাবনা দেখে তিনি এ উক্তি করেন।

এপি'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আপনারা (সাংবাদিকরা) যদি বলেন যে, একদল ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে ইরাকে একটি ইরানী ধাঁচের সরকার কায়েম হ'লে আমাদের অনুভূতি কি হবে? এ ব্যাপারে আমাদের জবাব হ'ল, তা হতে যাচ্ছে না।

তিনি বলেন, এখন আমাদের জন্য দেখার বিষয় হচ্ছে ইরাকীরা কিভাবে তাদের সরকার গঠন করে। তিনি বলেন, প্রথমে ইরাকে একটি অন্তর্বর্তী প্রশাসন ক্বায়েম করা হবে এবং পরে সেখানে জাতীয় সরকার হবে। এদিকে শী'আদের উত্থান দেখে মার্কিন প্রশাসন সংকিত হয়ে উঠেছে। কারণ তারা ইরাকে ইরানী ধাঁচের ইসলামী সরকার গঠনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

পরমাণু অস্ত্র সম্ভাব্য হামলা থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করছে

-পারভেজ মোশাররফ

পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচী সম্ভাব্য সামরিক হামলার লক্ষবস্তু হওয়া থেকে দেশটিকে রক্ষা করছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ সংবাদপত্রের কলাম লেখক ও সম্পাদকদের সাথে এক বিতর্ক অনুষ্ঠানে মতবিনিময় কালে একথা বলেন।

প্রেসিডেন্ট মোশাররফ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের একটি বক্তব্যের জবাব দেন। ভারত বলেছে, ইরাকের পর মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সম্ভাব্য হামলার উপযুক্ত লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে

পাকিস্তান।

পাকিস্তানেও একটি গুজব রটেছে, সে দেশ সম্ভাব্য হামলার পরবর্তী লক্ষ্য বস্তু। কেননা তার কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে এবং দেশটিতে ইসলামপন্থীদের উপস্থিতি আছে। মোশাররফ এই ধারণাকে 'অবাস্তব' আখ্যা দেন। তিনি বলেন, পরবর্তী অথবা শততম দেশ হিসাবেও পাকিস্তানের টার্গেট হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

বন্দী ইরাকীদের বিবস্ত্র করে বাগদাদের রাস্তায় ঘুরাচ্ছে মার্কিন সৈন্যরা

'অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল' ইরাকী বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের খবরে ক্ষুব্ধ হয়েছে। নরওয়ের একটি সংবাদ পত্রে এই খবর ছাপা হয়েছে এবং তার সঙ্গে ছবিও ছাপা হয়েছে। যে ছবিতে তিন নগ্ন ইরাকীকে বাগদাদের একটি পার্কের মধ্য দিয়ে মার্কিন সৈন্যদের প্রহরা দিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।

অসলোভিত্তিক দাগব্লাডেট পত্রিকা বলেছে, চারজন ইরাকী বাগদাদের একটি পার্কে ঢুকে পড়ার পর সৈন্যরা তাদের আটক করে। ঐ পার্কে মার্কিন সৈন্যদের অস্ত্রের গুদাম রয়েছে। আটক করার পর চার ইরাকীকে বিবস্ত্র করে বেত্রাঘাত করা হয় এবং পার্কের চারপাশে ঘুরানো হয়।

পত্রিকায় তিনটি ছবি ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ছবিতে এক লোকের বুকে আরবী হরফে লেখা রয়েছে 'আলী বাবা...চোর'। যা আরব্য উপন্যাসের বিখ্যাত গল্প 'আলী বাবা ও ৪০ চোর'-এর প্রবাদ উক্তি।

লণ্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল এক বিবৃতিতে বলেছে, এই ছবিগুলি যথার্থ হ'লে বন্দীদের সঙ্গে আচরণের এটি জঘন্যতম পন্থা এবং এ ধরনের ঘৃণ্য আচরণ দখলদার শক্তির দায়-দায়িত্বের সুস্পষ্ট লংঘন।

খান হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট
ইসরাত আযম খাঁন
[স্বত্ত্বাধিকারী]
নিজস্ব তৈরী দৈ-মিষ্টি, বিরিয়ানী, তেহারী, পোলাও-মাংস, মাছ-ভাত ও যাবতীয় তেলে ভাজা খাবারের অনন্য প্রতিষ্ঠান। অর্ডার অনুযায়ী যেকোন অনুষ্ঠানে ২৪ ঘন্টার মধ্যে খাবার সরবরাহ করা হয়।
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই
রোড, রেলগেট, গৌরহাঙ্গা
ারা, রাজশাহী-৬১০০
ফোনঃ ৭৭৪৬০৫, মোবাইলঃ ০১৭১৮১৯৩৭৫

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কলমের মাথায় ক্ষুদ্র পাখাঃ মাইক্রোফ্যান

সম্প্রতি তাইওয়ানের Surowealth Electric Machine Industry পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্র পাখা আবিষ্কার করেছে। এটি হাতের দু'আঙ্গুলের মাঝে পুরা যাবে। এমনকি কলমের মাথায়ও সুন্দর সেট করা যাবে। আবার কেউ ইচ্ছা করলে শার্টে লাগিয়ে শরীরে বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থাও করতে পারবে। উদ্ভাবক বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সম্পূর্ণ পাখাটি আলপিনের মাথার উপর বসিয়ে দেয়া যাবে। ক্ষুদ্র হ'লেও এর রয়েছে ৮টি ডানা। যার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য আধ মিলিমিটারেরও কম। এটির মূল ব্যবহার হবে কম্পিউটারের মাইক্রোচিপের মত। ক্ষুদ্র ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রকে যেন একেবারে তার মূল জায়গাতেই বাতাস করে ঠাণ্ডা করে রাখা যায়- সে চেষ্টাতেই উদ্ভাবিত হয়েছে এ পাখা। এখন যেভাবে কম্পিউটার বা অনুরূপ যন্ত্রে বেশ বড় পাখা ঘুরিয়ে তার গোঙানির শব্দ শুনতে হয়, সেটি ঠাণ্ডা করার জন্য দক্ষও নয়, ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনকও নয়। তাই উদ্ভাবকরা নিয়ে আসছেন আশ্চর্য আবিষ্কার মাইক্রোফ্যান। পাখা জিনিসটা যদিও ত্রিমাত্রিক ব্যাপার, মাইক্রোফ্যানকে কিন্তু পরিকল্পনা করতে হয় দ্বিমাত্রিকরূপে চ্যাপ্টা তলে একটি নকশা যেভাবে আঁকা হয় সেভাবে। এর প্রত্যেকটি ডানা যুক্ত থাকে কেন্দ্রীয় একটি সংযোগ দণ্ডের সঙ্গে একটি কব্জার মতো জিনিসের মাধ্যমে। যদিও শুরুতে সবকিছু চ্যাপ্টা সমতলে থাকে, ঐ কব্জার দু'পাশে দু'টি স্বর্ণ-প্যাড থাকে। ওখানে ক্ষুদ্র এক ফোঁটা ঝালাই ধাতু (সোল্ডার) ফেলে ডানাটিকে ঐ সমতল থেকে একটু উঁচু করে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে তরল ঝালাই ধাতু আর স্বর্ণ-প্যাডের মধ্যকার পিষ্টনটিক (সারফেস টেনশন) কাজ করে। এভাবে সমতলে থাকা ডানা এবার সত্যিকার ফ্যানের ডানার রূপ লাভ করে। ডানাগুলির গোড়ায় সংযুক্ত কতগুলি পাত-এর সন্নিহিত সিলিকন ভূমির মধ্যে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ প্রয়োগ করে যে স্থিয় বৈদ্যুতিক বলের সৃষ্টি হয় তার ফলেই পাখা ঘোরে। ২ কিলোহার্জ পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রয়োগ করে পাখাকে মিনিটে ৫০ থেকে ১৮০ বার বেগে ঘোরানো সম্ভব। এটি কম্পিউটারের ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশকে যথাস্থানে বসেই বাতাস করে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা ছাড়াও মাইক্রোচিপ-নির্ভর ক্ষুদ্রাকার রাসায়নিক ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে পাম্প করে পরিচালনার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এমনকি ভবিষ্যতে ক্ষুদ্রাকার যন্ত্রপাতিতে চলমান ক্ষুদ্রাকার যানবাহনে চলাচলের শক্তিও এই পাখার ঘূর্ণনের মাধ্যমে আসতে পারে। পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, আণুবীক্ষণিক পোকা সদৃশ ক্ষুদ্রাকার যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনে এই পাখার আবিষ্কার আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

রক্তস্বল্পতা দেখা দেয় যে কারণে

আমাদের রক্তস্বল্পতা দেখা দিলেই আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি এবং নানা অসুখ-বিসুখ আমাদের শরীরকে আক্রমণ করতে পারে অতি সহজেই। এই রক্তস্বল্পতার কারণ হ'ল শরীরে রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ যখন স্বাভাবিক মাত্রার নীচে নেমে যায়। হিমোগ্লোবিন হ'ল লৌহ মিশ্রিত এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন। হিমোগ্লোবিনই রক্তের সাহায্যে সারা শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে। প্রত্যেকটি সুস্থ মানুষের শরীরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হিমোগ্লোবিন থাকে- যেমন পুরুষের শরীরে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ প্রতি ডিসিলিটারে ১৫ গ্রাম এবং মেয়েদের ১৩.৫ গ্রাম। যদি কারো শরীরে এই স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে আড়াই থেকে তিন ভাগ কমে যায় তখনি তাকে রক্তস্বল্পতা বলে। এই রক্তস্বল্পতা নির্ণয় করার জন্য শরীরে হিমোগ্লোবিন, লোহিত কণিকার সংখ্যা এবং হিমোটোক্রিট-এর পরিমাপ করা হয়। এই তিনটি উপাদান যদি স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম থাকে তারই রক্তস্বল্পতা ধরে নেয়া যায়। অতিরিক্ত রক্তপাত, রক্তের লোহিত কণিকায় ধ্বংসপ্রাপ্তি ইত্যাদির কারণে শরীরের রক্তস্বল্পতা দেখা দিতে পারে। উল্লেখ্য, কাঁচা কলা, কচু শাক, প্রচুর পানি পান ও অন্যান্য শাক-সব্জি খেলে রক্তে হিমোগ্লোবিন সৃষ্টি হয়।

ওযন হ্রাস ক্যান্সারে মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়

দেহের ওযন হ্রাস ক্যান্সারে মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়। যুক্তরাষ্ট্রে এক জরিপে দেখা গেছে, ওযন প্রতি ৬ জন ক্যান্সার রোগীর ১ জন মৃত্যু প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছেন। প্রতি বছর দেশটিতে ৯০ হাযারের বেশী মানুষ ক্যান্সারে মারা যায়। এই গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশের পর বিজ্ঞানীরা বলছেন, দেহের ওযনের সাথে ক্যান্সারের সম্পর্ক আরো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে গবেষকরা ৯ লাখ ক্যান্সারযুক্ত মানুষের ওপর গবেষণা চালান। ১৯৮২ সালে এই গবেষণা শুরু হয়। শেষে তারা সিদ্ধান্তে আসেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে অতিরিক্ত ওযনের কারণে পুরুষদের মধ্যে ১৪ শতাংশ ও মহিলাদের মধ্যে ২০ শতাংশ ক্যান্সার রোগী মারা যায়। গত ২৪ এপ্রিল এই গবেষণা রিপোর্ট 'নিউ ইংল্যাণ্ড জার্নাল অব মেডিসিন'য়ে প্রকাশিত হয়। গবেষকদলের প্রধান ইউজেনিয়া কেলী বলেন, ওযনের সাথে ক্যান্সার মৃত্যুর এই যোগাযোগ দেখে আমরাই বিস্মিত।

ডায়াবেটিস সারাবে বোনম্যারো

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ডায়াবেটিস সারাতে এবার ব্যবহার করা হবে বোনম্যারো। বোনম্যারোর স্টেম সেল রূপান্তরিত হ'তে পারে ইনসুলিন প্রোডিউসিং সেলে। আর এই সেলই সারাবে ভবিষ্যতের ডায়াবেটিস। এই প্রক্রিয়াটি সফল হবে কি-না তা পরীক্ষা করতে একটি ইঁদুরের উপর এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয়। এক্সপেরিমেন্ট চালানোর পর জানা গেছে, এই প্রক্রিয়ায় ডায়াবেটিস সারানো সম্ভব। বোনম্যারো সেল বেটা সেলেও রূপান্তরিত হ'তে পারে। আবার এম্ব্রায়োনিক স্টেম সেলও রূপান্তরিত হ'তে পারে ইনসুলিন উৎপাদক সেলে।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, রোগীর কাছ থেকে বোনম্যারো সংগ্রহ করে তা বেটা কোষ রূপান্তর করা হয়। এটা মোটেও জটিল প্রক্রিয়া নয়। কারণ বোনম্যারো প্রতিস্থাপন প্রযুক্তিটার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিন বিভাগের গ্রুপ লিডার মাহবুব হোসাইন এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি খুবই উৎফুল্ল যে এটার প্রায়োগিক সমাধান পেয়েছি। খুঁজে পেয়েছি আমাদের শিকড়। আমাদের শরীরটা খুব ছোট কিন্তু এখানে আছে হাযারো সমস্যা। এই সমস্যার একটা হ'ল ডায়াবেটিস। সবাই ভয় পায়, কোন ওষুধে ডায়াবেটিস সারে না। এখন থেকে আর সেই ভয় থাকল না। পরিপূর্ণভাবে ভাল হবে ডায়াবেটিস।

ঘুম কাতুরে মাছ

শুনলে অবাক হবেন যে, আমাদের এই পৃথিবীতে এমন একটা মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা দীর্ঘ এক বছর কিছু না খেয়ে স্রেফ ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। এরা 'ডিপনয়' শ্রেণীভুক্ত মাছ। যেসব প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র দু'টি, সেসব প্রাণীকে 'ডিপনয়' শ্রেণীভুক্ত প্রাণী বলা হয়।

এই আজব ধরনের মাছটি পানিতে যেমন কানকোর সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়, অন্যদিকে এদের পেটের মধ্যে যে পটকা আছে, তার সাহায্যে ডাঙ্গাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে পারে। তাই যে জলাভূমিতে এরা থাকে, সেখানে পানি শুকিয়ে গেলেও মাসের পর মাস মাছটি অতি সহজেই শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে বিনা পানিতেই বেঁচে থাকতে পারে। ঘুমের জন্য এই মাছকে 'ঘুম কাতুরে মাছ' বলা হ'লেও আসলে একে 'ফুসফুস' মাছ বলা হয়। আফ্রিকা মহাদেশ ছাড়াও এই মাছ দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানেও পাওয়া যায়। মাছটি লম্বায় চার-পাঁচ ফুট হয় এবং গায়ের রঙ ধূসর মাটির মত হয়ে থাকে। মাথার দু'পাশে এবং নাভিদ্বয়ের কাছে এক জোড়া করে মোটা দু'জোড়া পাখনা দিয়ে হড়হড়ে ও আঁশশূন্য এই মাছ নলখাগড়া বা ঐ ধরনের জলজ উদ্ভিদপূর্ণ জলাভূমিতে পানির তলায় মাটির কাছে হামাগুড়ি দেওয়ার মত ঘুরে বেড়ায়। এ মাছটি নামে মাছ হ'লেও মাছের স্বভাবের মত পানিতে থাকতে খুব বেশী পছন্দ করে না। আর যদি জলভূমি শুকিয়ে যায়, তবে জলাভূমির নরম ভিজে মাটির মধ্যে প্রায় দু'তিন ফুট গর্ত করে তার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। এ সময় এরা দিব্যি এক বছর পর্যন্ত কিছু খাবার না খেয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। বর্ষাকালে জলাভূমি পানিতে পরিপূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত এরা ঘুমিয়ে থাকে ও এই সময় ওরা যেসব পুষ্টিকর খাদ্য ঘুমানোর আগে গ্রহণ করেছিল, তাতে শরীরে যে চর্বি জমে সেই সঞ্চিত চর্বিই এদের দেহে খাবারের প্রয়োজন মেটায়।

বিদ্যুৎ চালিত স্কুটার (!)

বাজারে এসেছে চীনের তৈরি পরিবেশ বান্ধব ইলেক্ট্রনিক স্কুটার। যা চালাতে পেট্রোল, ডিজেল, সিএনজি বা কোন রকমের প্রাকৃতিক জ্বালানি প্রয়োজন হয় না। শুধু টানা ছয় ঘন্টা চার্জ করে ঘন্টায় ২০ কিলোমিটার গতিতে ২২ কিলোমিটার পথ চলা যায়। এমনকি রাতে পথ চলার জন্য রয়েছে শক্তিশালী একটি হেডলাইট। ডানে বায়ে মোড় ঘুরবার আগে সংকেত দেওয়ার জন্য রয়েছে ইণ্ডিকেটর লাইট। ১৪ বছরের বেশি বয়সী যে কেউ স্বাচ্ছন্দ্যে চালাতে পারবে এই বাহন। এর বাজারজাতকারী সংস্থা 'ইন্টেল' জানিয়েছে, বিচিত্র এই যানের দাম হাতের নাগালেই। মাত্র ২০ হাযার টাকা। আর এটা পাওয়া যাবে এই ঠিকানায়ঃ ১০/১৬ এ, ইস্টার্ণ প্লাজা, হাতিরপুল, ঢাকা, ফোন-৯৬৬৯২২২, ০১৭১৩৬৩১৪০।

জনমত কলাম

(ক) বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারণ-বাজপেয়ীদের মুসলিম গণহত্যাঃ আমাদের করণীয়

দর্পণ এমন একটি জিনিস যা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা কোন বিষয়ের চেহারার প্রতিচ্ছবি হুবহু তুলে ধরে। আর ইতিহাস মুসলিম জাতির দর্পণ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হিজরতের পর রাসূল (ছাঃ) চৌদ্দশত ছাহাবী নিয়ে ওমরা পালনের জন্য মক্কা যাত্রা করেন। পথে বাধাপ্রাপ্ত হন। তিনি ওছমান (রাঃ)-কে কাফেরদের কাছে পাঠিয়ে জানালেন যে, তিনি যুদ্ধের জন্য আসেননি। শুধু ওমরা পালনের জন্য এসেছেন। ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কাফেররা ওছমান (রাঃ)-কে হত্যা করেছে। তখন চৌদ্দশত ছাহাবী ওছমান (রাঃ)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে হাত রেখে দীপ্তকণ্ঠে শপথ করেন যে, আমাদের একফোটা রক্ত থাকতে ওছমান (রাঃ) হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরব না। ইসলামের ইতিহাস এটি 'বায়'আতুর রিযওয়অন' নামে পরিচিত। অথচ আজ এক নয়, দুই নয়, হাযার হাযার লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে শহীদ করা হচ্ছে। ভারতের গুজরাটে লক্ষ লক্ষ মুসলিম খোলা আকাশের নীচে কাঁদছে। আমরা তাদের রক্তের প্রতিশোধ নেবার জন্য কোন শপথ নিয়েছি কি?

ভারতের গুজরাটে হাযার হাযার মুসলমানকে হত্যা করে 'হত্যা উৎসব' পালন করেছে হিন্দুরা। গর্ভবতী মায়ের পেট চিরে বাচ্চা বের করে হত্যা করেছে নরপশুর দল। হাযার হাযার মা-বোনের ইয্যত লুট করেছে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রশাসনের সহযোগিতায়। মুসলমানদের বাড়ী-ঘর ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। তাদের অবাধে এগুলি করার সুযোগ দিচ্ছে ক্ষমতাসীন বাজপেয়ী সরকার।

যুগ যুগ ধরে মার খাচ্ছে কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, চেচনিয়া, মিন্দানাও ও আকসাই চীনের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। শ্যারণ ২০০৩ সালের নববর্ষের সূচনা করেছে ৬ জন ফিলিস্তীনী মুসলমানকে হত্যা করে। আমেরিকার সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরাককে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। হাযার হাযার বছরের ঐতিহ্যিক সঞ্চয়কে করেছে বিনষ্ট।

ডব্লিউ বুশের পিতা সিনিয়র বুশ ইরাককে প্ররোচনা দিল কুয়েত দখলে। আবার নিজেই বিচারক সেজে এলো বিচার করতে। শুরু হ'ল ইরাক আক্রমণ। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে সাদ্দাম ভীতি জন্মাল বুশ। আর তাদের কাছে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রয় করল যুদ্ধরোগী ব্লেয়ার। তাছাড়া জাতিসংঘের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ইরাকের লক্ষ লক্ষ শিশু অপুষ্টিতে ভুগে মৃত্যুবরণ করেছে। আমেরিকার ইতিহাসে সর্বাধিক মেধাহীন প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ ইতিপূর্বে ধ্বংস করেছে এশিয়ার মুসলিম দূর্গ আফগানিস্তানকে।

ধনীর ছেলে অন্যায় করলে তা অন্যায় বলে গণ্য করা হয় না ও তাকে শাস্তি দেয়া হয় না। কিন্তু ঐ অন্যায় কৃষকের ছেলে করলে তা মহা অন্যায় বলে ধরা হয় ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। আধুনিক বিশ্বের অবস্থা ঠিক তাই। আমেরিকার কাছে যে অস্ত্র আছে তা দিয়ে এ পৃথিবীকে কয়েকবার ধ্বংস করা যাবে অথচ তাকে কিছুই বলা হয় না। কিন্তু ইরাক অবৈধ অস্ত্র তৈরী করছে এ অভিযোগে তাকে শায়েস্তা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হ'ল গোটা অমুসলিম বিশ্ব। কিন্তু এতে মুসলিম বিশ্বের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।

শুধু তাই নয়, গোটা বিশ্ব আজ তিনটি শিবিরে বিভক্ত। **প্রথমঃ** এ শিবিরে গোটা অমুসলিম জাতি ও তাদের সংগঠন 'জাতিসংঘ', 'ন্যাটো' ইত্যাদি। এরা ঐক্যবদ্ধভাবে 'ক্রুসেড' ঘোষণা করেছে এবং গোটা বিশ্বে মুসলিম নিধন অভিযান অব্যাহত রেখেছে। **দ্বিতীয়ঃ** এ শিবিরে গোটা মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতাসীন সরকার, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, এমপিরা। এরা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রেষ্ঠ মুনাফিকের খাতায় নাম লিখিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। তারা পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে অমুসলিমদের। অথচ আল্লাহ বলেন, 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর অনুসারীরা কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল' *(ফাতহ ২৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা তোমাদের ধ্বংস সাধনে কোন ত্রুটি বাকী রাখবে না'। তিনি আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(মায়েদাহ ৫১)*। **তৃতীয়ঃ** এ শিবিরে ছোট্ট একটি দল আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জান-মাল দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসার কথা বলব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং জান-মাল দিয়ে তাঁর রাস্তায় জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে দান করবেন জান্নাত, জান্নাতু আদ্‌ন। তাতে রয়েছে প্রবাহমান নদ-নদী এবং বসবাসের জন্য উত্তম বাসগৃহ, সেতো মহা সাফল্য' (ছফ ১০-১২)।

আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ মুমিনের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে; অতঃপর মারে ও মরে। এ ব্যাপারে তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে যে ওয়াদা করেছেন তা সত্য। আর ওয়াদা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? সুতরাং তোমরা তাঁর সাথে যে সওদা করেছ সেজন্য আনন্দ কর। সেতো মহা সাফল্য' *(তওবা ১১১)*। প্রকাশ থাকে যে, শুধু মাল দিলে হবে না, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জানও দিতে হবে এবং মারতে ও মরতে হবে।

অতএব আসুন! তৃতীয় শিবিরে যোগ দিয়ে আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের জান ও মালের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র জান্নাতকে ক্রয় করি। সাথে সাথে বুশ-ব্লেয়ার-শ্যারণ ও বাজপেয়ীদের ক্রুসেডের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন! আমীন!!

❐ আশরাফুল ইসলাম
নাটোর।

(খ) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ

'ভারতের দাঙ্গা ইস্যু শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় আহ্বান' এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মন্তব্য 'মুসলমানরা যেখানেই থাকুক না কেন, তারা শান্তিতে থাকতে চায় না'। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার ১৭ই এপ্রিল, ২০০২-এর তৃতীয় পাতায় একটি প্রতিবেদনে পড়েছিলাম।

সম্মানিত পাঠক! উল্লেখিত বক্তব্য দু'টো পড়ে কি বাংলা প্রবাদ 'এক বুড়ি আর এক বুড়িকে মাউই' এর মত শোনায় না? ভেবেছিলাম এ দেশের কোন বিজ্ঞ মুসলমান লেখক, প্রতিবেদক, গবেষক বা রাজনৈতিক ভাষ্যকার এর উপর কিছু লিখবেন। দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হ'লেও কেউই এ ব্যাপারে টু-শব্দটিও করলেন না। ব্যাপারটা মনে হয় যেন সত্যি। তাই বিলম্বে হ'লেও এ বিষয়ে দু'কলম লিখতে বাধ্য হ'লাম।-

আসল কথা এই যে, যুগে যুগে ক্ষমতার দাম্ভিকতায় বড় বড় রাজা, বাদশাহ, শাসকশ্রেণী নিজেদের দোষ ছাপিয়ে রেখে অনেক অবান্তর, অবাস্তব ও অবাঞ্ছনীয় বক্তব্য পেশ করে থাকেন। ভারতের মত এ বিশাল দেশের শক্তিধর প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী একজন অশিক্ষিত অজ্ঞ ব্যক্তি হ'তে পারেন না। তাঁদের মত ব্যক্তির একগুঁয়েমী ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির জন্যই ভারত ভাগ হয়েছিল, উপরন্তু দেশ ভাগের পর ভারতে যত মুসলিম নিধন দাঙ্গা ঘটেছে, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা কি ঐরূপ কোন কুকীর্তি ঘটিয়েছে? গুজরাটের মত এত জঘন্য, অমানবিক, পৈশাচিক, বর্বরোচিত ঘটনা কোন কালেই মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। পাশাপাশি বাস করলে সামাজিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে হয়ত কোন সময় সামান্য কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তবে ভারতের মত এত নারকীয় ঘটনা ঘটেনি। এদেশের এক শ্রেণীর ভারতের সেবাদাস পদলেহীরা সেটাকেই বড় করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায়। অথচ গুজরাটের এত বড় হত্যাকাণ্ডে তারা নিশ্চুপ। কি অদ্ভুত মানসিকতা তাদের! অবশ্য এরা সত্যিকার মুসলমান নয় 'মুনাফিক্ব'। আর 'হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের' সদস্যরা কি গুজরাটের ঘটনা জানে না? মানবতা ও নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ঘটা করে বিবৃতি দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনর্থক সোচ্চার হ'তে তারা পঞ্চমুখ, অথচ ভারতের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে? আসলে তারাও তো সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির লোক। তাই সেটাকে আড়াল করার জন্য শান্তিকামী মুসলমানদের লক্ষ্য করে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক বলে মাঝে মাঝে চিৎকার করতে দেখা যায়। মুসলমানেরা ঘটা করে কোন মন্দির, গীর্জা ইত্যাদি ধর্মালয় ভেঙ্গে ফেলার হুমকি দিয়েছে কিংবা ভেঙ্গে ফেলেছে এমন নযীর তারা দেখাতে পারবে না। মুসলমানেরা ভাল মানুষ বলেই চুপ করে থাকে। তারা মনে করে 'কুকুর ঘেউ ঘেউ করে কিন্তু শান্ত পথিক পথ চলতেই থাকে'।

বাজপেয়ী ছাহেব বলুন তো মুসলমানেরা প্রায় দীর্ঘ ছয়শত বছর এদেশে রাজত্ব করেছেন, কিন্তু ঐ সময়ে কি কোন হিন্দু নিধনযজ্ঞ ঘটেছিল? রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব নাকি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন, তিনি অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। অবশ্য তিনি হত্যাযজ্ঞের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু ঈশ্বরী প্রসাদ প্রমুখ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের লেখনি থেকে জানা যায় যে, যে সমস্ত মন্দিরে বসে হিন্দু সাম্প্রদায়িকেরা চক্রান্ত করত, শুধুমাত্র সেগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল। সম্রাট আকবরের চেয়ে আওরঙ্গজেবই হিন্দুদের সকল ক্ষেত্রে বেশী সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। এমনকি ভারতের যেখানে যেখানে সবচেয়ে বড় মন্দির রয়েছে সেগুলি প্রায়ই আওরঙ্গজেবের রাজকীয় সহায়তায় স্থাপিত হয়েছিল। যা বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঘটনার সময় ভারতীয় পত্রিকায় এবং হাইকোর্টের নথিপত্র থেকে জানা যায়। মিঃ বাজপেয়ী ও আদভানী ছাহেবরা কি 'মহাভারত' পড়ে দেখেননি যে, কি কুৎসিত স্বার্থপরতার জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ও লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ সংহার হয়েছিল? দুর্যোধনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও শক্তির মদমত্ততায় 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী' এর পরিণাম কি ঘটেছিল? তখন কি মুসলমানেরা সেখানে ছিল? কলিঙ্গ যুদ্ধে নরহত্যার কথা স্মরণ করুন! সেখানেও মুসলমানেরা যুক্ত ছিল না। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল ভারতেই। সেই ধর্মের অহিংস, শান্তি ও সুশিক্ষার বিরুদ্ধে কারা খড়গহস্ত হয়েছিল এবং তাদেরকে হত্যা, নির্যাতন অতঃপর দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল? এতো ইতিহাসের সাক্ষ্য, তা না হ'লে যে দেশে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি সে দেশে তাদের অস্তিত্ব নেই; আছে বাংলাদেশ, সিংহল, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া, চীন এবং জাপানে। এর কোন উত্তর আছে কি সাম্প্রদায়িকদের থলিতে?

বাংলাদেশের অনেক বিরান জায়গায়, অব্যবহার্য অবস্থায় অনেক অবহেলিত ভঙ্গুর প্রায় মন্দির রয়েছে। কোন মুসলমান ঘোষণা দিয়ে এখন পর্যন্ত বলেনি যে, মন্দিরগুলি ভেঙ্গে ফেল, ওখানে একসময় আমাদের মসজিদ ছিল। অত হীন ও কুচক্রী মনোবৃত্তির লোক মুসলমানেরা নয়। খাঁটি মুসলমানেরা অপবিত্র জায়গা ভেবে তার ত্রি-সীমানায় যাবে না। ভাঙ্গাতো দূরের কথা। তবে হ্যাঁ, রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য কিছু পদলেহী ও দেশীয় মুসলিম নামধারী মুশরিক মুনাফিকরা কোন কোন সময় সামান্য কুকীর্তি গোপনে ঘটায় এবং তারপর তা ভাল মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাবার অপচেষ্টা করে মাত্র।

মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহ বাবরের নিকট পরাজিত হয়েছিলেন এবং তার মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রতিশোধের নেশায় দিল্লির পথে পথে বাবরের সন্ধানে ফিরছিলেন। পাগলা হাতীর পায়ের নীচে দলিত হওয়ার মুহূর্তে সম্রাট বাবর নিজের জীবন বিপন্ন করে সামান্য এক মেথরের ছেলেকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই মহত্ত্ব দেখেই প্রতাপ সিংহ আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং সম্রাট বাবরও তাঁকে ক্ষমা করে আপন করে নিয়েছিলেন। রাণী কর্ণাবতীর 'রাখী ভাই' হিসাবে সম্রাট হুমায়ূন নিজের সিংহাসন ও জীবন বিপন্ন করে তাঁর আহ্বানে গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহের আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন মেবারে। যোগাযোগের অপ্রতুলতা হেতু হুমায়ূনের পৌঁছতে কিছুটা দেরি হয়েছিল দেখে রাণী কর্ণাবতী আত্মহত্যা করেছিলেন। তা জেনে হুমায়ূন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং তাঁর সমাধিতে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করেন। এটাও ঐতিহাসিক সত্য, যা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিঃ বাজপেয়ী, আদভানী প্রমুখ রাজনীতিবিদ তথা ভারতবাসীর জন্য মুসলমানদের দয়া, মায়া, মমতা, উদারতা ও মহানুভবতার সামান্য উপহার।

মুহাম্মাদ মাযহারুল হান্নান
সহকারী শিক্ষক (অবঃ), গর্ভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রাজশাহী।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ছাত্র ও সুধী সমাবেশ

গাছবাড়ী, সিলেট॥ ২৫শে এপ্রিল, শুক্রবারঃ

অদ্য 'আহলেহাদীছ পাঠাগার' গাছবাড়ী বাজার-এর উদ্যোগে স্থানীয় পাঠাগার কার্যালয়ে একটি ছাত্র ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ পরিচালনা করেন পাঠাগার সেক্রেটারী মুহাম্মাদ ইসমাঈল হুসাইন শামীম এবং সভাপতিত্ব করেন পাঠাগার সভাপতি মাষ্টার আব্দুল মতীন।

উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলার সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোবারক আলী। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ছাত্র সমাজই সঠিক আমল ও আক্বীদার জ্ঞানের মাধ্যমে জাতিকে উপহার দিতে পারে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত একটি সোনালী সমাজ। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাঠাগারের সাবেক সেক্রেটারী মুহাম্মাদ তাজুদ্দীন, মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার ও জয়নাল আবেদীন প্রমুখ।

ইসলামী সম্মেলন

নাটোর ২৮ এপ্রিল সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার উদ্যোগে স্থানীয় বুড়িরভাগ হাই স্কুল ময়দানে এক বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মাওলানা বাবর আলী-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে অশান্তির প্রধান কারণ হ'ল ইসলামকে বাদ দিয়ে অনৈসলামী সংস্কৃতি। রাজনীতি ও অর্থনীতির গোলামী করা। তিনি ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সকল ক্ষেত্রে মানবরচিত বিধান সমূহ পরিত্যাগ করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সঠিক ইসলামের অনুসারী হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, দারুল ইফতা-র সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, মাওলানা আলমগীর হুসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম ও যেলা নেতৃবৃন্দ।

তাবলীগী সভা

ঢেংগারগড়, ইসলামপুর, জামালপুর॥ ২২ এপ্রিল মঙ্গলবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ইসলামপুর থানার অন্তর্গত ঢেংগারগড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলার দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ গোলাম রব্বানী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বল্লা, টাংগাইল॥ ২৩ এপ্রিল বুধবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাংগাইল বল্লা এলাকার উদ্যোগে বল্লা পূর্বপাড়া আদি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শাখা সভাপতি জনাব আব্দুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

লক্ষণপুর, যশোর॥ ২৯ এপ্রিল মঙ্গলবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় লক্ষণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ এশা এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ বদীউয্যামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অত্র সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন।

ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ॥ ৩০ এপ্রিল বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকুব হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল মালেক, হাফেয মাওলানা আব্দুল হালীম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ॥ ২৫ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও

দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সহ-সভাপতি জনাব আফযাল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। তিনি কর্মী ও দায়িত্বশীলদের কাজের তদারকি করেন এবং সংগঠনের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। তিনি কর্মী ও দায়িত্বশীলগণকে স্ব-স্ব কাজের প্রতি আরো যত্নবান হওয়ার এবং ব্যক্তিগত রির্পোট সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও মুহাসাবা বৈঠক

পাঁচদোনা বাজার, নরসিংদী ॥ ২রা মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ মাদরাসা কমপ্লেক্সে যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও মুহাসাবা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। তিনি অফিস সংরক্ষণ পদ্ধতি, সংগঠন বিস্তার ও যোগ্য কর্মী তৈরীর উপায় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি দায়িত্বশীলগণকে সার্বিক বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করার আহ্বান জানান।

সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক

২৩ এপ্রিল ২০০৩ইং বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব দারুল ইমারত আহলেহাদীছ মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তা'লীমী বৈঠকে 'পঞ্চস্তম্ভ' বিষয়ে দরসে হাদীছ পেশ করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দান করেন হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন।

৩০ এপ্রিল ২০০৩ইং বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব দারুল ইমারত আহলেহাদীছ মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তা'লীমী বৈঠকে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'-এর উপরে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ রুস্তম আলী।

খুলনা মহানগরীতে মসজিদ উদ্বোধন

খুলনা ২রা মে শুক্রবারঃ অদ্য জুম'আর ছালাতের মাধ্যমে মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে গোবরচাকায় নিজেদের অনুদানে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'মোহাম্মাদীয়া জামে মসজিদে'র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। স্থানীয় পল্লীমঙ্গল হাইস্কুলের শিক্ষক জনাব আব্দুছ ছবুর-এর বাসগৃহ সংলগ্ন তাঁর ওয়াক্ফকৃত জমি ভরাট করে তাঁর ও পল্লীমঙ্গল গার্লস হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক জনাব মাষ্টার আব্দুল গফুর ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা সদস্য জনাব গোলাম মোক্তাদির (বাবু)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও জনগণের অনুদানে উক্ত মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জুম'আর ছালাতে মহিলাসহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লীর সমাগম ঘটে। মহানগরী ছাড়াও ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট যেলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বাদ জুম'আ মুহতারাম আমীরে জামা'আত অত্র মসজিদ প্রতিষ্ঠার কারণ ও পটভূমি ব্যাখ্যা করেন এবং এই মসজিদে যাতে ধর্মের নামে কোনরূপ শিরক ও বিদ'আতের অনুপ্রবেশ না ঘটে এবং শুধু ছালাতের স্থান নয়, বরং মসজিদে নববীর অনুকরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচারকেন্দ্র হিসাবে পরিচালিত হয়, সেমতে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দের নিকট থেকে ওয়াদা গ্রহণ করেন।

অতঃপর পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক বাদ আছর হ'তে রাত ১১-টা পর্যন্ত সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, খুলনা আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক ও সঊদী মাব'ঊছ শায়খ মুনাওয়ার হোসাইন মাদানী, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও সহ-সভাপতি মাওলানা মুরাদ প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জনাব মাষ্টার আব্দুছ ছবুর, মাষ্টার আব্দুল গফুর ও জনাব গোলাম মোক্তাদির (বাবু)।

সবশেষে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আজকাল বড় বড় মসজিদ হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ মসজিদ ইবাদত খানার বদলে বিদ'আত খানায় পরিণত হয়েছে। মহানগরীতে সম্ভবতঃ এমন কোন মসজিদ পাওয়া যাবে না, যেখানে জুম'আর ছালাতের পরে মীলাদ হয় না। তিনি দুঃখ করে বলেন, খুলনাতে খালিশপুর, গোয়ালখালী, শিপইয়ার্ড, নিজ খামার এবং নদীর ওপারে শিরগাতীতেও আমরা মসজিদ-মাদরাসা করেছি। কিন্তু কোথাও এখন ছহীহ হাদীছের প্রচার-প্রসারের সাংগঠনিক তৎপরতা নেই। বরং বলা চলে, তারা এখন রেওয়াজপন্থী হয়ে পড়েছে। উদ্যোক্তা ও দাতাদের প্রতি সামান্যতম শুকরিয়া তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। বরং অনেকে এখন অপপ্রচারে মেতে উঠেছেন। মোহাম্মাদীয়া জামে মসজিদের অবস্থাও যেন অনুরূপ না হয়, সে বিষয়ে তিনি উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

যেলা সম্মেলন '০৩

রাসূলের তরীকায় দ্বীন কায়েমের শপথ নিন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সাতক্ষীরা ১৬ই মে শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক স্থানীয় চিলড্রেন্স পার্ক ময়দানে আয়োজিত বিশাল ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান,

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ইসলামী জনতার প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বুলেট ও ব্যালট নয়, মানুষের আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমেই কেবল দ্বীন কায়েম হওয়া সম্ভব। তিনি বলেন, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে শুধুমাত্র জান্নাত লাভের লক্ষ্য নিয়েই সমাজ সংস্কারের কঠিন জিহাদে আত্মনিয়োগ করতে হবে। দ্বীনকে কোন অবস্থাতেই দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। তিনি বলেন, প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিলে তিনি শহীদ হবেন না, অনুরূপভাবে ধর্মের নামে শিরক ও বিদ'আত এবং নিজেদের রচিত মাযহাবী ও মা'রেফতী বিধানসমূহ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জিহাদ বলা যাবে না। সত্যিকারের জিহাদ ও শাহাদাত কেবল ঐসব মুমিন নর-নারীর জন্য নির্ধারিত, যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার সংগ্রামে জান, মাল, সময়, শ্রম ও স্বীয় জীবনের সবকিছুকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

তিনি হিজরতের পূর্বে মক্কার মিনাতে অনুষ্ঠিত বায়'আতে আক্বাবার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, জান্নাত পাওয়ার লক্ষ্যে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ঈমানী নেতৃত্বের নিকটে বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক হ'লেও নিবেদিত প্রাণ ঐ কর্মীদের দ্বারা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন দুনিয়াদার স্বার্থপর হাযার লোকের দ্বারা সমাজের ধ্বংস ব্যতীত কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। তিনি বলেন, বর্তমান সমাজে ব্যালট ও বুলেট দু'টিকেই দ্রুত গদি লাভের ও দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হয়। ফলে এর দ্বারা দুনিয়াদারদের মধ্যকার সৃষ্ট সংঘাত ও হানাহানিতে সমাজ বিপর্যস্ত হচ্ছে। অথচ নবীদের তরীকা ছিল প্রথমে মানুষের হৃদয় দখল করা ও তাদের আক্বীদা ও আমলে পরিবর্তন ঘটানো। তিনি বলেন, সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাই দেশে অশান্তির মূল কারণ। অনুরূপভাবে দলীয় প্রশাসনের মাধ্যমে কখনোই নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। অথচ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একই 'ইমারত'-এর অধীনে জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকে। তিনি অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জান, মাল নিয়ে এগিয়ে আসার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য এবং ব্যালট ও বুলেটের শর্টকার্ট রাস্তা বাদ দিয়ে রাসূলের তরীকায় দ্বীন কায়েমের শপথ গ্রহণের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান, প্রফেসর নযরুল ইসলাম, অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম, মাওলানা বদরুযযামান, মাওলানা আব্দুছ ছামাদ, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, হাফেয শামসুর রহমান প্রমুখ। মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা) সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন। জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট) ও স্থানীয় আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর তরুণ সদস্যবৃন্দ।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা

জগতপুর, কুমিল্লা ॥ ১৮ই এপ্রিল, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ দক্ষিণ-পূর্ব জগতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জগতপুর শাখার উদ্যোগে আব্দুল্লাহ আল-মামূন-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। প্রশিক্ষণের পূর্ব নির্ধারিত বিতর্কের বিষয় ছিল 'বর্তমান বিশ্বে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের অধঃপতনের একমাত্র কারণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিমুখতা'। কিন্তু সময়ের স্বল্পতা হেতু বিতর্ক প্রতিযোগিতাটি পরবর্তীতে ২৫ এপ্রিল উক্ত মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কে পক্ষে অবস্থান নেয় জগতপুর এ,ডি,এইচ সিনিয়র মাদরাসা ও বিপক্ষে অবস্থান নেয় বুড়িচং আনন্দ পাইলট সরকারী উচ্চবিদ্যালয়। উভয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজের বি,এ (সম্মান), ২য় বর্ষের ছাত্র কাওছার আহমাদ।

কর্মী সমাবেশ

কুমিল্লা ॥ ২৫ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে কোরপাই-কাকিয়ারচর শাখা পুনর্গঠন উপলক্ষে পৃথক পৃথক দু'টি কর্মীসভা কোরপাই বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও কাকিয়ারচর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ মাহবূবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কোরপাই জামে মসজিদের সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোরপাই মাদরাসার শিক্ষক শায়খ হাফেয আবদুল মতীন সালাফী, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, স্থানীয় প্রভাবশালী সুধী সঊদী মাবঊছ মুহাম্মাদ আবদুল আযীয ডিলার, কোরপাই মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা শরাফত আলী, মুহাম্মাদ হারূন, মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসাইন হেলাল প্রমুখ।

কাকিয়ারচরে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘে'র যেলা তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান।

বিপুল সংখ্যক নেতা ও কর্মীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত সভাসমূহে কোরপাই শাখা ও এলাকা 'যুবসংঘ' ও কাকিয়ারচর শাখা 'যুবসংঘ' পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর কর্মপরিষদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। শপথ পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনায় নেতৃবৃন্দ বলেন, বিচ্ছিন্নতা ইসলাম-এর আদর্শ নয়। যুগে যুগে জিহাদের এই পথে জোয়ারের সাথে সাথে ভাটাও এসেছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য, জিহাদ কখনো থেমে থাকিনি। স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা নিয়ে অহি-র পথে এগিয়ে আসার শপথ নিতে উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠান সকাল ৯-টা থেকে বাদ মাগরিব পর্যন্ত চলে।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩০৬)ঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কর্তৃক নির্মিত মসজিদ সমূহের সামনে বড় অক্ষরে লেখা থাকে 'আহলেহাদীছ জামে মসজিদ'। এটা অহংকারের বহিঃপ্রকাশ এবং পরোক্ষভাবে হানাফী বা অন্য মতাবলম্বীদের প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের নামান্তর নয় কি?

-আরমান খন্দকার
বাসাবো, ঢাকা।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি বা গোত্রের নামে মসজিদের নামকরণ করা যায়। হাদীছে 'মসজিদে বনু ফোলান' বলে বহু বক্তব্য এসেছে। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়দৌড় শুরু করা সম্পর্কে বলেন, 'দৌড় প্রতিযোগিতা হবে 'ছানিয়াতুল বিদা' হ'তে 'মসজিদে বনু যুরায়েক্ব' পর্যন্ত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/১৩১৫; মিশকাত হা/৩৮৭০ 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

'আহলেহাদীছ জামে মসজিদ' লেখা হয় স্রেফ পরিচিতির জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। কেননা মসজিদ নির্মিত হয় আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য। সেখানে যেকোন মুসলমান ইবাদতের জন্য প্রবেশ করতে পারে *(দ্রঃ আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৫/৩৪৫)*।

প্রশ্নঃ (২/৩০৭)ঃ ছালাতের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

-আবদুল ওয়াহিদ
ষষ্টিতলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে মাত্র দু'টি স্থানে পার্থক্য রয়েছেঃ (১) ইমামের ভুল হ'লে মহিলারা ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর মেরে শব্দ করে ইমামকে সতর্ক করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৮)*। (২) মহিলাদের ইমাম প্রথম লাইনের মাঝখানে দাঁড়াবে *(আবূদাঊদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৮৭)*। এছাড়া রুকূ, সিজদা ও হাত বুকে বাঁধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ছালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই *(দ্রঃ জুলাই ১৯৯৮ প্রশ্নোত্তর ৭/১০৭)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩০৮)ঃ আমরা জানি সালামের সময় মুছাফাহা করা সুন্নাত। জনৈক মাওলানা ছাহেব বলেছেন, বিদায়ের সময় মুছাফাহা করা মুস্তাহাব। বিষয়টির সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুর রউফ
খাসের হাট, শিবগঞ্জ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বিদায়ের সময় সালাম দেওয়ার হাদীছ রয়েছে *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৬৫১)*। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায়ী ব্যক্তির হাত ধরে নিম্নের দো'আটি পড়তেন-

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

'আমি আপনার দ্বীন, আপনার (উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব, সম্পদ ও পরিবারের) আমানত ও আপনার শেষ আমলকে আল্লাহ্র উপরে সোপর্দ করে দিলাম' *(তিরমিযী, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৩৭ 'বিভিন্ন সময়ে দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩০৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছে তার দাড়ি পেকে গেছে এবং সে শুনেছে যদি কেউ স্বপ্নে দাড়ি পাকা দেখে তাহ'লে নাকি সে মারা যায়। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মূসা খান
রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন হাদীছ আমাদের জানা নেই। তবে যেসব কিতাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে সেসব কিতাবে বলা হয়েছে যে, উক্ত স্বপ্নের মাধ্যমে কোন পাপ কর্মের উপর তাকে সতর্ক করা হয় অথবা সে অসুস্থ হ'তে পারে *(আল-মু'জামুল হাদীছ ফী তাফসীরিল আহলাম, পৃঃ ৩৭৮)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩১০)ঃ আমার পূর্ব স্বামী তার পিতার ভয়ে আমাকে এক বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করেন। পরে অন্যত্র আমার বিবাহ হয় এবং একটি মেয়ে সন্তান হয়। এখন আমি আমার আগের স্বামীর নিকটে ফিরে যেতে চাই। এটি কিভাবে সম্ভব?

-ফাতিমা
ঢেকরা, নওগাঁ।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী বর্তমান স্বামীর নিকটে থাকাই ভাল হবে। কারণ এখন পূর্বের স্বামীর নিকটে স্বাভাবিকভাবে ফিরে যাওয়া যাবে না। একান্ত বাধ্য হ'লে এবং পূর্বের স্বামীর নিকটে ফিরে যেতে চাইলে বর্তমান স্বামীর নিকট থেকে খোলা তালাক নিতে হবে। ছাবিত ইবনে ক্বায়েসের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশক্রমে 'মোহর' ফেরৎ দানের বিনিময়ে নিজেকে স্বামীর নিকট থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৫ 'খোলা তালাক্ব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩১১)ঃ ফেরাঊন ডুবে যাওয়ার সময় প্রথমবার যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করেছিল, পরবর্তীতে তা কেন উচ্চারণ করতে পারেনি?

-শিশির
বাজেদোল, মোহনপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ ফেরাঊন ডুবে যাওয়ার সময় বলেছিল-

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِيْ آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

'আমি বিশ্বাস করছি যে, কোন (সত্য) মা'বূদ নেই তিনি ব্যতীত, যার উপর ঈমান এনেছে বনু ইসরাঈলগণ। আর আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত'। (তখন আল্লাহ তাকে বলেন) এখন একথা বলছ? অথচ তুমি ইতিপূর্বে নাফরমানী করেছিলে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে' *(ইউনুস ৯০-৯১)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ফেরাঊনের মৃত্যুকালীন ঈমান নাকচ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'আল্লাহ বান্দার তওবা অতক্ষণ কবুল করেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যু বিভীষিকা প্রকাশ পায়' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৪৩ 'তওবা ও ইস্তিগফার' অনুচ্ছেদ, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮০২)*।

উল্লেখ্য যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, ফেরাঊনের মুখের ভিতরে জিব্রীল (আঃ) কাদা ভরে দিয়েছিলেন বলেই ফেরাঊন দ্বিতীয়বার কিছু বলতে পারেনি- একথাটির কোন ছহীহ ভিত্তি নেই *(তাফসীরে কুরতুবী ৮/৩৮৮)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩১২)ঃ বর ও কনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির লক্ষ্যে কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে শরবতে ফুঁক দিয়ে অর্ধেক বরকে ও অর্ধেক কনেকে পান করানো হয়। ভালবাসা সৃষ্টির জন্য এ ধরনের কাজ করা যায় কি?

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

উত্তরঃ বর ও কনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির লক্ষ্যে কুরআন পড়ে শরবতে ফুঁক দিয়ে পান করানোর উপরোক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়। কারণ বিবাহ সম্পাদনের সাথে সাথে বর ও কনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন' *(রূম ২১)*।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন মহব্বতপূর্ণ ও সুখময় হওয়ার জন্য বিবাহের পরপরই উপস্থিত সকলকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আটি স্বামী-স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন- بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ- 'আল্লাহ তোমার উপরে বরকত দান করুন এবং তোমাদের দু'জনের উপরে বরকত দান করুন এবং তোমাদের দু'জনের মধ্যে কল্যাণের সাথে মিলন দান করুন' *(তিরমিযী, আবূদাঊদ; মিশকাত হা/২৪৪৫ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*। বিকল্প পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিরক বলেছেন *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২ 'চিকিৎসা ও ফুঁকদান' অধ্যায়; ফাৎহুল মাজীদ (২য় সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬) পৃঃ ১১০)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩১৩)ঃ আমি একজন ২২/২৪ বছরের যুবক। গ্যাষ্ট্রিক রোগে ভীষণ অসুস্থ। বয়স্ক মানুষ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে, অথচ আমি বসে ছালাত আদায় করি। এতে আমার লজ্জাবোধ হয়। অনেক সময় শুয়ে থেকে ছালাত আদায়ের ইচ্ছা হয়। তবুও বসে আদায় করি। এমতাবস্থায় বাড়ীতে ছালাত আদায় করলে হবে কি?

-মোস্তফা
সাতনী, ঢেকরা, নওগাঁ।

উত্তরঃ কম বয়সের মানুষ বেশী বয়সের মানুষের সাথে বসে ছালাত আদায় করলে তাতে লজ্জার কিছু নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর, সম্ভব না হ'লে বসে আদায় কর, সম্ভব না হ'লে পার্শ্বদেশে শুয়ে আদায় কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৮)*।

বায়হাক্বীর বর্ণনায় এসেছে যে, মাটিতে সিজদা করা অসম্ভব হ'লে ইশারায় ছালাত আদায় করবে এবং সিজদার সময় রুকূর চেয়ে মাথা কিছুটা বেশী ঝুঁকাবে' *(বায়হাক্বী, বুলূগুল মারাম হা/৪৩১; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৮৬-৮৭)*।

বাড়ীতে পড়লে তার ছালাত হয়ে যাবে। তবে মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ের নেকী হ'তে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্নঃ (৯/৩১৪)ঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিতে ৪ মাসের বেশী পৃথক থাকতে পারে কি?

-নূরুল ইসলাম
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ বিশেষ কোন কারণবশতঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিতে দীর্ঘ দিন পৃথক থাকতে পারে। তবে বিনা কারণে পৃথক থাকা ঠিক নয়। কারণ বিবাহ হচ্ছে দৃষ্টি নীচু রাখা এবং লজ্জাস্থান নিরাপদে রাখার মাধ্যম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০)*। এতদ্ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি সুনির্দিষ্ট 'হক' রয়েছে, যা আদায় করা উভয়ের উপরে অপরিহার্য।

প্রশ্নঃ (১০/৩১৫)ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় আযান ও একামত দিতে হবে কি? যদি দিতে হয় তবে কে দিবে?

-আনারুল
দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছেলে হৌক মেয়ে হৌক ভূমিষ্ঠ সন্তানের কানে আযান শুনাতে হয় *(আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইরওয়া হা/১১৭৩, ৪/৪০০ পৃঃ)*। তবে ডান কানে আযান ও বাম কানে একামত শুনানোর হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(ঐ, হা/১১৭৪)*। আযান যে কেউ দিতে পারে।

প্রশ্নঃ (১১/৩১৬)ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার নামের সাথে 'সালাফী' শব্দটি ব্যবহার করে তবে এটা কি বিদ'আত হবে?

-তাজুদ্দীন সালাফী
গাছবাড়ী বাজার, সিলেট।

উত্তরঃ 'সালাফী' নাম লেখা না লেখার মধ্যে সুন্নাত-বিদ'আতের কোন বিষয় নেই। কেননা এটা লেখার দ্বারা ছওয়াবের আশা করা হয় না। তবে এই উপাধি সর্বদা ব্যবহারের মধ্যে যদি অহংকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তবে তা বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে সত্যিকারের আল্লাহভীরু সেটা আল্লাহ ভাল জানেন' *(নাজম ৩২)*। তবে বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ফারেগ অনেক আলেম উক্ত প্রতিষ্ঠানের দিকে সম্পর্কিত করার জন্য নিজের নামের শেষে 'সালাফী' লিখে থাকেন। জেনে রাখা ভাল যে, 'সালাফী' মুসলিম উম্মাহ্র ঐ সকল ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগত লক্বব, যাঁরা ধর্মীয় বিধি-বিধানে ছাহাবায়ে কেরাম তথা সালাফে ছালেহীনের অনুসরণ করেন। এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং নিজেকে সত্যিকারের 'সালাফী' হওয়ার জন্য সর্বদা আল্লাহ্র তাওফীক্ব কামনা করা উচিত। নামে নয়, কাজের মধ্যে সালাফী হওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ (১২/৩১৭)ঃ তাবলীগ জামা'আতের এক সাথী আমাকে বলেন যে, ইলিয়াস (রহঃ) উম্মতের দূরাবস্থা দেখে দেওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাজারে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করলে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তাবলীগের কাজ করতে বলেন এবং তার (তাবলীগের) একটি নকশা দেখান। সেই নক্শা মোতাবেক তিনি উপমহাদেশে তাবলীগের কাজ চালু করেন, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের স্বপ্ন ও তাবলীগ কি ঠিক? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মা'ছূম বিল্লাহ
ইখড়ী মাদরাসা, তেরখাদা
খুলনা।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত স্বপ্ন এবং নক্শার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। কারণ আজ থেকে প্রায় ১৪ শত বছর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতের জন্য দা'ওয়াতের পদ্ধতি নির্ধারণ করে গেছেন। তাছাড়া উপমহাদেশে যে তাবলীগের প্রচলন রয়েছে তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী। তাবলীগ মূলতঃ আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী হ'তে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরাই হ'লে সর্বোত্তম উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করবে...' *(আলে ইমরান ১১০)*।

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দা'ওয়াতের পদ্ধতি দু'টি। যথা- (১) امر بالمعروف (সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া) (২) نهى عن المنكر (অন্যায় কাজে নিষেধ করা)। যার সংক্ষিপ্ত দু'টি শব্দ হ'ল 'দা'ওয়াত' ও 'জিহাদ'।

কিন্তু তাবলীগ জামা'আতের কর্মীদের দা'ওয়াতের মধ্যেকার ত্রুটি এই যে, তারা ছহীহ-যঈফ, জাল, মওযূ ইত্যাদি হাদীছ যাচাই-বাছাই করেন না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বুযর্গদের ও মুরব্বীদের দোহাই দেন। আবার দা'ওয়াতের উল্লেখিত পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি তথা نهى عن المنكر -এর কোন ভূমিকাই তাদের মধ্যে দেখা যায় না। এতদ্ব্যতীত বানাওয়াট ১৩ ফরযের প্রচার, চিল্লা প্রথা ইত্যাদি বহু বিদ'আতী প্রচার ও পদ্ধতি তাদের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগ ও উহার পদ্ধতি এবং স্বপ্নের দোহাই দিয়ে তাবলীগ করা সম্পূর্ণরূপে শরী'আতের পরিপন্থী। যার কোন ভিত্তি নেই *(দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই '৯৯, প্রশ্নোত্তর ৯/১৫৯)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩১৮)ঃ ঈদগাহ মাঠের পিছনে প্রায় ১৩০ বছর পূর্বের কয়েকটি কবর আছে। উক্ত ঈদগাহে ঈদের ছালাত জায়েয হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব
আলাদীপুর মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত ঈদগাহে ছালাত আদায় বৈধ হবে। কারণ কবর যদি মুছল্লীর সম্মুখে বা পার্শ্বে হয়,তাহ'লে ছালাত বৈধ হবে না। কিন্তু প্রশ্নে উল্লেখিত কবরগুলি মুছল্লীদের পিছনে হওয়ায় ছালাত আদায়ে কোন অসুবিধা নেই।

আবু মারছাদ গানাবী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় কর না' *(মুসলিম, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৬৯৮ 'মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা' অনুচ্ছেদ)*।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) কবর সমূহের মধ্যস্থলে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন' *(হাদীছটি ইবনু হিব্বান তাঁর ছহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২৭/১৫৮ পৃঃ)*।

তাছাড়া ১৩০ বছর পূর্বেকার কবরে মাইয়েতের লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব যদি লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ও তা মাটি হয়ে যায়, তাহ'লে সাধারণ মাটির ন্যায় সেখানে সবকিছু করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩১৯)ঃ 'দৈনন্দিন জীবনে কুরআন' টিভি অনুষ্ঠানে আযানের জবাবে দরূদ পাঠের বাধ্যবাধকতা নেই বলা হয়েছে। অথচ আমি ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই-এ আযানের দো'আর আগে দরূদ পড়ার কথা জানতে পেরে তা পড়ে থাকি। এক্ষণে আযানের জবাবে দরূদ পড়া সম্বন্ধে কি নির্দেশ রয়েছে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

উত্তরঃ আযানের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশিত হাদীছটির অনুবাদ নিম্নরূপঃ

আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুওয়াযযিনের অনুরূপ বলবে। অতঃপর আমার উপরে দরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপরে একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপরে দশটি রহমত নাযিল করেন। অতঃপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট 'অসীলা' চেয়ে প্রার্থনা করবে। কেননা 'অসীলা' জান্নাতের এমন একটি স্থানের নাম, যা কেবলমাত্র একজন ব্যতীত আল্লাহ্র অন্য কোন বান্দার জন্য নির্ধারিত হবে না। আশা করি যে, আমিই হব সেই বান্দা। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য উক্ত 'অসীলা' প্রার্থনা করবে, তার উপরে আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭ 'আযান ও আযানের জবাবের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

উক্ত হাদীছে আযানের জবাব দানের পদ্ধতি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মুওয়াযযিনের সাথে সাথে আযানের কালেমাগুলি পাঠ করে যেতে হবে। অতঃপর দরূদ পাঠ করতে হবে। 'অসীলা' চেয়ে প্রার্থনা করতে হবে। যাকে আমরা আযানের দো'আ বলে থাকি। সবই রাসূলের নির্দেশ ও নিয়মিতভাবে তাঁর পালিত সুন্নাত। এর মধ্যে কোন্টির বাধ্যবাধকতা আছে, আর কোন্টির বাধ্যবাধকতা নেই, সে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে কিছু বর্ণিত হয়নি কিংবা তাঁর আমল থেকেও কিছু জানা যায় না। অতএব উম্মত হিসাবে আমাদের কর্তব্য হ'ল রাসূলের পদাংক অনুসরণ করা, অন্য কিছু নয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্নঃ (১৫/৩২০)ঃ ফরয ছালাতের শেষে সম্মিলিত মুনাজাতের প্রমাণে নিম্নলিখিত হাদীছটি ছহীহ না যঈফ জানিয়ে বাধিত করবেন। হাদীছটি হ'লঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'যখন তুমি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করবে, তখন তোমার দু'হাতের পেট দ্বারা করবে। দু'হাতের পিঠ দ্বারা দো'আ করবে না। অতঃপর যখন দো'আ শেষ করবে তখন দু'হাত দ্বারা চেহারা মুছে নিবে'।

-শেখ আবু মূসা
ইমাম
মৌতলা বাসষ্ট্যাণ্ড জামে মসজিদ
কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৮৪৪; আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২২৪৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; ইরওয়াউল গালীল ২/১৮০ পৃঃ হা/৪৩৩ ও ৪৩৪)*। তাছাড়া এর মধ্যে সম্মিলিত মুনাজাতের কোন বিষয় নেই।

প্রশ্নঃ (১৬/৩২১)ঃ আমি সফরে থাকাবস্থায় কোন এক মসজিদের ইমাম হয়ে ছালাত আদায় করছি। প্রথম রাক'আতের পর স্মরণ হয় যে, আমি মুসাফির। আমাকে কছর করতে হবে অথচ মুক্তাদীদের সাথে পরামর্শ হয়নি। এ সময় আমার করণীয় কি?

-সিরাজুল হক
কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ
ভারত।

উত্তরঃ যে নিয়তের উপরে ছালাত শুরু করেছেন, তার উপরেই ছালাত শেষ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সকল কাজ নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, যার জন্য সে নিয়ত করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী ও মিশকাত শরীফের প্রথম হাদীছ)*।

অতএব ছালাতের প্রথমেই নিয়ত করা আবশ্যক। ছালাত আরম্ভ করার পর ছালাতের ভিতরে নিয়তের কোন পরিবর্তন ঘটানো চলবে না। প্রকাশ থাকে যে, মুসাফির ইমামের জন্যে ছালাত আরম্ভ করার পূর্বে মুক্তাদীদের সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন নেই। তবে গণ্ডগোলের সম্ভাবনা আছে মনে করলে ছালাত শুরুর প্রাক্কালে মুক্তাদীদের জানিয়ে দেওয়া ভাল।

প্রশ্নঃ (১৭/৩২২)ঃ আড়াই বৎসরের দাম্পত্য জীবনে আমি দেড় বছর বয়সের এক সন্তানের জনক। আমার স্ত্রী বর্তমানে পাঁচ মাসের গর্ভবতী। বিবাহের পর থেকেই সে আমার সাথে খারাপ আচরণ করে আসছিল। তার পিতা-মাতা বুঝানো সত্ত্বেও সে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে কিছুদিন আগে ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যায়। এমতাবস্থায় কুরআন-হাদীছের আলোকে স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি আমার কর্তব্য কি?

-আবুল খায়ের
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যদি মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং স্ত্রী যদি স্বামীর আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহ'লে উভয় পক্ষ হ'তে একজন করে উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে। তারা যদি মীমাংসা করে দিতে পারে তাহ'লে মীমাংসা হবে, অন্যথায় তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে' *(নিসা ৩৫)*। আর গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেয়া হ'লে প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত ইদ্দত থাকে (প্রসবের পরে আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ থাকবে না) *(তালাক্ব ৪)*। আর সন্তানের ন্যায়সঙ্গত খোরপোষের দায়িত্ব পিতার উপর বর্তাবে' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩২৩)ঃ ফরয ছালাতে সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়ার পর অন্যান্য দো'আ যেমন, আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার ইত্যাদি দো'আ পড়া যায় কি?

-শরীফুল ইসলাম
নিমসার জনাব আলী কলেজ

বুড়িচং, কুমিল্লা

উত্তরঃ সিজদারত অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের দো'আ পাঠ করা যায়, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এ সমস্ত দো'আ ব্যতীত নিজের কল্যাণের জন্য অন্যান্য দো'আও পাঠ করা যায়। কেননা সিজদা হ'ল দো'আ কবুলের সর্বোত্তম সময়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটে পৌঁছে যায়, যখন সে সিজদায় রত হয়। অতএব তোমরা ঐ সময় বেশী বেশী প্রার্থনা কর'। অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা মনে রেখ যে, আমাকে রুকূ ও সিজদায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকূতে তোমরা আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণা কর এবং সিজদাতে তোমরা বেশী বেশী প্রার্থনা কর। আশা করা যায়, তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪, ৮৭৩; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৬৯, ৮৩)*। অর্থাৎ কুরআনী দো'আ ব্যতীত অন্যান্য যেকোন দো'আ সিজদায় করা যায়।

প্রকাশ থাকে যে, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে সিজদায় ৯ ধরনের দো'আ পড়া যায় বলে উল্লেখ করেছেন *(ঐ ১/২২৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩২৪)ঃ কবরস্থানের বৃক্ষাদি, বাঁশগাছ ইত্যাদি কবরের উপরে বসে কাটা যায় কি? তাছাড়া উক্ত বৃক্ষাদি ও বাঁশ বিক্রয় করা এবং ক্রয় করে মসজিদে ব্যবহার করা যাবে কি?

-মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব
আলাদীপুর মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৭)*। অতএব কবরের অসম্মান ঘটিয়ে কোন কাজ করা যাবে না। তবে বাধ্যগত অবস্থায় সাময়িকভাবে কবরের উপরে বসা যেতে পারে। কেননা তখন কবরের অসম্মান করা উদ্দেশ্য থাকে না। তাছাড়া লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে ও তা মাটি হয়ে গেলে সেখানে সাধারণ মাটির ন্যায় সবকিছু করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১২৬)*। অতএব সাময়িক প্রয়োজনে বাধ্যগত অবস্থায় কবরের বৃক্ষাদি কাটা যাবে। কবরের বৃক্ষাদি বিক্রয় করে কবরস্থানের উন্নয়নের কাজে লাগানো যাবে। সেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হ'লে তা মসজিদের কাজেও লাগানো যায় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৩১/২০৮)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩২৫)ঃ মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সবাই মিলে ছাদাক্বার বকরী খেতে পারবে কি?

-আয়নুল হক
কদমডাংগা মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছাদাক্বা মূলতঃ ফক্বীর-মিসকীনদের জন্য। ধনী ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণের জন্য নয় *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৮৩০-৩২ 'যাকাত' অধ্যায় 'যার জন্য ছাদাক্বা হালাল নয়' অনুচ্ছেদ)*। তবে 'হাদিয়া' স্বরূপ অন্যেরাও তা থেকে খেতে পারে। যেমন, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারীরা-র গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন ডেকচিতে গোশত রান্না হচ্ছে। অতঃপর খাওয়ার জন্য তাঁর নিকটে রুটি ও তরকারী পেশ করা হ'ল। তিনি বললেন, আমি যে দেখলাম ডেকচিতে গোশত রান্না হচ্ছে! তারা বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু উহা বারীরাকে ছাদাক্বা হিসাবে দেওয়া হয়েছে। আর আপনি তো ছাদাক্বার জিনিষ খান না। তিনি বললেন, ওটা তার জন্য ছাদাক্বা ও আমাদের জন্য হাদিয়া' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮২৪ অনুচ্ছেদ ঐ)*। উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাদরাসায় প্রদত্ত ছাদাক্বার বকরী 'হাদিয়া' স্বরূপ সকলে খেতে পারে *(তানক্বীহ শরহে মিশকাত, বারীরাহ-এর হাদীছের ব্যাখ্যা ২/১১ পৃঃ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩২৬)ঃ জানাযার ছালাতে বুখারী শরীফ ছাড়া আর কোন্ কোন্ গ্রন্থে সূরা ফাতিহা পাঠের কথা উল্লেখ রয়েছে, জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সম্পর্কে বুখারী ছাড়া অন্যান্য যেসব হাদীছ গ্রন্থে উল্লেখ আছে সেগুলি হচ্ছে- নাসাঈ ১/২৮১, আবূদাঊদ হা/৩১৯৮ 'জানাযা' অধ্যায়, 'জানাযায় যা পাঠ করা হয়' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/১০২৭; দারাকুৎনী হা/৩; ত্বাহাবী ১/৫০০ পৃঃ; হাকেম ১/৩৫৮ পৃঃ; ইবনুল জারূদ, আল-মুনতাক্বা হা/৫৩৫ পৃঃ শাফেঈ, ১/২১৫, বায়হাক্বী ৪/৩৮, মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/১১৩ প্রভৃতি *(ইবনু হাজার আসক্বালানী, তালখীছুল হাবীর ২/২৭৯ পৃঃ বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া ১৪১৯ হিঃ/১৯৯৮। বিস্তারিত দেখুনঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৩১-এর ব্যাখ্যা, ৩/১৭৮-১৮০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩২৭)ঃ গত ২ বছর ধরে আমাদের অফিসে আযান দিয়ে ছালাতে আমিই ইমামতি করে আসছি। কিন্তু মুনাজাত না করার ফলে আমার উপর রাগ করে অফিসের লোকজন আরেক জনকে ছালাত আদায় করাতে বলে। তিনি মাযহাবী কায়দায় ছালাত আদায় করেন এবং শেষে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করেন। এমতাবস্থায় আমার আযান ও এক্বামত দেওয়া ও তাদের সাথে ছালাত আদায় করা কি ঠিক হবে?

-নযরুল ইসলাম
আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ
নওগাঁ শাখা, নওগাঁ।

উত্তরঃ ফাসিক্ব ও বিদ'আতীর পিছনে ছালাত জায়েয আছে। তবে এখানে অবস্থাটা ভিন্নরূপ। কেননা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত বাতিল করে মাযহাবী তরীকায়

ছালাত আদায় করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ জিদের বশবর্তী হয়ে বিদ'আতী ইমাম দিয়ে দলবদ্ধ মুনাজাত করে জঘন্যতম বিদ'আত প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তৃতীয়তঃ বিদ'আতীকে ইমামতি করতে দেওয়া তাকে সম্মান প্রদর্শন করার শামিল। চতুর্থতঃ বিদ'আত সৃষ্টি করে সুন্নাতকে বিলুপ্ত করা হচ্ছে। হাস্সান বিন ছাবিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন কওম দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্য হ'তে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন' *(দারেমী, মিশকাত হা/১৮৮ সনদ ছহীহ 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান করল, সে ইসলাম ধ্বংসে সাহায্য করল' *(বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/১৮৯ সনদ হাসান, অনুচ্ছেদ ঐ)*।

উপরোক্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের বিদ'আত প্রতিষ্ঠাকারীদের সাথে নিরুপায় না হ'লে ছালাত আদায় করা ঠিক হবে না।

প্রশ্নঃ (২৩/৩২৮)ঃ আমি তাহাজ্জুদ ছালাতে অভ্যস্ত। কষ্ট হ'লেও নিয়মিত আদায় করি। কিন্তু জনৈক মৌলভী ছাহেব বললেন যে, কোন একটি নির্দিষ্ট আমল না করে অন্যান্য নফল ইবাদত করলে আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয় হওয়া যাবে। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-হাবীবুর রহমান
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ মৌলভী ছাহেবের উক্ত বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ আমল, যা কম হ'লেও নিয়মিত করা হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪২ 'কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ... ফরয ছালাতের পরে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হ'ল নৈশকালীন ছালাত (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ)' *(মুসলিম হা/১১৬৩, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

কাজেই তাহাজ্জুদ ছালাত নিয়মিত আদায় করা আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল। অন্যান্য নফল ইবাদত করলে নেকী হবে। কিন্তু তাহাজ্জুদের ন্যায় প্রিয় আমল হবে না।

প্রশ্নঃ (২৪/৩২৯)ঃ জনৈক প্রভাবশালী আলেম বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত চিরকাল আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক্ব-এর উপরে লড়াইরত ও বিজয়ী থাকবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। তখন হকপন্থী দলের আমীর তাঁকে বলবেন, আসুন! আমাদের ছালাতে ইমামতি করুন! সেই আমীর নাকি ইমাম মাহদী? এর সত্যতা জানতে চাই।

-আবদুল কুদ্দূস
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বিষয়টি নিঃসন্দেহে সত্য এবং হাদীছটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে *(মিশকাত হা/৫৫০৭ 'ক্বিয়ামতের নিদর্শন' অনুচ্ছেদ)*।

ইমাম মাহদী হকপন্থী দলের আমীর হবেন সেটিও ইবনু মাসঊদ ও অন্যান্য বর্ণনাকারী হ'তে বর্ণিত। সেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি হবেন মাহদী (আঃ), যিনি ফাতিমা বিনতে রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধর হবেন। যাঁর নাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ হবে। যিনি এসে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করবেন এবং সাত বৎসর সুশাসনের মাধ্যমে পৃথিবীকে ন্যায়বিচার ও শান্তিতে পূর্ণ করে দিবেন' *(তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫২-৫৪ 'ফিতান' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামতের নিদর্শন' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান। দ্রঃ দরসে হাদীছঃ মাহদীর আগমন, আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী '০৩)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৩০)ঃ মানুষের মাথার চুল পাকা নাকি মৃত্যুর চিঠি। মাথার চুল পাকলে বুঝতে হবে যে, তার মৃত্যু অত্যাসন্ন। এ বক্তব্যের সত্যতা কতটুকু?

-মিছবাহুল হক
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্য কুরআন-হাদীছ সমর্থিত নয়। এগুলি মানুষের ধারণা বা কথার কথা মাত্র। মৃত্যুর সঙ্গে কাঁচা বা পাকা চুলের কোন সম্পর্ক নেই। এটি মৃত্যুর চিঠিও নয়। বরং চুল পাকলে সেগুলিকে উপড়িয়ে না ফেললে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য নূর হবে *(তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ হাসান)*। আমর ইবনে শো'আয়েব তার পিতা হ'তে, তিনি তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাদা চুলগুলি উপড়িয়ে ফেল না। কেননা উহা মুসলমানদের জন্য নূর। বস্তুতঃ ইসলামের মধ্যে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির একটি চুল সাদা হবে, তার অসীলায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন, তার একটি গুনাহ মাফ করবেন এবং মর্যাদার একটি স্তর উঁচু করবেন' *(আবূদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৪৫৮ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৩১)ঃ আমরা কৃষক মানুষ। মালকোচা বা নেংটি মেরে কাজ না করলে অসুবিধা হয়। শুনেছি হাঁটুর উপরে কাপড় উঠলে বা উরু বের করলে নাকি ৪০ দিনের ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। একথা কতটুকু সত্য?

-মানিক মাহমূদ
ঝাগড়ুপাড়া, বিরামপুর
দিনাজপুর।

উত্তরঃ হাঁটুর উপরে কাপড় উঠলে বা উরু বের করলে ৪০ দিনের ইবাদত নষ্ট হয়ে যায় কথাটি ভিত্তিহীন ও বানাওয়াট। প্রয়োজনে উরু বের করে তথা নেংটি মেরে কাজকর্ম করা যেতে পারে। তবে বিনা প্রয়োজনে উরু বের না করাই ভাল *(বুখারী ১/৫৩ পৃঃ; তরজুমাতুল বাব 'উরু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত')*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উরু কিংবা পায়ের নলা হ'তে কাপড় খোলা অবস্থায় নিজ গৃহে শুয়ে ছিলেন। এমন সময় আবূবকর ও ওমর (রাঃ) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাদেরকে

প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং তিনি ঐ অবস্থায় (উরু অথবা পায়ের নলা হতে কাপড় খোলা অবস্থায়) ছিলেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বললেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৬০ 'ওছমান (রাঃ)-এর মর্যাদা অনুচ্ছেদ; আত-তাহরীক মার্চ '৯৯ প্রশ্নোত্তর ৫/৮৫ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৩২)ঃ তাবলীগী নিছাবে বায়হাক্বীর 'শো'আবুল ঈমান' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে একটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকটে আমার উপর দরূদ পড়ে আমি স্বয়ং তা শুনি এবং দূর থেকে যে আমার উদ্দেশ্যে দরূদ পড়ে তা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়' (ফাযায়েলে দরূদ শরীফ, পৃঃ ১৮)। হাদীছটি কি ছহীহ?

-সাইদুল আনছারী
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছের প্রথমাংশ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আমার কবরের... আমি স্বয়ং তা শুনি' -এটি 'জাল'। কিন্তু দ্বিতীয়াংশটি অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার উদ্দেশ্যে...' এটি 'ছহীহ' *(দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা যাঈফাহ ১/২০৩ পৃঃ; ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মওযূ'আত ১/৩০৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৯২১ 'রাসূলের উপরে দরূদ পাঠের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৩৩)ঃ একজন মুসলমান ছেলে একজন হিন্দু মেয়েকে এই শর্তে বিবাহ করে যে, তারা নিজ নিজ ধর্মের উপরে থাকবে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এদের হুকুম কি হবে?

-আকরাম
টোটালিপাড়া, মোহনপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে তাদের বিবাহ হয়নি। তারা ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদের সন্তান-সন্ততি হ'লে জারজ সন্তান হিসাবে পরিগণিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক নারী ভিন্ন কাউকে বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেউ বিবাহ করে না। মুসলমানদের প্রতি এরূপ বিবাহকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে' *(নূর ৩)*। সূরা মুমতাহিনার ১০ নং আয়াতেও এরূপ বর্ণনা এসেছে।

অতএব হিন্দু যেহেতু কাফের ও মুশরিক, সেহেতু তাদেরকে মুসলমান না করে কোন ঈমানদার মুসলিম বিবাহ করতে পারে না। এখন তার উচিৎ হবে তাকে দ্রুত মুসলমান করে পুনরায় বিবাহ করা এবং এই অন্যায় কাজের জন্য আল্লাহ্র নিকট তওবা করা।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৩৪)ঃ অন্যত্র চাকুরীর তাকীদে নিজ বাড়ী এক হিন্দু লোককে ভাড়া দিয়ে কর্মস্থলে চলে আসি। সে প্রায় ১২ বছর যাবৎ সেখানে বসবাস করছে। এখন নিজ বাড়ীতে পুনরায় বসবাস করতে চাইলে কিভাবে বাড়ী-ঘর পবিত্র করতে হবে?

-তোফাযযল হক
প্রকৌশলী ও বিভাগীয় প্রধান (বিদ্যুৎ)
গিভেন্সী স্পিনিং মিল্স লিঃ
মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তরঃ হিন্দু হৌক বা বিধর্মী হৌক কোন মুসলমানের বাড়ীতে তারা বসবাস করলে সে ঘর অপবিত্র হয় না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ছুমামা ইবনে আছাল (রাঃ)-কে মুশরিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন দিন মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায়, 'কয়েদীদের ফায়ছালা' অনুচ্ছেদ)*। এক সফরে রাসূল (ছাঃ) জনৈকা মুশরিকা মহিলার মশক হ'তে পানি নিয়েছিলেন এবং ছাহাবীগণকে পান করতে ও তাদের পশুকে পান করাতে বলেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৮৪ 'মু'জিযা' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুদের ব্যবহার করা জিনিষপত্র অপবিত্র হয় না। সুতরাং তা পবিত্র করার কোন প্রয়োজন নেই *(ডিসেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৭/৭৭)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৩৫)ঃ আমি একজন অবিবাহিতা নারী। সাধ্যমত শরী'আতের বিধান মেনে চলি। কিন্তু আমার বিবাহ না হওয়ার ফলে কিছু দুষ্ট লোক আমার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের কুৎসা রটনাকারীদের ইবাদত কবুল হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ পূত-পবিত্র মুসলমান নারীদের উপরে অপবাদ ও কুৎসা রটনাকারী ব্যক্তি ইহকালে কঠোর পরিণাম এবং পরকালে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ বলেন, 'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দেয়, অথচ তার স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে তোমরা ৮০টি বেত্রাঘাত কর এবং তাদের সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করবে না' *(নূর ৪)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যারা সতী-সাধ্বী মোমেনা সরলা মেয়েদের উপরে অপবাদ দেয়, দুনিয়াতে ও আখেরাতে তারা অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি *(নূর ২৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '৭টি ধ্বংসকারী বস্তু হ'তে তোমরা বেঁচে থাক। আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান হ'তে পিছু হটে আসা এবং পূত-পবিত্র মুসলিম মহিলাদের চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা রটনা করা' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২ 'ঈমান' অধ্যায়, মুনাফিকের আলামত ও কাবীরা গুনাহ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব ঐসব কুৎসা রটনাকারীদের ইবাদত কবুল হ'লেও তওবা না করে মারা গেলে ক্বিয়ামতের দিন তার নেকী হ'তে অন্যের ক্ষতিপূরণ দিতে

দিতে এক পর্যায়ে নেকীশূন্য অবস্থায় জাহান্নামে চলে যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'যুলুম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৩৬)ঃ হজ্জ প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় একজন বাঙ্গালী আলেম বললেন যে, হাজরে আসওয়াদে মুখ রেখে অনেকক্ষণ ক্রন্দন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছেন কি?

-শরফুদ্দীন
গ্রাম ও ডাকঃ মাহমূদপুর
মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি 'অত্যন্ত যঈফ' (ضعيف جداً) হাদীছটি নিম্নরূপঃ

ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে তাতে দুই ঠোঁট রেখে দীর্ঘক্ষণ ক্রন্দন করলেন... *(ইরওয়াউল গালীল হা/১১১১, ৪/৩০৮ পৃঃ)*। ইমাম নাসাঈ বলেন, হাদীছটি পরিত্যক্ত। ইমাম বুখারী বলেন, হাদীছটি 'মুনকার' বা 'অগ্রহণযোগ্য' *(ইরওয়া, ঐ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৩৭)ঃ ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বলক্ষণ সমূহের মধ্যে মুসলমানদের কিছু গোত্র মূর্তি পূজারী হবে। কিন্তু মুসলমানরা কোথাও মূর্তি পূজারী নয়। তাহ'লে এই আলামতটি এখনও বাকী আছে কি?

-ফয়ছাল আহমাদ
আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, অনেক মুসলমান মূর্তি পূজারী হয়ে গেছে। যেমন নেককার ব্যক্তির কবরে গিয়ে তাকে সিজদা করা, সেখানে বসে প্রার্থনা করা, তার অসীলায় মুক্তি চাওয়া, সেখানে নযর-নেয়ায দেওয়া, ভক্তিভাজন পীর বা নেতা-নেত্রীর ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া, চিত্রের পাদদেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা, নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, ভাস্কর্যের নামে শিক্ষাঙ্গনে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি স্থাপন করা ও তাকে সম্মান দেখানো, শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন বানিয়ে সেখানে নীরবে সম্মান প্রদর্শন করা, শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা ইত্যাদি মূর্তি পূজার শামিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিশে যাবে এবং কিছু গোত্র মূর্তি পূজারী হবে' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিতান' অধ্যায়। বিস্তারিত দেখুন দরসে কুরআনঃ জান্নাতের পথ আপোষহীন, অক্টোবর '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩৮)ঃ এক শ্রেণীর ছেলেরা কবুতর ক্রয় করে উড়িয়ে খেলাধূলা করে। শুধু তাই নয় এই ধরনের কবুতরের দামও বেশ চড়া। আমার প্রশ্ন, কবুতর নিয়ে এভাবে খেলাধূলা করা কি জায়েয?

-আব্দুল মুমিন
সুন্দরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কবুতর হালাল প্রাণী, যা লালন-পালন করা জায়েয। কিন্তু কবুতরকে নিয়ে খেল-তামাশা করতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে কবুতরের পিছনে দৌড়াচ্ছে (অর্থাৎ কবুতর নিয়ে খেলা করছে)। তখন তিনি বললেন, এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছনে ছুটছে *(আহমাদ, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৪৫০৬ 'ছবি সম্পর্কিত বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৩৯)ঃ মিসরের আলেমগণ ছোট মেয়েদের খাৎনা জায়েয বলেন এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে নিম্নের হাদীছটি দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। '... কেননা উহা নারীর জন্য অত্যধিক তৃপ্তিদায়ক এবং স্বামীর নিকটে খুবই প্রিয়' (আবূদাঊদ)। এই হাদীছের বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-মুযাফফর হোসাইন
বারকোনা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মেয়েদের খাৎনার উপকারিতা সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছটি 'যঈফ'। নিম্নে হাদীছটি বর্ণিত হ'লঃ

উম্মে 'আত্বিয়াহ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈকা নারী মদীনায় মেয়েদের খাৎনা করাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, খাৎনা স্থানের মাংস খুব বেশী কেটো না। কেননা উহা নারীর জন্য খুবই তৃপ্তিদায়ক এবং স্বামীর নিকটে খুবই প্রিয় *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৪ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। আবূদাঊদ বলেন, হাদীছটি যঈফ এবং তার বর্ণনাকারী মাজহূল বা অপরিচিত।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৪০)ঃ বিগত ইউপি নির্বাচনে জনৈক ইমামের মনোনীত প্রার্থী জয়ী হ'লে তিনি মুছল্লীদের সাথে করে দু'রাক'আত শুকরানা ছালাত আদায় করেন। উল্লেখিত পদ্ধতি ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক হয়েছে কি?

-সাইফুল ইসলাম
গ্রামঃ নারায়ণজোল
আগরদাঁড়ী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেব যে খুশির কারণে শুকরানা ছালাত আদায় করেছেন, সেটি শরী'আত সম্মত নয়। তাছাড়া যে দু'রাক'আত ছালাত তিনি শুকরানা আদায় করেছেন সেটিও হয়েছে শরী'আত বহির্ভূত পদ্ধতিতে।

সিজদায়ে শুক্র-এর পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

কোন খুশীর ব্যাপার ঘটলে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদায় পড়ে যেতেন *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৯৪ 'সিজদায়ে শুকর' অনুচ্ছেদ)*। সিজদায়ে তেলাওয়াতের ন্যায় এখানে একটি সিজদা হবে এবং এই সিজদাতেও ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয়। হাদীছে তাকবীর দেওয়ার স্পষ্ট বক্তব্য নেই। তবে সম্ভবতঃ অন্যান্য সিজদার

উপরে ভিত্তি করে ছাহেবে 'বাহ্‌র' তাকবীর দেওয়ার কথা বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৮ পৃঃ; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল ৮৫-৮৬ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি ইসলামী নির্বাচন পদ্ধতির বিরোধী। অতএব এতে কেউ জয়ী হওয়াতে ইমাম ছাহেবের খুশী হওয়া এবং সেজন্য শুকরানা ছালাত আদায় করা কোনটাই ঠিক হয়নি।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৪১)ঃ আমি সঊদীতে বহুদিন ছিলাম। একদিন বাজারে গিয়ে এক মুরগীর দোকানদারকে বললাম, انا اريد لحم الدجاج كيلو واحد অর্থাৎ আমি এক কেজি মুরগীর গোশত চাই। দোকানদার হেসে বললেন যে, মুরগীর ক্ষেত্রে লাহম অর্থ গোশত বলা ঠিক না। আমি জানতে চাচ্ছি, মুরগীর ক্ষেত্রে লাহম বা মুরগীর গোশত হাদীছে ব্যবহার হয়েছে কি-না?

-আব্দুস সাত্তার
গ্রামঃ কিশোরী নগর
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ সঊদী আরবে 'মুরগীর গোশতে' 'লাহ্‌ম' শব্দটি ব্যবহার হয় না বিধায় দোকানদার হেসেছেন। তারা 'দাজাজ' বা মুরগী শব্দটি বললেই মুরগীর গোশত বুঝবেন। কিন্তু হাদীছে মুরগীর গোশত শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'লাহমুদ দাজাজ' অর্থাৎ মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১১২, 'যে প্রাণী খাওয়া হালাল ও হারাম' অনুচ্ছে)*। এটি ঐদেশের একটি বহুল প্রচলিত ভুল (خطأ شائع) মাত্র।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৪২)ঃ বিদেশী ষাঁড়ের শুক্রবীজ সংগ্রহ করে গাভী প্রজনন ঘটানো বৈধ হবে কি?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ গৃহপালিত প্রাণীসহ পৃথিবীর সকল প্রাণী আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। গাভী একটি বড় কল্যাণকর পশু। কাজেই গবাদী পশুর উন্নয়নের লক্ষ্যে যেকোন উন্নতমানের প্রজনন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। স্মর্তব্য যে, শরী'আতের বিধি-বিধান মেনে চলার আদেশ শুধুমাত্র মানুষ ও জিনের উপর ন্যস্ত। পশুর উপরে নয় *(দ্রঃ আত-তাহরীক জানু/২০০১ প্রশ্নোত্তর ১৩/১১৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৪৩)ঃ আমাদের এলাকায় কোন লোক মারা গেলে তার জন্য কাফ্‌ফারা আদায় করা হয়। মৃত ব্যক্তির কোন কাফ্‌ফারা আছে কি?

-আব্দুল্লাহ
চটেরহাট, মংলা বন্দর
খুলনা।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য বিভিন্নভাবে ক্ষমা চাইতেন। যেমন- মারা যাবার পর খোলা চক্ষু বন্ধ করার সময় ক্ষমা চাইতেন *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫২৬ 'জানাযা' অধ্যায়)*। জানাযা পড়ার সময় ক্ষমা চাইতেন *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৩৩ 'জানাযা' অধ্যায়)*। মাটি দেওয়ার পর ক্ষমা চাইতেন *(আবূদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৬৯ 'জানাযা' অধ্যায়)*। বিভিন্ন সময়ে কবরের পার্শ্বে গিয়ে ক্ষমা চাইতেন *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৮২ 'জানাযা' অধ্যায়)*। কিন্তু তিনি কোনদিন কোন মৃত ব্যক্তির কাফ্‌ফারা আদায় করেননি। এমনকি ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে এযাম থেকেও এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্যই এটা বিদ'আত যা প্রত্যাখ্যাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৪৪)ঃ কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার ৪০ দিন পর 'চল্লিশা' করা জায়েয আছে কি?

-হারূণ
ডাকবাংলা
ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে চল্লিশতম দিবসে অথবা যেকোন দিনকে নির্দিষ্ট করে সেই দিনে আত্মীয়-স্বজন এবং আলেম-ওলামাকে দা'ওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর প্রচলিত রেওয়াজটি দ্বীনের মধ্যে নব্যসৃষ্ট বা 'বিদ'আত'। এভাবে নির্দিষ্ট দিনে মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা অথবা তার নিকট নেকী পৌঁছানোর এই বিশেষ তরীকা যা এদেশে 'কুলখানি' বা 'চল্লিশা' নামে প্রচলিত আছে, তা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী আমল, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন কিছু সৃষ্টি করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৪৫)ঃ মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম করা বা তার নামে কুরআন খরিদ করে মসজিদ- মাদরাসায় দেওয়া যায় কি?

-আফযাল
কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর যিয়ারত করতে যেতেন, কবরবাসীর মাগফিরাত কামনা করতেন এবং লোকদেরকে মাগফিরাত কামনা করতে বলতেন। তবে তিনি মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন পড়তেন না। অবশ্যই এটা নতুন সৃষ্টি, যা প্রত্যাখ্যাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০; হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/৩৫৯ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ১/৫০৯পৃঃ; আত-তাহরীক জুলাই '৯৮ প্রশ্নোত্তর ৯/১০৯)*।

তবে আর্থিক দান হিসাবে কুরআন মজীদ ক্রয় করে মসজিদ-মাদরাসায় প্রদান করা যায়। কেননা মৃত ব্যক্তির নামে আর্থিক দান করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।